NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ সার্টিফিকেট ক্যাম্প, ভুয়ো ভোটার নিয়ে তোপ দাগলেন বিরোধী নেতা

খসড়া তালিকা প্রকাশের পর অশান্তি ঠেকাতে তৈরি প্রশাসন ৩

কলকাতা ৩০ নভেম্বর ২০২৫ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ১৬৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.11.2025, Vol.19, Issue No. 169, 8 Pages, Price 3.00

শক্তিসূচকে জাপান-রাশিয়ার আগে নয়া ভারত

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর: আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে ভারত। জঙ্গি হামলার জবাব দিতে শত্রু দেশের সীমানায় প্রবেশ করে ঘাঁটি ধ্বংস করতে যেমন দ্বিধা করে না। আবার কোভিড মহামারির সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্যাকসিন পৌঁছে দিয়ে মানবিকতার নতুন নজির গড়েছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের বার্তা এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর ফলেই এশিয়ায় শক্তিশালী দেশগুলির তালিকায় ভারত তৃতীয় স্থানে পৌঁছেছে।

অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত থিঙ্ক ট্যাঙ্ক লোই ইনস্টিটিউট তাদের ২০২৫ সালের এশিয়া পাওয়ার ইনডেক্স প্রকাশ করেছে। আটটি বিষয়ের ১৩১টি সূচকের ভিত্তিতে তৈরি এই রিপোর্টে সামরিক ক্ষমতা, প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক, অর্থনৈতিক শক্তি, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লোই ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে যে তালিকা প্রকাশ পেয়েছে, ১০০-র মধ্যে আমেরিকা পেয়েছে ৮১.৭। দ্বিতীয় স্থানে থাকা চিন পেয়েছে ৭৩.৭। আগের বারের চেয়ে চিনের পয়েন্ট বেড়েছে ১। আর এরপরই উঠে এসেছে ভারত। তৃতীয় স্থানে থাকা ভারত পেয়েছে ৪০। চতুর্থ স্থানে রয়েছে জাপান। আর পঞ্চম স্থানে রাশিয়া রয়েছে। ২০১৯ সালের পর রাশিয়ার অবস্থান উপরে উঠে এল। আর এই তালিকায় পাকিস্তান পেয়েছে মাত্র ১৪.৫ পয়েন্ট।

এদিকে লোই ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে এও জানানো হচ্ছে, ভারতের অর্থনীতি কোভিড-১৯ মহামারির পর দ্রুত পুনরুদ্ধার করেছে।

বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে ভারত এখন বৈশ্বিক বাজারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। পাশাপাশি আত্মনির্ভর ভারত উদ্যোগ দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করেছে, যা আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক ও বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে চাপানউতোর চললেও ভারতীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর আহ্বান অভ্যন্তরীণ বাজারকে শক্তিশালী করেছে।

এর পাশাপাশি ভারতের সামরিক সক্ষমতা গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তি ও উৎপাদনের মাধ্যমে আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে প্রতিরক্ষা খাত। শুধু অভ্যন্তরীণ চাহিদা নয়, সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানিতেও ভারত এগিয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে সীমান্তে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারতীয় সেনার দৃঢ় পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক মহলে বার্তা দিয়েছে যে ভারত তার নিরাপত্তা নিয়ে আপস করবে না।

শনিবার থেকে রাজভবন হল লোকভবন। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা ঘোষণা করেন। ছবি: অদিতি সাহা

‘রাজভবন’ এখন ‘লোকভবন’

বাংলা থেকেই বদলের সূচনা দেশে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার থেকে আর রাজভবন নয়, দেশের সর্বত্র রাজভবন পরিচিতি পাবে ‘লোকভবন’ নামেই। আর এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা হল পশ্চিমবঙ্গ থেকেই। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে কলকাতা ও দার্জিলিংয়ের রাজভবনের নামফলকও বদলে দেওয়া হয়েছে। সরকারি লেটারহেড ও নথিপত্রেও নতুন নাম ব্যবহার শুরু হয় শনিবার থেকেই। রাজভবন সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের রাষ্ট্রপতির নির্দেশে শনিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজভবনের নাম বদলে হল লোকভবন। পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম এই নাম পরিবর্তন হল। এরপর ধীরে ধীরে সারা দেশেই এই নাম কার্যকরী হবে।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন, শুধু যে নাম পরিবর্তন হয়েছে এমনটা নয়। বিভিন্ন ধরনের যে ডকুমেন্ট আছে সেগুলিতেও যা-যা প্রয়োজনীয় ছিল পরিবর্তন করার, সেইকাজও শনিবার থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যপাল এদিন এও জানান, ভারতের সব রাজভবনকেই এবার থেকে লোকভবন বলে ডাকা হবে।

গত ২৫ নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। যেখানে বলা হয় রাজভবনের নাম পরিবর্তন করে লোকভবন করা হবে।

মূলত, রাজভবন নামটির সঙ্গে ‘রাজত্ব-রাজা’ ইত্যাদি ধারণা জড়িত রয়েছে। সেই কারণে ‘রাজ’ শব্দটি সরানোর আবেদন করেছিলেন সিভি আনন্দ বোস। আর রাজভবন যেহেতু আপামর সাধারণ মানুষের জন্য, সেই কারণে রাজ্যপাল চেয়েছিলেন, এমন একটি নাম হোক যা সাধারণ মানুষের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে। সেই কারণেই এই পরিবর্তন। পরবর্তীতে সব রাজ্যের রাজ্যপালরাই এই নাম পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন। এরপরই সম্মতি দেয় কেন্দ্র। আর কেন্দ্রের সম্মতি পেতেই রাজভবনে থাকা পুরনো নামের ফলক বদলে দেন রাজ্যপাল বোস।

উল্লেখ্য, শনিবার নাম পরিবর্তনের পর ভিক্টোরিয়া যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। শিশুদের চকোলেট দেন। তাঁদের সঙ্গে ছবি তোলেন। এমনকি, রাস্তায় চা পান করতেও দেখা যায় রাজ্যপালকে।

আদালতের গুঁতো, বাদ ২৬৯ অযোগ্য

তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বড় পদক্ষেপ স্কুল সার্ভিস কমিশনের। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ২৬৯ জন অযোগ্য প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এঁরা লিখিত পরীক্ষা ও ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন, যদিও তাঁদের নাম আগেই অযোগ্য তালিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পুনরায় যাচাই শুরু হলে এই প্রার্থীদের চিহ্নিত করা হয়। কমিশন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, অযোগ্য প্রার্থীরা যেন অবিলম্বে নিজেদের নাম জানান। পাশাপাশি, যদি কেউ অযোগ্য প্রার্থীর নাম খুঁজে পান, তবে তা এসএসসি বা অ্যাডভোকেট জেনারেলের মাধ্যমে জানাতে হবে।

ইতিমধ্যেই হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার বেঞ্চ এসএসসিকে নির্দেশ দিয়েছে, চলতি বছরের নিয়োগ পরীক্ষার ওএমআর শিট আপলোড করতে হবে এবং মেয়াদোত্তীর্ণ প্যানেলের নিয়োগ তালিকা আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে আদালতে জমা দিতে হবে। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের বিষয়ে এসএসসি সিদ্ধান্ত বদল করেছে। কারণ, আগে বলা হয়েছিল, অযোগ্য হলেও তাঁরা সুযোগ পাবেন। পরে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অযোগ্য ৮ জন প্রতিবন্ধী প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এসএসসি-র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান, অনেক প্রার্থী বাবার নামের পরিবর্তে মায়ের নাম ব্যবহার করে আবেদন করেছিলেন। কমিশন আবারও তালিকা খতিয়ে দেখে এই ২৬৯ জনকে চিহ্নিত করেছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের নিয়োগ দুর্নীতিতে গোটা প্যানেল বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট। মামলার শুনানির সময় অযোগ্য প্রার্থীদের একটি তালিকা আদালতে জমা দিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। কিন্তু বাকি সকলেই যে যোগ্য তা হলফ করে বলেনি কমিশন। শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, যোগ্য-অযোগ্য প্রার্থীদের আলাদা করতে না পারায় গোটা প্যানেল বাতিল করা হল। চাকরি যায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীর।

তারপর শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। পরীক্ষা হয়েছে নির্বিঘ্নেই। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। একাদশ-দ্বাদশের নথি যাচাই চলছে। এই আবহে সুপ্রিম কোর্ট ফের সাফ জানিয়ে দেয়, তালিকায় যেন কোনও অযোগ্য না থাকেন। অন্যদিকে নতুন করে সব অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেয় আদালত। তারপর অযোগ্য প্রার্থীদের পুরো তথ্য দিয়ে তালিকা প্রকাশ করে এসএসসি। শুক্রবার তারা জানাল পরীক্ষার আগে ও পরে পরীক্ষার্থী হিসাবে আবেদন করা ২৬৯ জন অযোগ্যকে চিহ্নিত করেছে তারা।

কোচবিহারে শুভেন্দুর পরিবর্তনের আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোচবিহারের চ্যাঙরাবান্ধায় বিজেপির ‘পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা’র সময় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি স্থানীয় উন্নয়নের অভাব, কর্মীদের দুর্নীতি এবং সীমান্ত নিরাপত্তার ঘাটতি তুলে ধরে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন।

শুভেন্দু অধিকারী জানান, অতিরিক্ত ভারবহণকারী পাথরের ভ্যানগুলো সারি বেঁধে অপেক্ষা করে এবং প্রতি ঘণ্টায় প্রতিটি গাড়ি থেকে পুলিশ অর্থ আদায় করে। এই বিশৃঙ্খলা থামাতে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান প্রশাসন শিল্পপতিদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ফলে হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং মেখলগঞ্জের মতো এলাকায় কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি। চোরাকারবারী

নেতাদের কারণে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট হয়েছে এবং শুধু কর আদায়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

শুভেন্দু বলেন, প্রধানমন্ত্রী সত্তর লক্ষের বেশি স্যানিটেশন ইউনিট এবং আবাস প্রকল্প সরবরাহ করেছেন কিন্তু স্থানীয় সরকার সেগুলো বাস্তবায়ন করেনি। এমনকি জাতীয় পর্যায়ের অন্যান্য উদ্যোগও উপেক্ষিত রয়েছে যা পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধানযোগ্য।

তিনি দাবি করেন, চ্যাঙরাবান্ধায় চেকপোস্ট শুধু তাঁর দলই সক্ষম হবে স্থাপন করতে এবং তৃণমূল অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে দশ-বারো হাজার মতদানকারী তৈরি করেছে যাতে তাদের নেত্রী সাফল্য লাভ করেন। ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় এবং পাচার রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি করেছেন তিনি।

তৃণমূলের দাবি

■ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূলের সংঘাত নতুন মাত্রা পেল। শুক্রবার দুপুর থেকে রাত সেই সংঘাতের সাক্ষী ছিল দিল্লি। শনিবার কমিশনকে ‘পাল্টা চাপে’ ফেলতে নতুন দাবি তুলল তৃণমূল। ডেরেক ও’ব্রায়েন, প্রতিমা মণ্ডল, সাজদা আহমেদ, সাকেত গোখলের মতো সাংসদেরা দাবি করলেন, শুক্রবার কমিশনের কর্তাদের সঙ্গে তৃণমূলের ১০ সাংসদের ৫৫ মিনিটের বৈঠকের পূর্ণ প্রতিলিপি (ট্রান্সস্ক্রিপ্ট) প্রকাশ করুক নির্বাচন কমিশন!

না তৃণমূলের

■ সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদ অধিবেশন। তার আগে প্রথামতো ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডেকেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সেইমতো পাঠানো হয়েছিল আমন্ত্রণপত্রও। তবে সূত্রের খবর, এই বৈঠকে যোগ দিচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেস। শুধু তৃণমূল নয়, জোটের অন্যতম শরিক সপা-সহ আরও একাধিক দল খাড়গের ডাকা এই বৈঠক এড়াতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে।

ড্রোন হামলা

■ কৃষ্ণসাগরে রুশ তেলের ট্যাঙ্কারে ড্রোন হামলা ইউক্রেনের। শনিবার বিরাট নামের একটি ট্যাঙ্কারে হামলা হয়। শুক্রবার রাতে একই ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ ঘটেছিল বলেও খবর। ট্যাঙ্কারের নাবিকরা ড্রোন হামলা হয়েছে জানিয়ে সাহায্য চায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে, সেখানে ভয়ংকর বিস্ফোরণ দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি জাহাজের কর্মীরা চেঁচিয়ে ওঠেন, ‘বিরাট থেকে জানাচ্ছি। ড্রোন হামলা হয়েছে। মে-ডে।’

বিএলও ‘সেজে’ তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভে অশান্তি

সিইও দপ্তরের সামনে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের সামনে শনিবার উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। যাঁরা নিজেদের বিএলও বলে দাবি করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন, তারা শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া চাপ এবং ফর্ম জমা দেওয়ার সময় বাড়ানোর দাবি সামনে রেখে তাঁরা সিইও দপ্তর ঘেরাও করেন।

সকাল থেকে সংগঠিতভাবে স্লোগান দিতে থাকেন এই বিক্ষোভকারীরা। মৃত বিএলও-দের পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবি এবং সিইও-র সঙ্গে সাক্ষাতের আর্জি জানানো হলেও, কমিশন তা রাজনৈতিক কর্মসূচি বলেই মনে করেছে। বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় বসে পড়লে উত্তেজনা আরও বাড়ে।

এই সময়, বেঙ্গল চেম্বারে দিল্লি থেকে আসা ১৩ জন রোল অবজার্ভারের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। বৈঠক থেকে বেরোতেই বিক্ষোভকারীরা তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে স্লোগান শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ দ্রুত নিরাপত্তা দিয়ে তাঁকে সিইও দপ্তরে পৌঁছে দেয়। এই সময় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধাক্কাধাক্কিও হয়। এতে একজন আহত হন বলে দাবি।

অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, রাজ্যের প্রতিটি জেলার জন্য পৃথক রোল অবজার্ভার ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে। বড় ১২টি জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞ আইএএস আধিকারিকদের। এদিন তাঁদের সঙ্গে সিইওর বৈঠকও হয়। কমিশন সূত্রের বক্তব্য, ‘এসআইআর নিয়ে প্রশাসনিক কাজকর্মকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। শনিবারের বিক্ষোভ তারই উদাহরণ।’

শাহিনের ঘর থেকে উদ্ধার ১৮ লক্ষ টাকা

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর: ফরিদাবাদের আল ফালাহ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘর থেকেই এ বার উদ্ধার হল নগদ ১৮ লক্ষ টাকা। ঘটনাচক্রে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘরটি বরাদ্দ করা হয়েছিল দিল্লি বিস্ফোরণের অন্যতম অভিযুক্ত তথা ‘ডক্টর টেরর মডিউল’-এর অন্যতম সদস্য চিকিৎসক শাহীন সইদের নামে। এই ঘরেই থাকতেন তিনি। বৃহস্পতিবার শাহীনকে নিয়ে তদন্তকারীরা আল ফালাহেত যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ঘরে তিনি থাকতেন, তাঁর অফিস এবং যে সব ঘরে ক্লাস নিতেন, সব ঘুরে দেখেন জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, ২২ নম্বর ঘরে তল্লাশি চালানোর সময় একটি ক্যাবিনেটের ভিতরে প্লাস্টিকে মোড়ানো নগদ ১৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। সেটি উদ্ধারের পর তদন্তকারীরা খুঁজে বার করতে চাইছেন, এই বিপুল টাকার উৎস কী। তদন্তকারী এক সূত্রের খবর, ২২ নম্বর রুমে থাকতেন চিকিৎসক শাহীন। তদন্তকারীদের ধারণা, এই চিকিৎসকই জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের মহিলা শাখার দায়িত্বে ছিলেন। চিকিৎসক শাহীনের জন্য আল ফালাহেত যে ঘর বরাদ্দ ছিল, তদন্তে সেই ঘরের হদিস মেলে। শুধু তা-ই নয়, নগদ টাকাও উদ্ধার হয়। ঘটনাচক্রে, তদন্তকারীরা জানতে পেরেছিলেন যে, দিল্লিতে বিস্ফোরণের জন্য ২৬ লক্ষ টাকা জোগাড় করা হয়েছিল। যে ১৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে, সেটি ওই ২৬ লক্ষের অংশ কি না, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

শ্রীলঙ্কার সহায়তায় ‘অপারেশন সাগরবন্ধু’

নয়াদিল্লি ও কলম্বো, ২৯ নভেম্বর: ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ায় লন্ডভন্ড শ্রীলঙ্কা। আপাতত তামিলনাড়ুমুখী ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া, দ্বীপরাষ্ট্রে ঘূর্ণিঝড়ে অন্তত ১২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিপর্যয়ের সময় পড়শি শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত। শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করতে ‘অপারেশন সাগর বন্ধু’ শুরু করেছে নয়াদিল্লি। ইতিমধ্যেই সি-১৩০ এবং আইএল-৭৬ বিমানে আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পাঠানো হয়েছে। পাঠানো হয়েছে ত্রাণসামগ্রীও।

একই সঙ্গে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন মোদী। এক্স পোস্টে তিনি বলেন, ‘ঘূর্ণিঝড়ের কারণে অনেক পরিবার তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছে। তাদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। ক্ষতিগ্রস্ত সকল

পরিবারের নিরাপত্তা এবং দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’ তার পরেই শ্রীলঙ্কায় সাহায্য পাঠানোর কথা জানান মোদী। একই সঙ্গে এ-ও জানান, পরিস্থিতি পরিবর্তন হলে ভারত আরও সহায়তা পাঠাবে। মোদীর কথায়, ‘শ্রীলঙ্কার প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত।’

দুর্যোগের জেরে সে দেশে হু হু করে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। শনিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত ১২৩ জনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছে প্রশাসন। খোঁজ নেই ১৩০ জনের। প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে বহু জায়গার দেশের বাকি অংশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সেই সমস্ত জায়গাতে উদ্ধারকাজ শুরু হলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গত সপ্তাহ থেকে প্রতিকূল পরিবেশের ধাক্কায় বিধ্বস্ত হতে শুরু করে প্রতিবেশী দেশটি। কিন্তু পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে বৃহস্পতিবার থেকে। একটানা ভারী বর্ষণে পথঘাট জলের তলায় চলে যায়। ঘরবাড়ি, খেত, রাস্তা সবই ডুবে যায়। সেই সঙ্গে ভূমিধসেও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের আকাশে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া পুঞ্জীভূত হতে শুরু করে। শুক্রবার শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। যার জেরে ব্যাপক ভূমিধস হয় গোটা দেশজুড়ে। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের পূর্ব ও মধ্য অংশ। সাম্প্রতিককালে প্রকৃতির এমন ভয়াল রোষ দেখেনি শ্রীলঙ্কাবাসীরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২০/১১/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Rafique (old name), S/o. Sk Abdul Ali, R/o. Niala, Panduam Hooghly-712149, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk Rafique নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shaikh Rafik নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Rafique & Shaikh Rafik S/o. Sk Abdul Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি রুম্পি ঘোষ ১৩/১১/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে রুম্পিঘোষ ও মাম্পি ঘোষ উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার কন্যা রাখি ঘোষ এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম মাম্পি ঘোষ আছে।

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Hemanta Mondal @ Hemonta Mondal S/o. Gour Mondal, সাং কৃষ্ণপুর, কাপাসডাঙ্গা, রবীন্দ্রনগর, হুগলী-৭১২১০৩ ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি ত্যাগ এবং দীক্ষা লাভের পর নাম পরিবর্তন করিয়া Hare Krishna Brahmachari S/o. Bhakti Bedanta Baman (as Spiritual Master) R/o. Uddharan Goudiya Math, Chowmatha, Chinsurah, Hooghly-712101 নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Hemanta Mondal @ Hemonta Mondal S/o. Gour Mondal ও Hare Krishna Brahmachari S/o. Bhakti Bedanta Baman (as Spiritual Master) একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি, Tanusri Mondal D/o. Abhijit Mondal গত ইংরাজীর ১০/০৩/২০২০ তারিখে স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া Tanuja Begam নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর ২৭/১১/২০২৫ তারিখে S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে ২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Tanuja Begam ও Tanusri Mondal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি, Arup Samanta S/o. Panchucharan Samanta গত ইংরাজীর ২০০১ সালে স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া Raju Molla C/o. Ansar Mulla নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর ২৬/১১/২০২৫ তারিখে S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে ৩৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Raju Molla C/o. Ansar Mulla ও Arup Samanta S/o. Panchucharan Samanta এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি সত্যজিৎ রায়, পিতা- সুধীর রায়, সাং ও পোঃ- ভালুকা, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-52-72869 পিতার নামের কলামে মাতার নাম আরতি রায় হইয়াছে। আমি এই মর্মে ইংরাজী ২৮.১১.২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ৭১ নং হলফনামা দিয়াছি। আমার উক্ত ড্রাইভিং লাইসেন্সে পিতার নামের কলামে মাতার নাম আরতি রায়-এর স্থলে পিতার নাম সুধীর রায় হইবে।

AFFIDAVIT

I, **RITESH SINGH** son of Late Ram Sagar Singh residing at 95/1/2/H/19, Cossipore Road, Post office - Cossipore, Police Station- Cossipore, Kolkata-700002, in the State of West Bengal declare that I shall be henceforth be known as RITESH KUMAR SINGH DECLARED BEFORE Learned Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore vide affidavit Serial No. 99 dated 29-11-2025. RITESH SINGH and RITESH KUMAR SINGH are the same and one identical person who refer to me.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০ শে নভেম্বর। রবি বার। ১৩ ই অগ্রহায়ণ। দশমী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরি শুক্র র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

(আজ শ্রী মিত্র ইতু পুজোব্রত।
বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমোক্তার নামা মূলে ক্রীত সম্পত্তির নাম খারিজ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রী অতনু কুমার রায় পিতা স্বর্গীয় সুশীল কুমার রায় পেশা বেসরকারি চাকুরি, সাং গোবিন্দনগর, পোঃ ইন্দা, থানা খড়্গপুর টাউন, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন ৭২১৩০৫, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির এল আর রেকর্ড ভুক্ত মালিক শ্রীমতি কৃষ্ণা দাস স্বামী শ্রী পঞ্চানন দাস পেশা গৃহস্থালি, সাং + পোস্ট শশিন্দা, থানা বেলদা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন ৭২১৪৪৫। উক্ত সম্পত্তিতে গত ২২/০২/২০২২ তারিখে খড়্গপুর এ ডি এস আর অফিসের ১০১০- ২০২২ ভলিউমের ৫৬৪২৬ থেকে ৫৬৪৪০ পাতায় ২২৭২ নম্বর রেজিস্টিকৃত আমোক্তার নামা মূলে আমোক্তার নিযুক্ত হন- মোহম্মদ সামির আহমেদ পিতা মোহম্মদ ইবরার আহমেদ পেশা ব্যবসা ভারতীয় নাগরিক সাং পাঁচবেড়িয়া, পোস্ট ইন্দা, থানা খড়্গপুর টাউন, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। উক্ত মোহম্মদ সামির আহমেদ গত ইং ১১.০৭.২০২৫ তারিখের পশ্চিম মেদিনীপুর ডি এস আর ১ এর ১০৫২৬/২০২৫ নং রেজিস্টিকৃত বিষয় কোবলা দলিল মূলে বর্তমান ক্রেতাকে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির নাম খারিজ বিষয়ে কাহারো কোন দাবি অধিকার বা অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে খড়্গপুর ১ নং বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে বা নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট অভিযোগ জানাইতে পারিবেন। নতুবা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা খড়্গপুর লোকাল, মৌজা রাইপুর, জেল নং ৩৩৯, এল আর খতিয়ান ১৮৭, আর.এস ও এল আর দাগ নং ১৬০/২৪৯, পরিমান ২৮ ডেসি. শ্রেণী জল,

শ্রীদাম ঘোষ, এ্যাডভোকেট
জেলা জজ কোর্ট পশ্চিম মেদিনীপুর

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, বহরমপুর থানার অন্তর্গত উত্তর হিজল মৌজা, দাগ নং ৯৯ ও কাঠালিয়া মৌজা দাগ নং ২১১ এ কিছু সম্পত্তি IV - ২৪৮/১৪ ও IV - ৪২/২১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রয় হয়। উক্ত বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে নির্দিষ্ট বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে নোটিশ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

হারানো বিজ্ঞপ্তি

আমি তন্ময় ধাড়া, পিতা- সুচিত্র ধাড়া, ঠিকানা- 95 Q Road, Monshatala, Howrah-711105। গত 27.11.2025 তারিখে কদমতলা বাজায় এলাকায় আমার বাড়ির আসল দলিলটি হারিয়ে গিয়েছে, যার Deed No. 1946/2004, ADSR-Howrah। এই মর্মে গত 28.11.2025 তারিখে ব্যাঁটরা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে, যার GD Entry No. 1365। যদি কেউ উল্লিখিত দলিলটি খুঁজে পান তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে **+91 93306 77579** নম্বরে যোগাযোগ করুন অথবা উপরি উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে উপকৃত থাকব।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)নিলুফার বেগম, ২)ফিরোজা বেগম** উভয়ের পিতা মরহুম মহঃ হাসানুজ্জামান, উভয়ের সাকিম কুলিপাড়া, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৫/০৯/২০২৩ তারিখে এ.আর.এ-১, কলকাতা, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 190108021/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সন্দীপ চক্রবর্ত্তী** পিতা ৺শতদল চক্রবর্ত্তী সাকিম কাপাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা নলডাঙ্গা, জে.এল. নং ০৬, হাল এল. আর ২৫৫ ও ৬৩৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৬৮২ তথা হাল এল. আর ১০০৬ নং দাগে বাস্ত সম্পত্তি হইতে তিনটি পৃথক দলিল মূলে (৮+৮+৬)=২২ শতক সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সন্দীপ চক্রবর্ত্তী** মহাশয় এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১)বিগত ইং ১২/০৮/২০২৫ তারিখে I-10778/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী মৃণাল মাইতি** পিতা ঝন্টু মাইতি, সাকিম মালাপুকুর সাহেব বাগান, কাজীডাঙ্গা, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে কমবেশী ০৮ ছটাক, ২)বিগত ইং ১২/০৮/২০২৫ তারিখে I-10779/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুবীর সাহা**, পিতা পরেশ চন্দ্র সাহা, সাকিম স্টেশন পাড়া, ব্যান্ডেল, নলডাঙ্গা(সিটি), ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে কমবেশী ০৮ ছটাক, এবং ৩)বিগত ইং ২৫/০৮/২০২৫ তারিখে I-11275/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী মলয় মাইতি**, পিতা ঝন্টু মাইতি, সাকিম সাহেব বাগান নিয়ার বন্ধু মহল ক্লাব, ব্যান্ডেল জংশন, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে কমবেশী ০৪ ছটাক, একুনে তিনটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে (৮+৮+৬)= ২২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ক্রতাগণ **১)শ্রী মৃণাল মাইতি** পিতা ঝন্টু মাইতি, **২)শ্রী সুবীর সাহা**, পিতা পরেশ চন্দ্র সাহা, ও **৩)শ্রী মলয় মাইতি**, পিতা ঝন্টু মাইতি, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমুহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

আমার মক্কেল ১) উজ্জ্বল মণ্ডল পিতা সেনাপতি মণ্ডল সাকিম বদড়া জেলা পুরুলিয়া ২) বিশ্বজিৎ দে পিতা নন্দলাল দে সাং কদমাগড়, ৩) সৌমেশ চন্দ ও সুদীপ চন্দ পিতা স্বর্গীয় তাপস কুমার চন্দ সাকিম মলিয়ান ৪) বিদ্যুৎ মাকুড় পিতা অজিত মাকুড় সাং গোপীর হীড় ৫) জয়দেব পরামানিক পিতা স্বর্গীয় সুধাময় পরামানিক সাকিম ধাদকা ৬) টুম্পা সিংহ স্বামী কৃষন সিংহ সাং আগ্রা জেলা বাঁকুড়ার স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে গত ইংরেজি 29/10/2024 তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসে 3879 নং কোবালা দলিল মূলে ১নং মক্কেল ও ২নং মক্কেল 22/10/2024 তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসে 3763 নং কোবালা দলিল মূলে জমি ক্রয় করিয়াছেন, যার আমমোক্তার নামা দলিল নং হল 4805 (10/10/2023 A.D.S.R BANKURA) 22/10/2024 তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসে 3762 নং কোবালা দলিল মূলে ৩ নং মক্কেলদ্বয় জমি ক্রয় করিয়াছেন যার আমমোক্তার নামা দলিল নং হল 4818 11/10/2023 A.D.S.R BANKURA। ৪ নং মক্কেল 28/11/2023 তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসে 5442 নং কোবালা দলিল মূলে জমি ক্রয় করিয়াছেন যার আমমোক্তার নামা দলিল নং হল 5294 10/11/2023 A.D.S.R BANKURA। এছাড়াও আমার ৫নং মক্কেল 25/01/2024 তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসে 0251 নং কোবালা দলিল মূলে জমি ক্রয় করিয়াছেন ও ৬নং মক্কেল 16/07/2025 তারিখে 3159 নং কোবালা দলিল মূলে জমি ক্রয় করিয়াছেন যার আমমোক্তার নামা দলিল হল 4819 নং 11/10/2023 A.D.S.R BANKURA যাহার আমমোক্তার গণ কালীপদ সুত্রধর, দীপক মণ্ডল ও হৃদয় পাত্র। থানা বাঁকুড়া, মৌজা জগন্নাথবাটী (জে এল নং 237)। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনোরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে এক মাসের মধ্যে B.L.& L.R.O BANKURA-II অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথাই নিয়ম অনুসারে নামপত্তনের কার্যকলাপ সিদ্ধ হইবে।

Soumen Ghoshal, Advocate
Dist. Judge's Court, Bankura, Enrolment No.: F-684/2009

নৌবাহিনী দিবসের প্রাক্কালে কলকাতায় আইএনএস খঞ্জর ও আইএনএস কোরা

যুদ্ধজাহাজ দেখতে উপচে পড়া ভিড় সাধারণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নৌবাহিনী দিবসের আগে কলকাতার খিদিরপুর বন্দরে নোঙর করেছে ভারতীয় নৌবাহিনীর দুটি শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রবাহী যুদ্ধজাহাজ; আইএনএস খঞ্জর ও আইএনএস কোরা। শনিবার সমাপ্তি দিবসে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ সেলফি তুলতে ব্যস্ত, কেউ আবার জাহাজের প্রতিটি অংশ ঘুরে ঘুরে দেখে তথ্য সংগ্রহ করছেন। সব বয়সের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে বন্দর এলাকা হয়ে উঠেছে উৎসবমুখর।

আইএনএস খঞ্জরের জনপ্রিয় ডাকনাম 'গ্রে ফেরারি'। দ্রুততা ও তৎপরতার জন্য এই নামেই পরিচিত শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজটি। 'খঞ্জর' শব্দের বাংলা অর্থ ছোরা; এবং সেই ছোরার ধার যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনই সমুদ্র-সুরক্ষায় খঞ্জরের ভূমিকা। জলদস্যু দমন, সমুদ্রপথে নিরাপত্তা, অবৈধ জলপথ কার্যকলাপ প্রতিরোধ, উদ্ধার অভিযান এবং নৌ-মহড়া; সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এটি। জাহাজটির বহনক্ষমতা ১,৩৫০ টন।

অন্যদিকে, আইএনএস কোরা মূলত একটি গাইডেড মিসাইল কর্ভেট। এটির উপর বসানো রয়েছে বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র। মিসাইল কামান, একে ১৭৬ ও একে ৬৩০ রাইফেল সিস্টেম;সব মিলিয়ে এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী আক্রমণ সক্ষম জাহাজ। মালবহন ক্ষমতা ১,৪০০ টন।

যুদ্ধজাহাজ দু'টি ২৭ নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছায়। প্রথম দিন অনুমতি দেওয়া হয় এনসিসি ক্যাডেটদের। ২৮ নভেম্বর সাংবাদিকদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। ২৯ ও ৩০ নভেম্বর সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। দেখার জন্য আধার কার্ড সঙ্গে রাখতে হয় এবং প্রবেশের জন্য নির্ধারিত ছিল ৩ নম্বর গেট।

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা ছিল এই সুযোগ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সে তৈরি হয়েছে যুদ্ধজাহাজ দু'টি;কলকাতার গর্ব, দেশের শক্তি। সমাপনী শনিবারে ভিড় ছিল সবচেয়ে বেশি। শিশু, কিশোর, যুবক, প্রবীণ সব বয়সের মানুষকে দেখা যায় যুদ্ধজাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ভারতের সামরিক সক্ষমতার শক্তি অনুভব করতে। দেশপ্রেমের আবহে খিদিরপুর বন্দর এক অনন্য দৃশ্যের সাক্ষী হল।

শ্যামনগর-কাঁকিনাড়া স্টেশন পরিদর্শন করলেন ডিআরএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: যাত্রী পরিষেবা উন্নতিতে জোর। শিয়ালদহ মেইন শাখার একাধিক স্টেশন পরিদর্শন করলেন পূর্ব রেলওয়ের ডিভিশনাল ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা। শনিবার বেলায় তিনি শ্যামনগর ও কাঁকিনাড়া স্টেশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য, যাত্রী পরিষেবা উন্নত করা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন পূর্ব রেলওয়ের ডিভিশনাল ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা বলেন, যাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধা খতিয়ে দেখতে এদিন তিনি শ্যামনগর ও কাঁকিনাড়া স্টেশন পরিদর্শন করেন। এরপর আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে যাত্রীদের সুবিধার্থে ওই দুটি রেলস্টেশনের উন্নয়ন করা হবে।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নেই জোর, পরিকাঠামো, শিক্ষা ও পর্যটনে বড় রূপরেখা ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তরবঙ্গের পরিকাঠামো, শিল্প, শিক্ষা ও পর্যটনকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন-রূপরেখা তুলে ধরলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একাধিক বৈঠক ও জনসম্মেলনে তিনি দাবি করেন, উত্তরবঙ্গের মানুষ বহুদিন ধরে অবহেলিত। বিজেপি ক্ষমতায় এলে উত্তরবঙ্গ হবে আলাদা অগ্রাধিকার অঞ্চলের মতো। পর্যটন শিল্পে ডুয়ার্স,হিমালয়ের 'হাই ভ্যালু ট্যুরিজম জোন' তৈরির ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। অধিকারী বলেন,

পাহাড়, ডুয়ার্স, জলপাইগুড়ি, কার্শিয়াং, কালিম্পঙ,সহ পুরো উত্তরবঙ্গকে হাই ভ্যালু ট্যুরিজম জোন হিসেবে গড়ে তোলাই লক্ষ্য। পর্যটকদের জন্য নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো বাড়ানো হবে।

নতুন পর্যটন করিডর ও রিসোর্ট হাব তৈরির সম্ভাবনাও উল্লেখ করেন তিনি। উত্তরবঙ্গের মূল জীবিকা; চা, আনারস, ভুট্টা, দুধ ও অন্যান্য কৃষি উৎপাদন নিয়ে তৈরি হবে বিশেষ এমএসএমই ক্লাস্টার। অধিকারী বলেন, চা-বাগান খুলে দেওয়া হবে। শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত করে উৎপাদন বাড়ানো হবে। আনারস, ভুট্টা, চা-বাগানকে কেন্দ্র করে রপ্তানিমুখী কৃষি শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আইআইটি ও এইমস আনার প্রতিশ্রুতি দিলেন। উচ্চশিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বড় ঘোষণা করেন অধিকারী। এর ফলে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য গবেষণা ও পেশাগত উচ্চশিক্ষার বড় সুযোগ তৈরি হবে। তিনি জানান, পাহাড়, সমতলে সংযোগ বাড়াতে নতুন রোড করিডর, ব্রিজ ও পরিবহণ নেটওয়ার্ক তৈরি জরুরি। সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হবে যাতে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়। অধিকারী বলেন, শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অবকাঠামো তৈরি হচ্ছিল, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাহাকাল মন্দির কমপ্লেক্স। তিনি দাবি করেন; এই জমি রক্ষা করা হয়েছে বহু প্রচেষ্টায়। এটি ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের বড় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হবে।

উত্তরবঙ্গের চিতাবাঘের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য ৮০০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তরবঙ্গে চিতাবাঘের সংখ্যা নির্ধারণে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে বনদপ্তর। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে টানা ৪০ দিন দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার; এই চার জেলার সব জঙ্গলে একযোগে চিতাবাঘ গণনা করা হবে। এর জন্য মোট ৮০০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গণনার পদ্ধতিকে আরও নিখুঁত ও আধুনিক করতে বিভাগীয় বনাধিকারী, রেঞ্জ অফিসার সহ ১২ জনের একটি দলকে ইতিমধ্যেই অসমের শনিতপুর জেলার নামেরি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে প্রশিক্ষণের জন্য। দপ্তর জানিয়েছে, এবার প্রথমবারের মতো এই গণনা অভিযানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকেও যুক্ত করার প্রস্তুতি চলছে। এতে মাঠে নেমে নজরদারি আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য, ২০২২ সালে হওয়া শেষ গণনায় উত্তরবঙ্গের জঙ্গলগুলোতে মোট ২৩৩টি চিতাবাঘের উপস্থিতি ধরা পড়েছিল। নতুন গণনার মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতি ও চিতাবাঘের আবাসস্থল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে বলে বনদপ্তরের আশা।

পুরসভার কর্মীদের হাজিরা এবার অনলাইনে নথিভুক্ত হবে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সমস্ত পুরসভায় কর্মরত কর্মী ও আধিকারিকদের হাজিরা এবার থেকে সম্পূর্ণ অনলাইনে নথিভুক্ত করা হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, হাজিরা ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও আধুনিক করতে রাজ্য সরকার একটি ডিজিটাল সিস্টেম চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে স্টেট আরবান ডেভলপমেন্ট এজেন্সি একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে প্রতিদিন অফিসে এসে কর্মীদের জিও ট্যাগিং ব্যবহার করে হাজিরা দিতে হবে। সূত্রের খবর, নতুন এই ব্যবস্থায় কোনও কর্মী বা আধিকারিক অফিসে উপস্থিত না হলে তা সরাসরি সার্ভারে ধরা পড়বে। ফলে অনুপস্থিতি বা দেরিতে হাজিরা দেওয়া নিয়ে বিভ্রান্তি বা অসঙ্গতির সম্ভাবনা কমবে। ইতিমধ্যেই প্রতিটি পুরকর্মীর ব্যক্তিগত তথ্য, অফিস সংক্রান্ত বিবরণ ও পরিচয়পত্রের নথি সংগ্রহ করে অ্যাপে আপলোড করার কাজ শুরু হয়েছে।

সৃষ্টি ক্রিকেট একাডেমির কর্ণধার প্রসেনজিৎ ব্যানার্জির উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির উপলক্ষে উপস্থিত খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, মধ্যমগ্রাম মিউনিসিপালিটি চেয়ারম্যান নিমাই ঘোষ, মণিপাল হাসপাতালের ইএনটি ডিপার্টমেন্টের প্রধান ডাক্তার নীলোৎপল দত্ত-সহ বিশিষ্টজনেরা।

মহেশতলায় যুবককে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ১: মহেশতলায় এক যুবককে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনায় প্রকাশ, মাংসের দোকানের দুই কর্মীর মধ্যেই ঝামেলার জেরেই এক যুবককে কোপানোর অভিযোগ উঠেছে তাঁর সহকর্মীর বিরুদ্ধেই। আহত যুবক এই মুহূর্তে পিজি তথা এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আর এই ঘটনায় অভিযুক্ত কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মহেশতলা থানা এলাকায়।

দেশবিরোধী কাজ করলে জেলে যেতেই হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্যামনগরের পথসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র নিশানা করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। কয়েকদিন আগে বনগাঁর জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষ নাড়িয়ে দেওয়ার হুঙ্কার ছেড়েছিলেন। সেই হুঙ্কারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শনিবার রাতে শ্যামনগর ফিডার রোডের পথসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবিরোধী কাজ করছেন। উনি ভারতবর্ষ নাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলছেন। তাঁর বক্তব্য, যাঁরা দেশবিরোধী কাজ করবে, তাঁকে তো জেলে যেতেই হবে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, মানুষ যাতে সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে পারেন নির্বাচন কমিশনকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনৈতিক দলের এজেন্টদের বুথের বাইরে বসতে হবে। আর বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে রাজ্য পুলিশকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত, এদিন গারুলিয়া পিনকল মোড়ের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল কম্পাউন্ডে পুকুর ভরাটের ছবি-সহ সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। পুকুর ভরাট রুখতে ব্যারাকপুর সিটি পুলিশের তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এদিনের সভা থেকে এই বিষয়ে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জল ধরো জল ভরো প্রকল্প চালু করেছেন। অথচ বহাল তবিয়তে পুকুর ভরাট হচ্ছে। পিনকল মোড়ে একটি স্কুলের মধ্যে থাকা পুকুর ভরাট করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে ৮৬ টি পুকুর ভরাট হয়ে গিয়েছে। শিল্পাঞ্চলের রুগ্ন দশা তুলে ধরে শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং বলেন, বামজমানায় গারুলিয়ার ডানবার কটন মিল বন্ধ হয়ে গেছে। ঘাসফুল সরকার ক্ষমতায় আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৮ কোটি টাকা চেয়েছিলেন ওই জমির ওপর হাউসিং গড়ে তোলার জন্য। তাঁর দাবি, নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় সমস্ত কারখানা আজ বন্ধ। জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের এক্সাইড কারখানা ধুঁকছে। সিইএসসি ও হিন্দুস্তান লিভার অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। অন্নপূর্ণা কটন মিলে 'টেক্সটাইল হাব' করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রকল্প বিশবাঁও জলে। তাঁর অভিযোগ, অন্নপূর্ণা খেলার মাঠের জমি বিক্রি করার চেষ্টা করছেন এখানকার সাংসদ ও বিধায়ক। এঁদের সঙ্গে আছেন এক 'দালাল' ফুটবলারও। প্রসঙ্গত, এসআইআর এবং সিএএ-র সমর্থনে দলের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার তরফে আজ এক পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় হাজির ছিলেন দলের ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং ও সোহন প্রসাদ চৌধুরী, জেলার এক্সিকিউটিভ সদস্য সঞ্জয় সিং, মিলন কৃষ্ণ আশ ও সন্তোষ রায়, বিজয় কুমার পান্ডে, মৌ গুপ্তা, প্রাক্তন জেলা সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, শ্যামল তলাপাত্র, প্রাক্তন কাউন্সিলর খোকন দাস প্রমুখ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, রবিবার

দমদম বিমানবন্দরে শুভেন্দুর বিস্ফোরক অভিযোগ

সার্টিফিকেট ক্যাম্প, ভুয়ো ভোটার নিয়ে আক্রমণ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তরবঙ্গে রওনা হওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট ক্যাম্প, ভোটার তালিকা সংশোধন এবং সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক অশান্তি নিয়ে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। কলকাতা পুরসভার সার্টিফিকেট ক্যাম্পে চিটিংবাজির ব্যবসা বলে অভিযোগ শুভেন্দুর। কলকাতায় একের পর এক জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট ক্যাম্প খোলা হচ্ছে; এ দাবি তুলে শুভেন্দুর অভিযোগ, এই ক্যাম্পগুলির অপব্যবহারদ করে ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম ঢোকানো হচ্ছে। বিরোধী দলের দাবি, শহরে পঞ্চম সার্টিফিকেট ক্যাম্প চলছে, নতুন চিটিংবাজির ব্যবসা চলছে সর্বত্র।

তিনি বলেন, ওই ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে কি হবে! বিশেষ পর্যবেক্ষকেরা সব দেখবেন। তার অভিযোগ, ওটিপি-ভিত্তিক ডেটা এন্ট্রির মাধ্যমে অনেক ভুয়ো বাংলাদেশির নাম তালিকায় ঢুকেছে। বিজেপি সব নাম ধরে ধরে কাটবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। শুভেন্দু জানান, ৪ ডিসেম্বর থেকে ভোটার তালিকা কাটাছাঁটা শুরু হবে, ৯ ডিসেম্বর প্রকাশ পাবে খ সড়া ভোটার তালিকা। তাঁর দাবি, এটি দু'মাসের লম্বা লড়াই; একটিও ভুয়ো নাম তালিকায় থাকতে দেবেন না। ওয়াক্‌ফ সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে মালদা ও মুর্শিদাবাদে লুঠপাট ও অশান্তির অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি দায়ী করেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, এই আন্দোলন কি ওয়াক্‌ফ বিলের বিরুদ্ধে, নাকি হিন্দুদের বিরুদ্ধে? কে কার পক্ষে দাঁড়িয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও দাবি করেন, ৮০০ হিন্দুর দোকান লুঠ হয়েছিল, ধূলিয়ান ও সামশেরগঞ্জে হিন্দুদের উপর হামলা হয়েছে।

তাহা সিদ্দিকি, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি, নুসরত জাহান, ইমাম মজহারদের নাম করে শুভেন্দুর কটাক্ষ, ভোটের সময় মুসলিম ভোট একত্রিত করতে এরা নেমে পড়ে। ইমাম ভাতার বিনিময়ে তৃণমূলের হয়ে কাজ করেন। বিরোধী নেতার দাবি, এবার রাজ্যে ৫১,০৮৩ জনকে বিএলএ-২ করা হয়েছে; এমনটা অতীতে কখনো হয়নি। ফর্ম দুই দিকেই চলবে বলেও জানান তিনি।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ধসে পড়েছে, রাজ্যে প্রতিদিন রক্তপাত চলছে বলেও অভিযোগ করেন শুভেন্দু। নির্বাচন কমিশনের দপ্তর রাজ্য সরকারের আওতায় থাকলে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ভোট সম্ভব নয় বলেও দাবি তোলেন তিনি। বিরোধী নেতার অভিযোগ, সব বিএলও ভয় পাচ্ছে। সবাই বলছে; ফর্ম দিন, আমরা ডিজিটাইজ করব। তাঁরা জাহাঙ্গিরদের জন্য কাঁপছে। তিনি আরও বলেন, ভিত্তিহীন ভিডিও ব্যবহার করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। আধার ভিত্তিক মিলিয়ে মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। কমপ্লিটলি, সব নাম কাটা হবে। ৬, ৭, ৮ নম্বর ফর্মের কাজও চলছে বলে জানান শুভেন্দু। শেষে তিনি বলেন, বিজেপি হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদ দেবে।

খসড়া তালিকা প্রকাশের পর অশান্তি ঠেকাতে তৈরি প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর-এর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি যাতে অবনতি না ঘটে, সে বিষয়ে আগেভাগেই সতর্ক পদক্ষেপ করা হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে। সূত্রে খবর, কলকাতায় লালবাজার এবং জেলাগুলিতে সদর দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট থানাগুলিকে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে।

এদিকে লালবাজারের তরফ থেকে প্রতিটি থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন এসআইআর প্রকাশ নিয়ে বিশেষ নজর রাখে। কারণ, কমিশন ৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ করবে। পুলিশের আশঙ্কা, তালিকায় কিছু ভোটারের নাম বাদ পড়তে পারে। আবেদন করার পরও নাম বাদ গেলে ক্ষোভ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। সেই ক্ষোভ থেকে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে বলেই মনে করছেন পুলিশকর্তারা। তাই প্রতিটি থানাকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

সম্প্রতি লালবাজারে এক বৈঠকে কর্তারা প্রতিটি থানার ওসিকে নির্দেশ দেন, এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা যেন সতর্ক থাকেন। গোয়েন্দা দপ্তরকেও বলা হয়েছে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই নজরদারি শুরু করতে। পাশাপাশি কোথায় ক্ষোভ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাও খ তিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটা বিঘ্নিত হতে পারে, তার রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

বিশেষ করে ৯ ডিসেম্বরের পর মানুষের ক্ষোভ যাতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত না করে, সে বিষয়ে পুলিশকে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। পুলিশকর্মী ও আধিকারিকরা যেন উত্তেজিত না হয়ে শান্তভাবে পরিস্থিতি সামলান, সে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। থানার ওসিদের বলা হয়েছে তাঁদের অধঃস্তনদের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে। পাশাপাশি প্রতিটি এলাকায় টহল বাড়ানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ইএম বাইপাসে গাড়িতে তুলে মাদক খাইয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের নারী নির্যাতনের ঘটনা কলকাতায়। এবার ইএম বাইপাসে গাড়িতে তুলে মাদক খাইয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসাধীন এসএসকেএম হাসপাতালে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ। তরুণীর গোপন বয়ান নেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তিন যুবকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা খবর, নির্যাতিতার বয়স ২৮ বছর। তিনি বিবাহিতও। থাকেন পূর্ব কলকাতায়। এখনও পর্যন্ত পুলিশের হাতে যে তথ্য এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, শুক্রবার রাত ৯টা নাগাদ তিনি ইএম বাইপাসের ধারে প্রগতি ময়দান থানা এলাকার একটি বাসস্ট্যান্ডে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তরুণীর অভিযোগ, সেই সময়ে একটি গাড়ি আসে। তাতে তিনজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন তরুণীর পূর্ব পরিচিত। মাস তিনেক ধরে তাঁর সঙ্গে তরুণীর কথা হচ্ছে।

অভিযোগ, গাড়িটি এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তরুণীকে জোর করে ঠেলে গাড়িতে তোলা হয়। তাঁকে মাদক খাওয়ানোর পর শারীরিক নিগ্রহ করা হয়েছে বলে তরুণী পুলিশের কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন। পরে ময়দান এলাকায় তাঁকে নামিয়ে দিয়ে চলে যায় গাড়িটি। তরুণীকে ওই অবস্থায় উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর হাসপাতাল থেকেই পুলিশে খবর পাঠানো হয়। প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে তরুণীর গোপন বয়ান নিয়েছে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করেছে। অভিযুক্ত তিনজনের খোঁজ চলছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পূর্বপরিচিতির সূত্রেই জোর করে তরুণীকে গাড়িতে তুলে এভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। দ্রুতই অভিযুক্তদের পাকড়াও করে ঘটনার কিনারা হবে বলে আশাবাদী তদন্তকারীরা।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে মুখ থুবড়ে পড়ল শীত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় শীতের আগমন কিছুটা ব্যাহত হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী সোমবার পর্যন্ত শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করবে ১৭ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তবে মঙ্গলবার থেকে পারদ নামতে শুরু করবে এবং শুক্রবার নাগাদ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

দিন ও রাতের তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের থেকে সামান্য নিচে। রবিবার পর্যন্ত ক্রমশ বাড়বে তাপমাত্রা। এরপর ফের মঙ্গলবার থেকে ফের নিম্নমুখী হবে পারদ। সকালবেলায় কুয়াশা দেখা যাবে, পরে আকাশ পরিষ্কার থাকবে। শনিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আর শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ ছিল

২৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল ৪৬ থেকে ৯১ শতাংশ।

অন্যদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া'। এটি উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। রবিবার সকালে স্থলভাগে প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলায় এর সরাসরি প্রভাব না থাকলেও হাওয়ার গতির পরিবর্তনে তাপমাত্রার তারতম্য শুরু হয়েছে।

শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া' ইতিমধ্যেই ভয়াবহ দুর্যোগ ডেকে এনেছে। দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের। সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে, জারি করা হয়েছে সতর্কতা। স্কুল, কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। বন্যা উদ্ধার অভিযানে ভারতীয় নৌবাহিনী আইএনএস বিক্রান্ত মোতায়েন করা হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রীলঙ্কার জনগণের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

বিরাটির মধ্য নীলাচলে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত বাড়ি-সহ দোকানপাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আগুনে ভস্মীভূত তিনটি দোকান-সহ তিনটি বাড়ি। শনিবার ভোর রাতে ভয়াবহ আগুন লাগে এয়ারপোর্ট থানার উত্তর দমদম পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিরাটির মধ্য নীলাচল এলাকার রেললাইন সংলগ্ন বস্তিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি লন্ড্রির দোকানে প্রথমে আগুন লাগে। আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে সংলগ্ন দোকান ঘরগুলিতে। স্থানীয়রা পুকুর থেকে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে থাকেন। পরে দমকলের তিনটি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শটসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। স্থানীয় বাসিন্দা টুটুল মণ্ডল জানান, এদিন ভোর রাতের দিকে প্রথমে একটি লন্ড্রির দোকানে আগুন লাগে। সেই আগুন আশেপাশে ছড়িয়ে পড়লে আরও দুটি দোকান-সহ তিনটি বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

নৈহাটির কারিগর পাড়ায় আগুনে ভস্মীভূত কয়েকটি বাড়ি

দমকল দেরিতে আসায় ক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটি পুরসভার দু'নম্বর ওয়ার্ডের কারিগর পাড়ার রেলওয়ে সাইডিংয়ের ঘিঞ্জি এলাকার একটি একটি বাড়িতে শুক্রবার রাতে ভয়াবহ আগুন লাগে। সেই আগুন মুহূর্তের মধ্যে পাশের কয়েকটি বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। বিধ্বংসী আগুনে পাঁচ থেকে ছয়টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু'ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে দমকল দেরিতে আসায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। দমকল কর্মীদের ঘিরে তাঁরা বিক্ষোভ দেখায়। নৈহাটি থানার পুলিশ পৌঁছে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। তবে কি কারণে ঘিঞ্জি কারিগর পাড়ায় আগুন লাগল, তা খ তিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা রিজুয়ান আহমেদ জানান, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। এলাকার লোকজন প্রথমে বালতি করে জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তারপর স্থানীয় পুকুরে পাম্প লাগিয়ে পাইপের মাধ্যমে জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে সবাই হাত লাগায়। পরে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার অনেকক্ষণ বাদে দমকল পৌঁছনোয় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা।

বিজেপি নেতা তাপস রায়ের তোপ মমতার বিরুদ্ধে

ওয়াকফ আইন মানতে বাধ্য রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ওয়াকফ সংশোধনী আইন, ২০২৫-কে কেন্দ্র করে। মাসের পর মাস মুসলিম সম্প্রদায়কে উস্কে দিয়ে আইন বিরোধিতার প্রচেষ্টা চালানোর পর অবশেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাধ্য হয়েছেন আইন মানতে। রাজ্য বিজেপি নেতা তাপস রায় এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গকে এখন সংবিধান ও কেন্দ্রীয় আইনের নিয়ম মেনে চলতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতির ইচ্ছামতো রাজ্যকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবেন না।

সংক্ষিপ্তভাবে, রাজ্যের সকল জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য কেন্দ্রীয় পোর্টালে আপলোড করার জন্য। সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের সচিব পিবি সালিম এই নির্দেশনা দিয়ে জেলা শাসকদের চিঠি পাঠিয়েছেন।

বিজেপি নেতার মন্তব্য অনুযায়ী, মমতার দীর্ঘ বিরোধ এবং মাসখানেকের টালবাহানার পরেও আইন বাস্তবায়ন নিশ্চিত হওয়া রাজ্য প্রশাসনে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তা একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে।

সোমবার থেকে শহরে শুরু কলকাতা পুরসভার বিশেষ ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী সোমবার থেকে শহরে শুরু হচ্ছে কলকাতা পুরসভার বিশেষ ক্যাম্প। মূল উদ্দেশ্য, নাগরিকদের জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র সহজে হাতে পৌঁছে দেওয়া। এসআইআর প্রক্রিয়ার আবহে এই শংসাপত্রের চাহিদা হঠাৎই বেড়ে যাওয়ায় পুরসভা এই পদক্ষেপ নিয়েছে। এই চাহিদা বৃদ্ধির পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। এতদিন অনেকেই হাসপাতালের কাগজপত্র দিয়েই কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। বহু পরিবার মৃত্যুর পরও আনুষ্ঠানিক শংসাপত্র সংগ্রহ করেননি। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর হিয়ারিংয়ের নোটিস আসছে, যেখানে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে লাগতে পারে।

এদিকে শংসাপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ নানা প্রশ্ন করেন, কোথায় আবেদন করতে হবে, কী কী নথি লাগবে, কত সময় লাগবে। কর্মরত অফিসারদের পক্ষে প্রতিদিন এত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই আলাদা ক্যাম্পে পর্যাপ্ত অফিসার নিয়োগ করে পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা।

এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, এসআইআর চলছে। হিয়ারিংয়ের সময় জন্মসনদ লাগবে। তাই আমরা পর্যাপ্ত অফিসার রাখার ব্যবস্থা করছি। যখন যেখানে হিয়ারিং হবে, তখন এই শংসাপত্র প্রয়োজন হবে। সেই কারণেই ক্যাম্প করছি। পাশাপাশি তিনি এও জানান, এইসব ক্যাম্পে জন্ম শংসাপত্রের জন্য আবেদন ও সংগ্রহ, মৃত্যুর শংসাপত্রের জন্য আবেদন ও সংগ্রহ, নাগরিকদের প্রশ্নের উত্তর ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের পাশাপাশি দ্রুত পরিষেবা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ।

মৃত্যুশয্যায় থাকা বাবার সঙ্গে দেখা না করতে দেওয়ায় আদালতে মেয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মৃত্যুশয্যায় থাকা বাবাকে শেষবার দেখতে চেয়েছিলেন মোম গঙ্গোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু মায়ের আপত্তির কারণে বারবার হাসপাতালে গিয়েও দেখা করতে পারেননি তিনি। শেষমেশ আইনের দ্বারস্থ হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন।

এই মামলায় বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ প্রথমে জানান, বাবার অনুমতি থাকলে মেয়ের দেখা করতে কোনও আইনি বাধা নেই। কিন্তু সমস্যা হল বাবা তখন এমন অবস্থায় ছিলেন যে কথা বলা বা বোঝার ক্ষমতাই ছিল না। এই সুযোগে মা বাবার টিপ সই দেওয়া একটি কাগজ দেখিয়ে দাবি করেন, তিনি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চান না।

এরপর মোমের আইনজীবী তীর্থঙ্কর দে ডিভিশন বেঞ্চে যান। তাঁর যুক্তি ছিল, একজন শিক্ষিত শিল্পপতি কখনও টিপ সই দিয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করবেন না, বরং সই করতেন। তাই বাবাকে পরিকল্পনা মাফিক মেয়ের থেকে দূরে রাখা হচ্ছে।

এদিকে ডিভিশন বেঞ্চে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর এজলাসে শুনানি চলাকালীনই খবর আসে, সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন। আদালতে মুহূর্তেই আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। বিচারপতি নিজে কেঁদে ফেলেন। চোখে জল ধরে রাখতে পারেননি দুই পক্ষের আইনজীবীরাও। এদিকে শেষ পর্যন্ত মা স্বীকার করেন, তিনি মেয়েকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেননি।

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে আগাম জামিন বিডিও'র

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন শনিবার কার্যকর হল। বিধাননগর মহকুমা আদালতে সশরীরে হাজিরা দিয়ে তিনি জামিন কার্যকর করেন। আদালত ৫০ হাজার টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছে এবং তদন্তে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে।

২৬ নভেম্বর বারাসাত আদালত তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করেছিল। তবে তা কার্যকর করার জন্য শনিবার বিধাননগর আদালতে হাজিরা দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। আদালত থেকে বেরিয়ে প্রশান্ত বর্মন সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, বিচারাধীন বিষয়ে কিছু বলব না। সংবাদমাধ্যমকে সম্মান করি। তবে আপনারা বিচারকের ভূমিকা পালন করবেন না। অন্যদিকে নিহত ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার পরিবার পুলিশের তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁদের অভিযোগ, বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযোগ করেছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠরা একে একে গ্রেপ্তার হলেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

উল্টে তিনি আগাম জামিন পেয়েছেন। আর এই জামিন পাওয়ার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত এই মামলায় মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে পরিবারের দাবি, মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করায় তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

জামিন পেলেন না কসবা-কাণ্ডে অভিযুক্ত মনোজিৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবা আইন কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় আগেই নিম্ন আদালত থেকে জামিন পেয়েছিলেন অভিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষী। আর এবার এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন আলিপুর জেলা ও দায়রা আদালতে। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার ছিল শুনানি। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারক সৌভিক দে রায়দান স্থগিত রাখেন। আগামী ২ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। সওয়াল-জবাব পর্বে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের আইনজীবী জানান, ৮২ দিন ধরে হেপাজতে আছেন মনোজিৎ। ওঁর সঙ্গে আরও যে অভিযুক্ত ছিলেন, তিনি জামিন পেয়ে গিয়েছেন। তাই আমার মক্কেলেরও জামিন প্রার্থনা করছি। পাশাপাশি তিনি এও জানান, নির্যাতিতা মহিলা স্বেচ্ছায় গিয়েছিলেন। একসঙ্গে খ াওয়া-দাওয়া করেন। তারপর অভিযোগ করছেন। এরপরেই পুরনো একটি মামলার নথি ও তথ্য তুলে ধরেন মূল অভিযুক্তের আইনজীবীরা। তাঁরা আদালতে জানায়, মহিলা আগেও একটি অভিযোগ করেছিলেন। পরে সেটেলমেন্ট করে অভিযোগ তুলে নেন।

তবে এর পাল্টা বিরোধিতা করেন নির্যাতিতার আইনজীবী। নির্যাতিতার আইনজীবী জানান, পুরনো ওই মামলার সঙ্গে এই মামলার কোনও যোগ নেই। অন্য একটি মামলার সঙ্গে গণধর্ষণের মতো নৃশংস ঘটনা গুলিয়ে ফেললে হবে না। এরই রেশ ধরে নির্যাতিতার আইনজীবী বিচারকের সামনে ১৬৪ স্টেটমেন্ট তুলে দিয়ে বলেন, 'কী কী ঘটেছিল সব আছে এতে। কতটা ভয়ঙ্কর দেখুন।'

এদিন সরকারি আইনজীবীও জামিনের বিরোধিতা করেন। আগেও জমিন খারিজ হয়েছে অভিযুক্তের। পাশাপশি তিনি জানান, এই মামলায় চার্জশিট হয়েছে। বিচারকের সামনে মেডিক্যাল রিপোর্টের নথি দিয়ে ঘটনার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেন। মেডিক্যাল রিপোর্টে উল্লিখি ত আঘাতের চিহ্ন সহ বিস্তারিত দেখ ার অনুরোধ করেন বিচারককে। প্রসঙ্গত, কসবা ল' কলেজে এক ছাত্রীকে ইউনিয়ন রুমে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। শুধু তাই নয়, তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। সেই ঘটনারই শুনানি ছিল এদিন।

বাবা, মায়ের সঙ্গে একরত্তির নৌকোবিহার। প্রিন্সেপ ঘাটে ছবিটি লেন্সবন্দি করেছেন অদিতি সাহা।

সম্পাদকীয়

এই নির্দেশিকা আরও আগে প্রয়োজন ছিল

একেবারে শেষ পর্বে এসে অবশেষে মুখ খুলল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। চলতি এসআইআর পর্বে কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেভাবে সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিল কমিশন। শুক্রবার বেশ কড়া ভাষায় এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সংবিধান এবং নির্বাচনী আইনের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে পদ্ধতি মেনে ভোটার তালিকা তৈরি থেকে শুরু করে ভোট পরিচালনা করে কমিশন। তৃণমূল কংগ্রেস-সহ সব রাজনৈতিক দলকে সেই প্রক্রিয়া মেনেই চলতে হবে বলে কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে।কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে তৃণমূলের তরফে তোলা অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন তৃণমূল সংসদীয় প্রতিনিধি দলকে সাফ।জানিয়ে দিয়েছে, রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা দলগুলোর অধিকার হলেও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে ভুল তথ্য বা বিভ্রান্তি ছড়ানো কোনও ভাবেই কাম্য নয়। কমিশন সব দলের প্রতিনিধিদের সতর্ক করে বলেছে, নির্বাচন সম্পর্কিত পদ্ধতি নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে। এসআইআর পর্বে এত কড়া ভাষায় কমিশনের তরফে এর আগে এমন কোনও নির্দেশ বা বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে কেউই মনে করতে পারছেন না। অনেকেই বলছেন, এটা আরও আগে হলে ভালো হত। কারণ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো একটি বিষয়কে সামনে রেখে জনমানসে আতঙ্ক ছড়াতে নেমে পড়েছিল। এর মধ্যে সর্বাগ্রে ছিল এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রথমত, বাংলায় এসআইআর হবে না, বলেছিলেন খোদ তৃণমূল নেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তারপর এসআইআর শুরু হতেই তা নিয়ে নানা বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার শুরু করে তৃণমূল। যার ফলে রাজ্য জুড়ে তৈরি হয় তুমুল আতঙ্ক। আতঙ্কে অসুস্থতার পাশাপাশি কয়েকটি মৃত্যুও ঘটেছে। ঘটেছে আত্মহননের ঘটনাও। কিন্তু রাজ্য সরকার ও তৃণমূল যে ভাবে কোনও তদন্ত ছাড়াই পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ছাড়াই মৃত্যুগুলোকে। এসআইআরের জেরে মৃত্যু বলে দেগে দিয়েছে সেটাই আশ্চর্যের। একটা দায়িত্বশীল প্রশাসন কীভাবে এটা করতে পারে? সেই দায়িত্বের কথাই এবার তাঁদের মনে করিয়ে দিল কমিশন।

আজকের দিন

■ **১৮৭২** — স্কটল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত হয়।

■ **১৯৩৯** — সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যান্ড আক্রমণ করলে শীতকালীন যুদ্ধ শুরু হয়। এই সংঘাত বেশ কয়েক মাস স্থায়ী হয় এবং সোভিয়েত বিজয়ের মাধ্যমে শেষ হয়।

■ **১৯৪৭** — জাতিসংঘের ফিলিস্তিন বিভক্তির ভোটের পর, এই অঞ্চলের আরব এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

■ **১৯৬৬** — বার্বাডোস যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

■ **১৯৮২** — মাইকেল জ্যাকসনের অ্যালবাম থ্রিলার প্রকাশিত হয়। এটি ইতিহাসের সর্বাধিক বিক্রিত অ্যালবামগুলির মধ্যে একটি।

■ **১৯৯৩** — রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন ব্র্যাডি হ্যান্ডগান ভায়োলেন্স প্রিভেনশন অ্যাক্ট (ব্র্যাডি বিল) আইনে স্বাক্ষর করেন, যা আগ্নেয়াস্ত্র কেনার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড চেক বাস্তবায়ন করে।

জন্মদিন

আজকের দিন

জিৎ

১৯৪৫ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী বাণী জয়রামের জন্মদিন।
১৯৬৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দীপা শাহির জন্মদিন।
১৯৭৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জিৎ-এর জন্মদিন।

মালদহ উত্তর ও মালদহ দক্ষিণ বরকতদা আজও নস্ট্যালজিক ফ্যাক্টর

সুবীর পাল

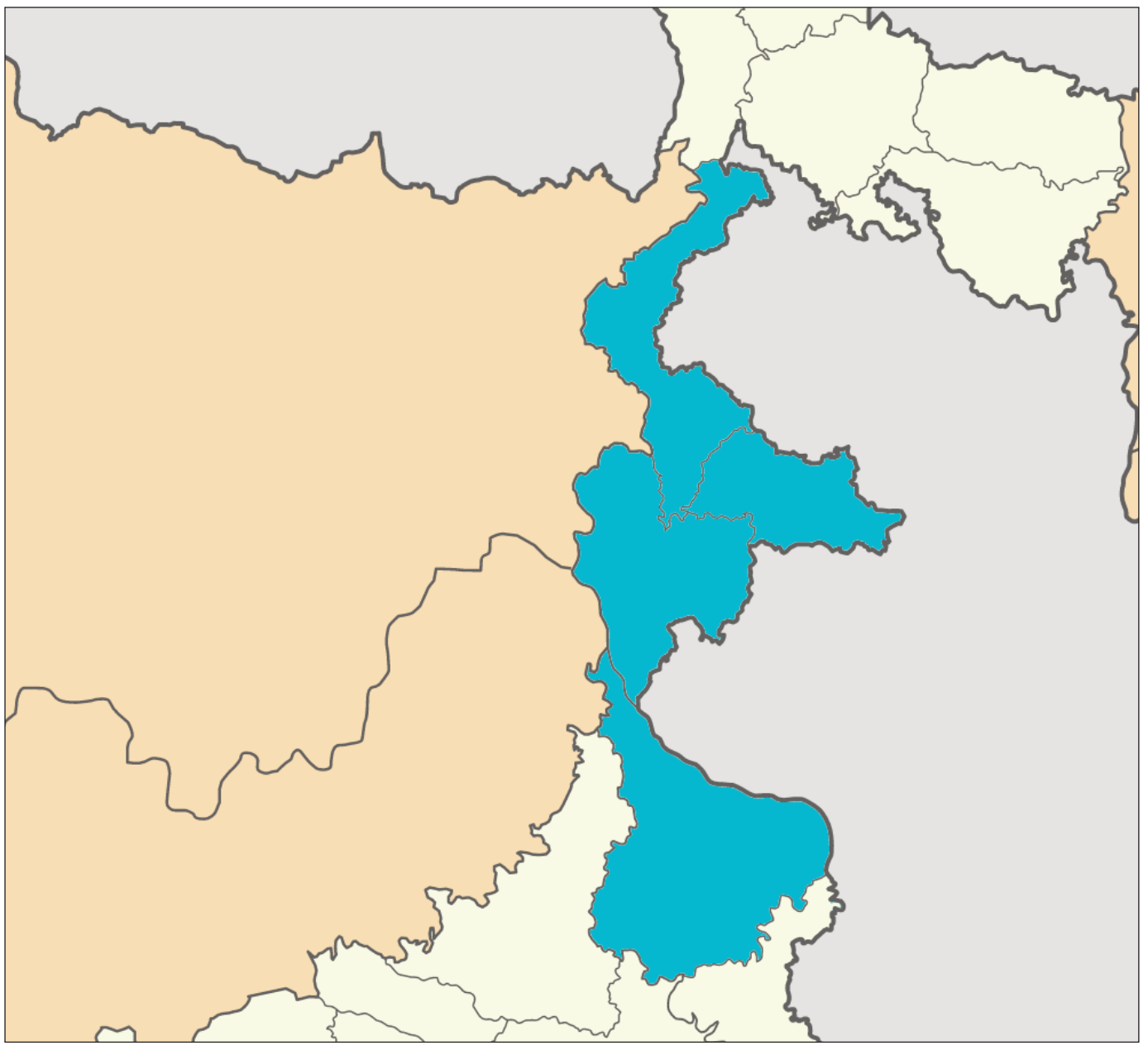

রেলমন্ত্রী হিসেবে গনি খান চৌধুরী সারা ভারতের মানচিত্রে তিনি নিজেকে আলাদা করে তুলে ধরেছিলেন। ভারতের প্রথম মেট্রো রেলের চাকা কলকাতায় গড়িয়ে ছিল মূলতঃ তাঁরই হাত ধরে। একজন রেলমন্ত্রী হিসেবে সারা রাজ্যের মধ্যে এমন হিমালয় সম উচ্চতার জনপ্রিয়তা আর কেউ রপ্ত করতে পারেননি এখনও। তাঁর রেলমন্ত্রীত্ব কালে বাংলা পেয়েছিল একের পর এক চমকপ্রদ আধুনিক ট্রেন। কর্ম সংস্থানের প্রসারের ক্ষেত্রে আজও বাংলার বহু মানুষ নিঃসংকোচে মনে মনে প্রণাম জানান তাঁকে। এমনই ছিলেন জনমানসের আদ্যান্ত নেতা আবু বরকাত আতাউর গণি খান চৌধুরী। আরও চমকে যাওয়ার মতো তথ্য হলো, তিনি ২০০৬ সালে মারা গেলেও লোকসভার নিরিখে মালদহ মানেই তাঁর পরিবারের জয়জয়কার। এখনও। তাঁর পরিবারের বাইরে মালদহ লোকসভা আজও কভি নেহি। এমনই একচেটিয়া বরকত সাহেবের অনির্বাণ চির শাশ্বত ইমেজ এই ২০২৫ সালেও প্রাণবন্ত। সুতরাং ২০২৬ সালের আগত বিধানসভা নির্বাচনেও গনি খান চৌধুরী ও তাঁর পরিবারকে আলোচনায় টানবে না এমন রাজনৈতিক দল এখনও ভুভারতে তৈরি হয়নি। অন্তত মালদহের প্রেক্ষাপটে।

সেই কবে তিনি চলে গেছেন। তবু তিনি রয়ে গেছেন। হয়তো আরও কয়েকটি নির্বাচন তিনি রয়েও যাবেন। তিনি যে গনি। মালদহ মানুষের মনের মনি। চা পাতা ছাড়া যেমন চা নামক পানীয় তৈরি হয় না, তেমন সামগ্রিক মালদহে গনি কিসসা ছাড়া ভোট তো দূর অস্ত একচুল রাজনীতিও সংগঠিত হয় না। হ্যাঁ এখনও মানে এখনও। এটাই নব মালদহের কারিগর গনির জীবন্ত স্মৃতিবিধুরতা।

'দেব নাকি দাদা ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে!'

শিয়ালদহ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস যথা সময়ে ছাড়লেও আগরতলাগামী ট্রেনটি আধঘন্টা দেরিতে চলছে। মালদহ টাউন স্টেশনে পৌঁছাতে তখন মিনিট দশেক বাকি। এইতো দিন সাতেক আগের কথা। বগিতে এক হকার চিল্লিয়ে যাচ্ছেন এই ট্যাগ লাইনে। আর শসা বিক্রি করছেন। আমার পাশাপাশি কয়েকজন সহযাত্রী সামনের স্টেশনেই নামবেন। আমারও গন্তব্য যে একই। শুধু উদ্দেশ্যটুকু আলাদা আমাদের। ট্রেন চলতে চলতেই নিজেদের মধ্যে টাইমপাসের আলাপ। সেই সূত্রে জানতে পারলাম, তাঁরা কলকাতা থেকে নিজভূমে ফিরছেন। আর আমি? ভোটের মুখে কিছু রাজনৈতিক ফিচার লেখার রসদ খুঁজে নেওয়ার প্রত্যাশায়।

শসা বিক্রেতার কথার পিঠে দেখলাম সহযাত্রী কয়েকজন বেশ মজেছেন। একজন বলেছিলেন, 'দেব নাকি দাদা ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে, ডায়লগটা বহুদিন পর শুনলাম।' শসা বিক্রেতাদের মুখের এই রসিক কথাটি একসময়ে সারা বাংলা জুড়ে ব্যাপক কৌতুক রসের সৃষ্টি করেছিল। এই কথাটি ক্রিকেট খেলার ক্যাচ ধরার মতো লুফে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার পালে বাঘ পড়েছে। জালি ভোটার লিস্টের ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখাতে বাংলায় তৎপর হয়েছে দেশের নির্বাচন কমিশন। মৃত ভোটার বাতিল করো। অনুপ্রবেশকারীদের ভারত থেকে ঘাড় ধরে তাড়াও। আমি তো এসআইআরয়ের খাঁটি সমর্থক।' পাশের জন সেইসব শুনে সরেশ টিপ্পনী দিতে ছাড়লেন না। তিনি মন্তব্য করে উঠলেন, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি তো বিজেপির পাঁড় সমর্থক। এসআইআর ভারতের কি বদল আনবে বলুন তো? দেখছেন না এর আতঙ্কে কতজন আত্মহত্যা করছেন। সব নাগরিকের কাছে কি সব প্রয়োজনীয় নথি আছে নাকি? গ্রামগঞ্জের মানুষ অতশত বোঝে আদৌ? তাই বলে ভোটার লিস্ট থেকে ওই ভারতীয় গ্রামীণ মানুষদের নাম বাদ চলে যাবে কোন যুক্তিতে?' প্রথম জনের বক্তব্য এবার, 'আপনি আমাকে বিজেপির লোক বলছেন। আমি মালদহের সম্পন্ন চাষি বুঝলেন। আমি আজও একজনকেই চিনি রাজনৈতিক ভাবে। তিনি হলেন স্বর্গীয় গনি খান চৌধুরী। বুঝলেন। আমি আপনার মতো তৃণমূলী শেখানো ভাষায় হুক্কা হুয়া করি না। যা ঘটনা ঘটছে তাই বলছি।' তিনি আরও বললেন, 'আপনিও তো মালদহের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শুনলাম। বুকে হাত দিয়ে বলুন তো মশাই, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা ক্রমশঃ আমাদের শহরটাকে গ্রাস করছে না দিনের পর দিন? গা ঘেঁষা সীমান্তের সুযোগ নিয়ে। এই এসআইআর সুষ্ঠু ভাবে হলে অনুপ্রবেশকারীরা চিহ্নিত হবে না? বরকতদা থাকলে কি মালদহে আজকের এই হাল হতো?' দ্বিতীয়জন এবার ঘাড় নেড়ে খানিক সম্মতি জানিয়ে বলেন, 'এটা ঠিক বরকতদা আমাদের কাছে দেবতা ছিলেন। আমি উনাকে এখনও মিস করি। উনি ছিলেন মালদহের অভিভাবক। গনিদাও চলে গেলেন। মালদহও কেমন যেন অচেনা হয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে।'

ট্রেন থেকে মালদহ টাউন স্টেশনে আমার নামার তাড়া থাকলেও তাঁদের কথোপকথন শুনে আমার অনুসন্ধিৎসু মন বলে উঠলো, 'এঁরা এসআইআর নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করলেও বরকত সাহেবের প্রশ্নে তাঁরা আজও কি অদ্ভুত রকমের এককাট্টা। এবং একরোখাও।' আসলে এটাই বাস্তব, আজও। হ্যাঁ আজও মালদহ আর গনি খান চৌধুরী একই সমার্থক ভাষা হিসেবে রয়ে গেছে স্থানীয়দের বুকের মণিকোঠায়। সেখানে মোদী বা মমতা জাস্ট এই ভূমিতে অতিথি স্বরূপ পরিযায়ী টোকেন লিডার। অন্তত মালদহবাসীর 'দিল চির কে দেখ' চেতনায়।

এটা ঠিক মালদহের আনাচে কানাচে ঢুঁ দিয়েই স্পষ্ট বোঝা গেল, মালদহ যতদিন গনি খান চৌধুরীর স্মৃতি ততদিন। এখানকার প্রতিটি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে উনার উন্নয়ণের কর্মকাণ্ড হৃদয় দিয়ে গাঁথা রয়েছে। আসলে দলমত নির্বিশেষে স্বীকার করে নিতেই হবে যে, আধুনিক মালদহের প্রকৃত রূপকার এই অবিস্মরণীয় ভদ্রলোকই। এখানে আর দ্বিতীয় কোনও অস্তিত্বের স্থান আজও অপূর্ণই থেকে গেল।

খাতায় কলমে মালদহের ওই অবিসংবাদিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রকৃত নাম আবু বরকত আতাউর গণি খান চৌধুরী। যাঁর জন্ম ১৯২৭ সালে। মৃত্যু ২০০৬ সালে। এলাকাবাসীরা এই পয়লা নম্বর ভূমিপুত্রকে একযোগে ডাকতেন, 'বরকতদা।' রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন জ্যোতি বসু তাঁকে সম্বোধন করতেন, 'বরকত সাহেব।' জ্যোতি-গনির আন্তরিক ব্যক্তিগত দোস্তি অকৃত্রিম হলেও রাজনৈতিক ময়দানে দাঁড়িয়ে মালদহ তথা বাংলার বরকতদা অনায়াসেই বলতে পারতেন, 'জ্যোতি বসুর অগণতান্ত্রিক সরকারকে বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।' সেই সময়ে জ্যোতি বসুর মুখের উপর এমন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা গনি খান চৌধুরীই করতে পেরেছিলেন আপোষহীন পর্যায়ে। ১৯৮০ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি মালদহ লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সাংসদ ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের টিকিটে জিতে। প্রথমে তিনি কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী ছিলেন। তারপর ভারতীয় রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

রেলমন্ত্রী হিসেবে গনি খান চৌধুরী সারা ভারতের মানচিত্রে তিনি নিজেকে আলাদা করে তুলে ধরেছিলেন। ভারতের প্রথম মেট্রো রেলের চাকা কলকাতায় গড়িয়ে ছিল মূলতঃ তাঁরই হাত ধরে। একজন রেলমন্ত্রী হিসেবে সারা রাজ্যের মধ্যে এমন হিমালয় সম উচ্চতার জনপ্রিয়তা আর কেউ রপ্ত করতে পারেননি এখনও। তাঁর রেলমন্ত্রীত্ব কালে বাংলা পেয়েছিল একের পর এক চমকপ্রদ আধুনিক ট্রেন। কর্ম সংস্থানের প্রসারের ক্ষেত্রে আজও বাংলার বহু মানুষ নিঃসংকোচে মনে মনে প্রণাম জানান তাঁকে। এমনই ছিলেন জনমানসের আদ্যান্ত নেতা আবু বরকাত আতাউর গণি খান চৌধুরী। আরও চমকে যাওয়ার মতো তথ্য হলো, তিনি ২০০৬ সালে মারা গেলেও লোকসভার নিরিখে মালদহ মানেই তাঁর পরিবারের জয়জয়কার। এখনও। তাঁর পরিবারের বাইরে মালদহ লোকসভা আজও কভি নেহি। এমনই একচেটিয়া বরকত সাহেবের অনির্বাণ চির শাশ্বত ইমেজ এই ২০২৫ সালেও প্রাণবন্ত। সুতরাং ২০২৬ সালের আগত বিধানসভা নির্বাচনেও গনি খান চৌধুরী ও তাঁর পরিবারকে আলোচনায় টানবে না এমন রাজনৈতিক দল এখনও ভুভারতে তৈরি হয়নি। অন্তত মালদহের প্রেক্ষাপটে।

ভোটের হাটে ডিলিমিটেশন বলে একটা প্রচলিত কথা আছে। সেই প্রসঙ্গেই ২০০৯ সালে মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের পুনর্বিন্যাস ঘটানো হয়। পরিবর্তে মালদহ উত্তর ও মালদহ দক্ষিণ দুটি নতুন লোকসভা গঠন করে নির্বাচন কমিশন।

এরপরেও মালদহ উত্তর লোকসভা কেন্দ্রে পরলোকগত হওয়ার কারণে গনি খান চৌধুরী সশরীরে উপস্থিত না হতে পারলেও তাঁর পারিবারিক ছায়া কিন্তু রাজ করে গেছে সমান তালে। বরকত সাহেবের বোনঝি হলেন মৌসম নুর। এই বোনঝি কংগ্রেসের টিকিটে মালদহ উত্তর লোকসভা কেন্দ্র থেকে ২০০৯ ও ২০১৪ সালে অনায়াসে জিতে যান। তবে ২০১৯ সালে দলবদল ঘটিয়ে তিনি ফের ওই কেন্দ্রে ২০১৯ সালে লড়তে গেলে বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হোন। বিজেপি অবশ্য তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও। মালদহ উত্তর লোকসভা ক্ষেত্রের মোট ভোটার হলো ১৮,৬২,০৩৫ জন। গত বছরের সংসদীয় ভোটে বিজেপির ঝুলিতে যায় ৫,২৭,০২৩ জনের আনুকূল্য বা ৩৭.১৮ু ভোট। বিপক্ষে তৃণমূলের ভান্ডারে ৪,৪৯,৩১৫টি ভোট গচ্ছিত হয় যা শতকরা হারে ৩৭.১৮ু হিসেবে পরিলক্ষিত। অতএব বিজেপির জয়ের ব্যবধান এখানে ছিল ৭৭,৭০৮ ভোট।

এই লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে রাখা হয়েছে চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতিপুর, রতুয়া, হবিবপুর, গাজোল এবং মালদহ। ২০২১ বিধানসভা ভোটে এই আসনগুলোর মধ্যে প্রথম চারটিতে জয় পেয়ে যায় তৃণমূল। মূলতঃ তৃণমূলের এই জয়ের পিছনে সংখ্যালঘুদের একটা বিরাট অংশের সমর্থন অনুঘটকের কাজ করেছিল। চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতিপুর ও রতুয়া আসনে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান ছিল পর্যায়ক্রমে ৬৭, ৩৩৮, ৭৭,৪৭৩, ৯১,৯৪৯ এবং ৭৫,৬৫০টি ভোটের। পক্ষান্তরে ১৯,৫১৭, ১,৭৯৮ আর ১৫,৪৪৬টি বেশি ভোট কব্জা করে বিজেপি জিতে যায় ক্রমপর্যায়ে হবিবপুর, গাজোল ও মালদহ কেন্দ্রে।

এতো গেল মালদহ উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের সাতকাহন। গনি খানের সামগ্রিক মালদহ সংসদীয় আসনের নয়া টুকরো মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্রেও তাঁর অতীত স্মৃতি অস্বীকার করবে এমন হিম্মত এখনও কোনও দলের হয়ে ওঠেনি। অন্তত বিগত ভোটগুলোর আবহাওয়া বিশ্লেষণ করলে সে কথারই সমর্থন পদে পদে পাওয়া যায় গভীরতর পর্যায়ে।

মালদহ দক্ষিণ আসনে ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ সালের পরপর তিনটি লোকসভা নির্বাচনে জিতেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। বিজয়ী সাংসদের নাম কি? কেন, ডালুবাবু। আরে বাবা, উনার প্রকৃত নামটা কি, বলুন না? আর পরিচয়টাই বা কি? এলাকার ডালুবাবুর সরকারি নাম হলো আবু হাসেম খান চৌধুরী। তিনি যে সেই গনি খান চৌধুরীর ভাই। এরপর যদি ওই কেন্দ্রের ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকানো যায় সেখানেও কিন্তু মৃত বরকতদার ম্যাজিক কাজ করেছে অনায়াস মসৃণতায়। তাঁর অপর ভাই আবু নাসের খান চৌধুরীর ছেলে অর্থাৎ ভাইপো ইশা খান চৌধুরী কংগ্রেসি জার্সি গায়ে চড়িয়ে এখান থেকে সোজা দিল্লি মুখী হোন ১,২৮, ৩৬৮ ভোটে জয় করায়ত্ব করে। এখানকার মোট ভোটার ১৭,৮২,১৫৯'এর মধ্যে ৪১.৭৯ু জনের সমর্থন পান ৫, ৭২,৩৯৫ ভোট নিজের দখলে নিশ্চিত করে। অন্যদিকে ইশা খান চৌধুরীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ভাজপা প্রার্থী। তিনি ৪,৪৪,০২৭ ভোট বলতে ৩২.৪২ু জনমানসের সহানুভূতি পেয়েছিলেন।

এককথায় বলতেই হবে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই লোকসভা আসনটিতে কংগ্রেস নিজেদের দাপট অক্ষুন্ন রেখেছে। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের অবস্থা ল্যাজে গোবরে হয়ে গিয়েছিল এখানকার সাতটি আসনেই। শমসেরগঞ্জ ছাড়া সবকটি শিটে কংগ্রেস ভোট পেয়েছিল ২০'এর নিচে। ইংরেজবাজার আসনটি বিজেপি নিয়ে নেয়। তাছাড়া মানিকচক, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর, ফরাক্কা এবং শমসেরগঞ্জে তৃণমূলের ঘুর্ণিঝড় ওঠে।

গত বিধানসভা ভোট পর্বে ইংরেজবাজার থেকে বিজেপি জয়ের পতাকা ওড়ায় ২০,০৯৯টি অধিক ভোট মুঠোয় ভরে। পাশাপাশি মানিকচক, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর, ফরাক্কা এবং শমসেরগঞ্জ আসনে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান ছিল চোখে পড়ার মতো। ক্রমসংখ্যা অনুসারে সেই পার্থক্যের স্কোরকার্ডটি ছিল ৩৩৮৭৮, ৫৬,৫৭৩, ১,৩০,১৬৩, ২,৪৭১, ৫৯,৯৪৫ আর ২৬,৩৭৯ জন ভোটদাতার।

বিধানসভা গত পটভূমিতে তৃণমূল অবশ্য যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী এবার মালদহ দক্ষিণ লোকসভার ভিতরে থাকা সাতটি বিধানসভা আসন জয়ের স্বপ্নে। বিজেপির দুর্গ হিসেবে পরিচিত ইংরেজবাজার সিট শুধু উদ্ধার করতে পারলেই তৃণমূল এ যাত্রায় স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে ভেবে তারা এখনই উৎফুল্ল। বিজেপির আবার প্ল্যান হলো, এইসব এলাকায় তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটে ফাটল ধরিয়ে কৌশলে শাসকের কমিটেড সমর্থনে বহুবিধ ড্যামির মাধ্যমে ধস নামাতে পারলেই এখান থেকে সহজেই চারটে আসনে কেল্লা ফতে করা যাবে খুব সহজে।

নিজেদের জেতার জন্য আগামী ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে যে দল যাই ভাবুক না কেন, গনি খান চৌধুরী ২০০৬ সালে মারা গিয়ে থাকুক না কেন, রাজ্যের ভোটে কংগ্রেস যতই সাইনবোর্ড হোক না কেন, ময়দানটা যখন মালদহ উত্তর সহ মালদহ দক্ষিণ লোকসভা অঞ্চলের মোট ১৪টি আসনের, তখন 'মালদহ' নামটা অবশ্যই এখনও স্থানীয় ভাবে সনাতনীই। আর সেই বিন্দুতে টানা দুই দশক পড়েও একটা এক্স ফ্যাক্টর যে এখানে সত্যিই ফ্যাক্টর। তাই নাকি? হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন। আজও সেই নস্টালজিক এক্স ফ্যাক্টরের নাম 'আবু বরকত আতাউর গণি খান চৌধুরী।'

কায়া হয়তো চলে গেছে পরপারে দুই দশক পূর্বের ইজারায়। তবু তাঁর ছায়া আজও প্রভাবিত করে প্রতিটি বুথের লাইন। প্রতিটি বুথ। পরপর প্রতিটি ভোট, কি লোকসভা, কি বিধানসভা, কি পঞ্চায়েত। সামগ্রিক মালদহ ইহলোকের এমন এক্স ফ্যাক্টর সমগ্র রাজ্যে আর কোথায়?

চটাবাসর

শ্রেনি/শ্রেনী/শ্রেণী নয় শ্রেণি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাকরণ কৌমুদীতে সেটাই লিখে গিয়েছেন।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জগন্নাথ দেব দিঘার সমুদ্রে বর্তমান সরকারকে বিসর্জন দেবে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শনিবার বিকেলে আসানসোল বাজার সংলগ্ন গির্জা মোড় এলাকায় বিজেপির পক্ষ থেকে পরিবর্তন সংকল্প সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের সভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সমীক ভট্টাচার্য। এছাড়াও এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি সহ শিল্পাঞ্চলের একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব।

এদিনের সভার শেষে বেশ কয়েকজন বিজেপিতে যোগদান করে। এর মধ্যে অন্যতম আসানসোল উত্তরের কৃষ্ণপ্রসাদ, যিনি প্রথমে বিজেপি করলেও দীর্ঘদিন দলের কোনও কাজকর্মে যুক্ত হননি। তিনিও পুনরায় শমীক ভট্টাচার্যের হাত থেকে দলীয় পতাকা নিয়ে পুনরায় বিজেপিতে সক্রিয় ভাবে যোগদান করেন।

এ দিনের সভায় শমীক ভট্টাচার্য বলেন, প্রথমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এসআইআরের বিরোধিতা করলেও পরে তা তিনি মানতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের নাম যাতে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ না-যায় তার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন দলীয় কর্মীদের। কিন্তু সমগ্র বিষয়ের ওপর বিজেপি নজর রেখেছে। শ্বশুরকে বাবা ও শাশুড়িকে মা বানিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা ভোটার কার্ড তৈরি করেছিল। এইসব মানুষের নাম অতি অবশ্যই বাদ যাবে। কলকাতা মেয়র ফিরহাদ হাকিম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভোটার লিস্টে নাম তোলার জন্য বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন যাতে দেখা যাচ্ছে ৫০ উর্ধ্ব ব্যক্তিরাও বার্থ সার্টিফিকেট নিতে উদ্যোগী হয়েছে।

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মানসিক অত্যাচার, যৌন হেনস্থার অভিযোগ শিক্ষিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: ২০২৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর মেমারি কলেজের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালীন অনুষ্ঠান মঞ্চে সবার সামনে অপমান ও যৌন হেনস্থা করার অভিযোগ করেন কলেজের এক শিক্ষিকা। অভিযোগ প্রতিবাদ করলে চুলের মুঠি ধরে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় তাকে। এর পর থেকেই নানা ভাবে কলেজের মধ্যে তাঁর ওপর মানসিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি শিক্ষিকার গর্ভবস্থায় ছুটি দেওয়া হয়নি। পরে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে শারীরিক অসুস্থতার কারণে শিক্ষিকার মিসক্যারেজ হয়।

এমনকী কলেজের ভিতর বেআইনি ভাবে বিভাগীয় প্রধান নির্বাচন, নম্বর না-দেওয়া, ক্লাস নিতে না দেওয়ার মতো তাঁর প্রতি অবিচার শুরু করেন কলেজের প্রিন্সিপাল। সমস্ত বিষয় নিয়ে মেমারি থানায় লিখিত অভিযোগ না-নেওয়ায় কলেজ শিক্ষিকা কোর্টের দ্বারস্থ হয় ওই শিক্ষিকা। কোর্ট এফআইআরের নির্দেশ দেয় মেমারি থানাকে ও তদন্ত শুরু করতে নির্দেশ দেয়। গত ২২ নভেম্বর ২০২৫ মেমারি থানায় এফ আই আর করা হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়াও মেমারি কলেজের সদ্য প্রাক্তন প্রিন্সিপাল দেবাশিস চক্রবর্তী ও অধ্যাপক রাহুল ঘোষের নামে অভিযোগ করা হয়েছে।

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৪.০৮.২০২৫ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী সঞ্জয় শ' এবং শ্রীমতী ববিতা শ' - কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ ৩৫,১৩,৯৭৬.১৭ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ তেরো হাজার নয়শত ছিয়াত্তর টাকা ও সতেরো পয়সা)** উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, **২৬ শে নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে ৩৫,১৩,৯৭৬.১৭ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ তেরো হাজার নয়শত ছিয়াত্তর টাকা ও সতেরো পয়সা) এবং তার উপর সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, এ.ডি.এস.আর. কুলটি, থানা- কুলটি, মৌজা- ডুবুরডিহি, জে.এল. নং- ২, আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং- ১২৭, আর.এস. খতিয়ান নং- ২০৬ এল.আর. খতিয়ান নং- ৩৯৩ এর অধীনে অবস্থিত, যার পরিমাপ ১.৫ কাঠা, ৩১.০৮.২০১৮ তারিখের ডিড নং- আই ০২২৪-০৩০৩৯/২০১৮ অনুসারে। চৌহদ্দি- উত্তর দিকে- সন্তোষ নোয়ারের জমি, দক্ষিণ দিকে- হরিপদ মণ্ডলের জমি, পূর্ব দিকে- দাতার জমি (কৈলাস শ'), পশ্চিম দিকে- ৩০ ফুট রাস্তা।

তারিখ: ২৬.১১.২০২৫
স্থান: আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মাকে খুনে অভিযুক্ত ছেলের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মাকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছিল ছেলে! ঘটনার ৬ বছরের মধ্যেই অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনাল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালত। সঙ্গে আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে গুণধর ছেলের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানা এলাকার ঘটনা।

উল্লেখ্য, প্রায় ৬ বছর আগে মাকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ মানসিকভাবে অসুস্থ ছেলে। মৃতের নাম কল্পনা দাস(৫৫)। মৃত কল্পনা দাসের স্বামী গৌরচন্দ্র দাস অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী। তাঁদের দু'ছেলে। ছোটো ছেলে ও গৌরবাবু বালুরঘাটে থাকেন। কুমারগঞ্জের বাড়িতে ওই বৃদ্ধা ও বড় ছেলে থাকতেন। বড় ছেলে গিরিশচন্দ্র দাস বেশ কয়েক বছর থেকে মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। ঘটনার দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির কাজকর্ম করছিলেন ওই বৃদ্ধা। সেই সময় দা দিয়ে হঠাৎ মায়ের উপর চড়াও হয় গিরিশ। এরপর এলোপাথাড়ি ভাবে দা চালাতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বৃদ্ধা। ঘটনাস্থানেই মৃত্যু হয় তাঁর। এরপর খুন করা দা নিয়ে কুমারগঞ্জ থানায় আত্মসমর্পণ করে গিরিশ। সেই ঘটনার বিচার প্রক্রিয়া চলছিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুব্রত সাহা, ইমেল ঃ clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭

পরিশিষ্ট - IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ৩১.১২.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল** স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, ৩১/১২/২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, **ঋণগ্রহীতা এলাইজ ইন্টারন্যাশনাল লি.** কাছ থেকে ১৯.০৬.২০১২ তারিখ থেকে **১০,৯৫,০০,০০০ টাকা** (দশ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ টাকা) এবং সুদ এবং অন্যান্য চার্জ আদায়ের জন্য, যার নিবন্ধিত অফিস প্রসাদ চেম্বারস, ১০এ, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ এবং জামিনদাতাগণ : **(ক) শ্রী কুলদীপ কুমার খৈতান** পিতা গয়া প্রসাদ খৈতান, ফ্ল্যাট নং- ৪বি, ৫ম তল, ৩০, এস এন রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৮ **(খ) শ্রী জয়দীপ কুমার খৈতান** পিতা গয়া প্রসাদ খৈতান, ফ্ল্যাট নং- ১৩০৩, ১৪ তম তল/৩৮/১ পান্ডিতিয়া রোড, হাজরা, কলকাতা - ৭০০০২৯, **(গ) রাজীব কুমার কানোড়িয়া** পিতা হরি লাল কানোড়িয়া, ১৪, হো-চি-মিন সরণি, ব্লক-A III, ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং - ৪০৫, কলকাতা - ৭০০০৩৪ **(ঘ) শ্রীমতী অনিতা খৈতান,** ফ্ল্যাট নং- ১৩০৩, ১৪ তম তল/৩৮/১ পান্ডিতিয়া রোড, হাজরা, কলকাতা - ৭০০০২৯, **(ঙ) শ্রীমতি মালা কানোড়িয়া,** ১৪, হো-চি-মিন সরণি, ব্লক-A III, ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং - ৪০৫, কলকাতা - ৭০০০৩৪ **(চ) অপুরঞ্জয় প্লাস্টিক প্রা. লি.** (কর্পোরেট গ্যারান্টর), ফ্ল্যাট নং - ৪বি, ৫ম তল, ৩০, এস.এন. রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৮, **(ছ) মেসার্স তাপ্তি ট্রেডলিংক প্রা. লি.** (কর্পোরেট জামিনদাতা), ৯/১২, লালবাজার স্ট্রিট, ব্লক-বি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় তারিখ ১২.১২.২০২৫ সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত।

স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা
একটি ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতলে, প্রেমিসেস নং ১৫, এস এন রায় রোড (ডাক ঠিকানা হোল্ডিং নং ৩০ এস এন রায় রেড), থানা : নিউ আলিপুর (পূর্বতন -বেহালা), কলকাতা - ৭০০০৩৮, পরিমাপ ৮২২ বর্গফুট (এসবিএ), জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি অপুরঞ্জয় প্লাস্টিক প্রা লি. এর নামে। **(ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত)।**	**২৪,০০,০০০ টাকা** (চব্বিশ লাখ টাকা)	**২,৪০,০০০ টাকা** (দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা)
	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ - ১,০০,০০০ টাকা	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগেই PSB Alliance Pvt. Ltd.-এর সাথে রক্ষিত দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি -এর পরিমাণ তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS ট্রান্সফারের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন অথবা ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

তারিখ : ৩০.১১.২০২৫, স্থান : কলকাতা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে অনুমোদিত অফিসার, এসএএমবি - ২, কলকাতা

ইন্ডিয়ান বैंক Indian Bank | इलाहाबाद ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

দাবি নোটিশ

নোটিশ -২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে

১. **মেসার্স থারমোজেন (স্বত্বাধিকারী সংস্থা),** স্বত্বাধিকারী : শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায়, **ঠিকানা :** ই/ই-২০, জ্যাঙ্গরা, পো জ্যাঙ্গরা, রাজারহাট,কলকাতা-৭০০০৫৯
২. **শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায় (স্বত্বাধিকারী মেসার্স থারমোজেন),** পিতা রঞ্জিত রায়, **ঠিকানা :** ই/ই-২০, জ্যাঙ্গরা, পো জ্যাঙ্গরা, রাজারহাট,কলকাতা- ৭০০০৫৯ (বন্ধকদাতা -মেসার্স থারমোজেন)
৩. **শ্রীমতি দেবযানী হাজরা চৌধুরী (জামিনদাতা মেসার্স থারমোজেন), ঠিকানা :** মার্লিন লরেল গার্ডেন, রুবি ২জি, ৭১ নৃসিংহ দত্ত রোড, কলকাতা -৭০০০০৮
৪. **শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায় (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা-হাউস বিল্ডিং লোন), ঠিকানা :** ই/ই-২০, জ্যাঙ্গরা, পো জ্যাঙ্গরা, রাজারহাট,কলকাতা- ৭০০০৫৯
৫. **শ্রীমতি সঞ্চিতা রায় (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা-হাউস বিল্ডিং লোন), ঠিকানা :** ই/ই-২০, জ্যাঙ্গরা, পো জ্যাঙ্গরা, রাজারহাট,কলকাতা- ৭০০০৫৯
৬. **শ্রী রজত কুমার দে (জামিনদাতা -এইচবিএল) ঠিকানা :** অনুপমা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৮৮ রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০২৮।

বিষয় : আপনাদের লোন অ্যাকাউন্ট/গুলি : ১. মেসার্স থারমোজেন (স্বত্বাধিকারী শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায়), ২. এইচবিএল (২ নং) কৃষ্ণেন্দু রায় এবং সঞ্চিতা রায় এর নামে -ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক , সল্ট লেক শাখা, কলকাতা-ওসিসি অ্যাকাউন্ট : ৬১৮৩০৭৭০৭২, এইচবিএল অ্যাকাউন্ট -৯০২৭২৮৬৯৪, ৭০০৯২৭৩২৫)

আপনাদের প্রথমপক্ষ স্বত্বাধিকারী সংস্থা । ২য়পক্ষ স্বত্বাধিকারী সমুদয় সময়ের এবং বন্ধকদাতা জামিন হিসেবে প্রস্তাব দেওয়া সম্পদ ঋণের জন্য প্রথম জনের দ্বারা। ৩য়পক্ষ জামিনদাতা ১ম এবং ২য়পক্ষ কর্তৃক গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের জন্য। ৪র্থ এবং ৫ম পক্ষ ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা ৪র্থ এবং ৫মজন কর্তৃক গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের জন্য জামিন হিসেবে প্রদত্ত সম্পদ। ৬ষ্ঠজন ৪র্থ এবং ৫মজন কর্তৃক এইচবিএল গৃহীত ঋণের জন্য জামিনদাতা।

আপনাদের অনুরোধে ব্যাঙ্কের ব্যবসায়িক সময়ে নিম্নোক্ত আর্থিক সুবিধা ব্যাঙ্ক কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়েছে এবং আপনারা সকলে তা গ্রহণ করেছেন :-

ক্রম নং	বিবরণ	মঞ্জুরের সীমা
১.	অবাধ ক্যাশ ক্রেডিট **(এ/সি নং ৬১৮৩০৭৭০৭২)**	৫০ লাখ টাকা
২.	এইচবিএল-৯০২৭২৮৬৯৪ (টিএল)	৪ লাখ টাকা
৩.	এইচবিএল-৭০০৯২৭৩২৫ (টিএল)	১১ লাখ টাকা

উক্ত সুবিধার প্রতিটির জন্য নথি আপনারা সম্পাদন করেছেন :

ক্রম নং	সুবিধার ধরন	নথির প্রকৃতি (সর্বশেষ)
১. ২.	অবাধ ক্যাশ ক্রেডিট **(এ/সি নং ৬৪৫৫৬১২৫১৫)** এইচবিএল-৯০২৭২৮৬৯৪, ৭০০৯২৭৩২৫	১. ডিমান্ড প্রমিসারি নোট ২. অস্থাবর দায়বদ্ধতা/ প্রস্তাব এর জন্য সাধারণ পত্র ৩. স্বত্ব দলিল বন্ধক দাখিলের নিশ্চিতকরণের অতিরিক্ত পত্র ৪. মেয়াদি ঋণ চুক্তি ৫. জামিন ইত্যাদির চুক্তি

উক্ত ঋণ পরিশোধের বিষয়ে ৩য়জন (ওসিসি ক্রেডিট সুবিধার জন্য) এবং ৬ষ্ঠজন (এইচবিএল এর জন্য) জামিন চুক্তি সম্পাদন করেছেন। উক্ত ঋণের পরিশোধ নিম্নোক্ত তপশিল -এ অনুযায়ী বসবাসের সম্পত্তি জামিন বন্ধক দেওয়া হয়েছে।

একাধিকবার সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনারা প্রত্যেকে যারা যৌথভাবে এবং বিভিন্নভাবে দায়বদ্ধ ব্যর্থ হয়েছেন এবং বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে খেলাপি করেছেন। ঋণ অ্যাকাউন্ট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে ৩১.০৩.২০২১ তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (পুনর্গঠন ব্যর্থ হওয়ায়) ইস্যুকৃত সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস নির্দেশিকা/নির্দেশ অনুযায়ী ।

আপনাদের দ্বারা বকেয়া পরিমাণ **১,৩৫,৯৪,৬৭২.০০ টাকা আদায়যোগ্য ০৯.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এক কোটি পঁত্রিশ লাখ চুরানব্বই হাজার ছয়শো বাহাত্তর টাকা) ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী** উক্ত পরিমাণ সঙ্গে পরবর্তী সুদ যুক্ত হবে চুক্তিমতো হারে ১০.১১.২০২৫ তারিখ থেকে এবং অন্যান্য শুল্ক সম্পূর্ণ আদায় হওয়া পর্যন্ত। ও/এস এর বিস্তারিত ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী নিম্নোক্ত মতে : -

ক্রম নং	সুবিধার ধরন	বকেয়া পরিমাণ (টাকা) ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী	এমওআই(টাকা) ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী	এমএলই/এমওএক্স (টাকা) ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী	মোট ও/এস ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী (রাউন্ডেড অফ) আইএনআর
১.	**অবাধ ক্যাশ ক্রেডিট (এ/সি নং ৬১৮৩০৭৭০৭২)**	৫০,০০,৪৫৬.৪৬	৭৩,৫৫,১৪৫.৫৭২	৭৩১২.০০	১,২৩,৬২,৯১৪.০০
২.	৯০২৭২৮৬৯৪	১,৭৫,০১৬.৪৩	১,০১,৫১৬.০১৭		২,৭৬,৫৩২.০০
৩.	৭০০৯২৭৩২৫	৬,১৩,৭২১.৬৪	৩,৪১,৫০৩.৫৭		৯,৫৫,২২৬.০০
	মোট	৫৭,৮৯,১৯৪.৫৩	৭৭,৯৮,১৬৫.১৬	৭৩১২.০০	১,৩৫,৯৪,৬৭২.০০

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট মেয়াদি ঋণগ্রহীতা অথাৎ যেকোনও ব্যক্তি ব্যাঙ্ক কর্তৃক আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছেন বা যিনি কোনও জামিন বা বন্ধক দিয়েছেন/দায়বদ্ধ করেছেন জামিন হিসেবে উক্ত আর্থিক সহায়তা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদানের জন্য।
সুতরাং, সংশ্লিষ্ট আপনারা সকলে এবং প্রত্যেককে এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ **১,৩৫,৯৪,৬৭২.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ চুরানব্বই হাজার ছয়শত বাহাত্তর টাকা) ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী** এবং অন্যান্য শুল্ক এবং সুদ ১০.১১.২০২৫ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এই নোটিশ পাওয়ার পর ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ এর জন্য ধারা ১৩(২) অধীনে নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে , ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্স অধীনে অধিকার প্রয়োগে ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে সংশ্লিষ্ট সকল তপশিল অনুযায়ী জামিন সম্পদ বিষয়ে।
এই নোটিশের ৬০ দিন অতিক্রান্তে আপনারা দাবি আদায়ে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক উক্ত আইন অধীনে দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ (নিম্নোক্ত তপশিল অনুযায়ী প্রদত্ত) বিক্রয়, লিজ বা অন্যভাবে , হস্তান্তর করা যাবে না এই নোটিশ তারিখের পর ব্যাঙ্কের আগাম লিখিত অনুমোদন ব্যতীত।
উল্লেখবাহুল্য যে নোটিশ আপনাদের দেওয়া হয়েছে কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীত ব্যাঙ্কের বিকল্প সমাধানের জন্য। অনুগ্রহ করে অবগত হোন এই নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে ব্যাঙ্কের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীত বর্তমানে ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালত এর ডিআরটি/আরও সমীপে মামলা অমীমাংসিত থাকার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং নির্দেশ/ডিক্রি পাওয়ার পর তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য।
আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) সংস্থান অধীনে এবং সংশ্লিষ্ট রুলস অধীনে আপনাদের জামিন সম্পদ উদ্ধারের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করছি।
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার হিসেবে এই নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট ধারা ১৩ অধীনে অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে।
তপশিল
সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে জামিনদত্ত :
দায়বদ্ধ সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অস্থাবর সম্পদ , কাঁচা মালের মজুতএবং বুক ডেটস ব্যবসার জন্য অধিগৃহীত।
বন্ধকদত্ত সম্পদ (তপশিল এ) :-
স্বত্ব ধারী : শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায়
জমির এরিয়া : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি পরিমাপ ৯৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একতলায় এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ অংশ এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা সংযুক্ত ভোগ দখলের অধিকার সহ অবস্থিত ২ কাঠা ০৪ বর্গফুট জমি অবস্থিত হাল (আরএস) দাগ নং ১৫০১, জেএল ১৬, তৌজি নং ৩০২৭, আরএস খতিয়ান নং ৫০, মৌজা জ্যাঙ্গরা, ওয়ার্ড নং ৯, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা, থানা এবং এডিএসআর রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা।
দলিলের বিস্তারিত : দলিল নং আই/৮৩৮২-২০০৮ সালের।
স্বত্ব অধিকারী : শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায় এবং সঞ্চিতা সরকার (রায়)
জমির এরিয়া : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্প্রসারণ ফ্ল্যাটের নং ১, ২য় তলে, ব্লক সি, পরিমাপ ১৪৩৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১২১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একতলায় শ্রেয়া রেসিডেন্সি,ব্লক সি, পুরসভা প্রেমিসেস নং জিএফ-১৯/২ নবপল্লি , (পুরসভা হোল্ডিং নং আরজিএম ৮/এ/এএস/২৩১/১১/২০০৪ নবপল্লি), পো জ্যাঙ্গরা, থানা রাজারহাট, ওয়ার্ড নং ৮, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।
দলিলের বিস্তারিত : দলিল নং আই/৮৮২৩-২০০৮ সালের
** পূর্বের দাবি নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে ইস্যুকৃত প্রত্যাহার হল।

তারিখ : ১১.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

NICCO PARKS

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

ফিজিকাল শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবগত করা হচ্ছে যে, ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 অনুসারে, কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া ভৌত শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড পুনরায় নথিভুক্তির জন্য এককালীন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এই বিশেষ ব্যবস্থা ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য খোলা থাকবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই ব্যবস্থা চলাকালীন, সমস্ত পুনঃ নথিভুক্ত শেয়ারসমূহ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) আকারে ইস্যু করা হবে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন।
পুনরায় তালিকাভুক্তির করার জন্য প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

শ্রী রাহুল মিত্র নোডাল অফিসার কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লি. 'ঝিল মিল', সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০১০৬ ফোন : ০৩৩ ৬৫২১ ৫৫১৮/৫৫০৪ ইমেল : rahul@niccoparks.com	আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি. রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বতন বেলতলা রোড) কলকাতা - ৭০০ ০২৬ ফোন : ০৩৩ ২৪১৯ ২৬৪১/২৬৪২ ইমেল : info@rdinfotech.net

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯.১১.২০২৫
রাহুল মিত্র
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার

punjab national bank Together for the better

সার্কেল অফিস মুম্বই সিটি
ইউ বি আই টাওয়ার, ৭ম তল, ২৫, স্যার পি এম রোড ফোর্ট, মুম্বই - ৪০০ ০০১
ইমেল : cs6041@pnb.bank.in

SI-13
তারিখ : ২৯.১১.২০২৫

শ্রী রাজেশ চক্রবর্তী, ১১০১, অরুন্ধতী সিএইচএসএল, প্লট নং ৩৫, সিটিএস ৩৬৬/২১, স্বস্তিক পার্ক, চেম্বুর, মুম্বই, মহারাষ্ট্র-৪০০০৭১।	**শ্রী রাজেশ চক্রবর্তী,** ২য় তল, মেট্রোপলিটান হাউসিং সোসাইটি লি., ক্যানাল সাউথ রোড, সেক্টর বি, মৌজা : ধাপা, প্লট নং এ/পি, ১৪৭/বি, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৭৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা যাদবপুর, বর্তমানে তিলজলা,পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১০৫।

নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(৪) এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।
মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : জামিনদত্ত সম্পদের বিক্রি
অনুগ্রহ করে দেখুন নোটিশ তারিখ ০১/০৭/২০২৫ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে এবং প্রতীকী দখল নোটিশ তারিখ ২১.১১.২০২৫ নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রতীকী দখল নেওয়ার সময়ে নিম্নোক্ত সম্পদ ২১.১১.২০২৫ তারিখে অনুযায়ী।
জামিনের বিবরণ :

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট সমুদয় অংশ দোতলার পরিমাপ ১৩২০ বর্গফুট কমবেশি এবং ঢাকা গ্যারাজ এরিয়া পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একতলায় এবং ঢাকা ব্যালকনি পরিমাপ ৫৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি সম্প্রসারিত অংশ দোতলার অবস্থিত অবিভক্ত, অবিচ্ছেদ্য এবং ভাগ অংশ তপশিল প্লট জমি প্লট নং ১৪৭, সেক্টর বি, মেট্রোপলিটান কো অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি., পুরসভা প্রেমিসেস নং এ/পি-১৪৭/বি, ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা -৭০০১০৫, পরিমাপ ৪ কাঠা কমবেশি অবস্থিত জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,তৌজি নং ১৭৩, ১২৯৮/২৮৩৩, জেএল নং ২, মৌজা ধাপা, আরএস নং ২৩৬,আরএস খতিয়ান নং ৬৫৪, ৬০৯, এবং ৬১২, আরএস খণ্ড খতিয়ান নং ৪০৭, ৪০৮, ৩৫২, এবং ৩৫৩, জেলা সার্ভে এবং সেটেলমেন্ট খতিযান নং ২ এবং ৪৩, সমুদয় আরএস দাগ নং ২৪৮, ১৮৬, ১৬৭ এবং দাগ নং ২০১, ১৪০, এবং ১৪১, থানা প্রগতি ময়দান, ওয়ার্ড নং ৫৭, কলকাতা পৌর সংস্থা ৭০০১০৫ অধীন।

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আপনাদের বকেয়া পরিমাণ ৮৯,৪৪,২২৪.৪৫ টাকা (উননব্বই লাখ চোয়াল্লিশ হাজার দুশো চব্বিশ টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য শুল্ক সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উক্ত সম্পদ মুক্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও কারণে উক্ত পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নস্বাক্ষরকারী বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য উক্ত সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য হবেন এবং উক্ত আইন এবং রুলস সংস্থান অধীনে প্রয়োজন বিবেচনায় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদান্তে
আপনাদের বিশ্বস্ত,
বিবেক বোধি
(চিফ ম্যানেজার)
অনুমোদিত অফিসার
জামিন অধীনে ঋণদাতা

ইন্ডিয়ান বैंক Indian Bank | इलाहाबाद ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

দাবি নোটিশ

নোটিশ -২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে

১. **শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায়** (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা-হাউস বিল্ডিং লোন), **ঠিকানা :** ই/ই-২০। জ্যাঙ্গরা, পো জ্যাঙ্গরা, রাজারহাট, কলকাতা-৭০০০৫৯।
২. **শ্রীমতি সঞ্চিতা রায়** (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা-হাউস বিল্ডিং লোন), **ঠিকানা :** ই/ই-২০। জ্যাঙ্গরা, পো জ্যাঙ্গরা, রাজারহাট, কলকাতা-৭০০০৫৯।

বিষয় : আপনাদের লোন অ্যাকাউন্ট/গুলি : ১. মেসার্স থারমোজেন (স্বত্বাধিকারী শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায়), ২. এইচবিএল (২ নং) কৃষ্ণেন্দু রায় এবং সঞ্চিতা রায় এর নামে -ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক , সল্ট লেক শাখা, কলকাতা-ওসিসি অ্যাকাউন্ট : ৬১৮৩০৭৭০৭২, এইচবিএল অ্যাকাউন্ট -৯০২৭২৮৬৯৪, ৭০০৯২৭৩২৫)

আপনাদের প্রথমপক্ষ স্বত্বাধিকারী সংস্থা । ২য়পক্ষ স্বত্বাধিকারী সমুদয় সময়ের এবং বন্ধকদাতা জামিন হিসেবে প্রস্তাব দেওয়া সম্পদ ঋণের জন্য প্রথম জনের দ্বারা। ৩য়পক্ষ জামিনদাতা ১ম এবং ২য়পক্ষ কর্তৃক গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের জন্য। ৪র্থ এবং ৫ম পক্ষ ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা ৪র্থ এবং ৫মজন কর্তৃক গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের জন্য জামিন হিসেবে প্রদত্ত সম্পদ। ৬ষ্ঠজন ৪র্থ এবং ৫মজন কর্তৃক এইচবিএল গৃহীত ঋণের জন্য জামিনদাতা।

আপনাদের অনুরোধে ব্যাঙ্কের ব্যবসায়িক সময়ে নিম্নোক্ত আর্থিক সুবিধা ব্যাঙ্ক কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়েছে এবং আপনারা সকলে তা গ্রহণ করেছেন :-

ক্রম নং	বিবরণ	মঞ্জুরের সীমা
১.	অবাধ ক্যাশ ক্রেডিট (এ/সি নং ৬১৮৩০৭৭০৭২)	৫০ লাখ টাকা
২.	এইচবিএল-৯০২৭২৮৬৯৪ (টিএল)	৪ লাখ টাকা
৩.	এইচবিএল-৭০০৯২৭৩২৫ (টিএল)	১১ লাখ টাকা

উক্ত সুবিধার প্রতিটির জন্য নথি আপনারা সম্পাদন করেছেন :

ক্রম নং	সুবিধার ধরন	নথির প্রকৃতি (সর্বশেষ)
১. ২.	অবাধ ক্যাশ ক্রেডিট **(এ/সি নং ৬৪৫৫৬১২৫১৫)** এইচবিএল-৯০২৭২৮৬৯৪, ৭০০৯২৭৩২৫	১. ডিমান্ড প্রমিসারি নোট ২. অস্থাবর দায়বদ্ধতা/ প্রস্তাব এর জন্য সাধারণ পত্র ৩. স্বত্ব দলিল বন্ধক দাখিলের নিশ্চিতকরণের অতিরিক্ত পত্র ৪. মেয়াদি ঋণ চুক্তি ৫. জামিন ইত্যাদির চুক্তি

উক্ত ঋণ পরিশোধের বিষয়ে ৩য়জন (ওসিসি ক্রেডিট সুবিধার জন্য) এবং ৬ষ্ঠজন (এইচবিএল এর জন্য) জামিন চুক্তি সম্পাদন করেছেন। উক্ত ঋণের পরিশোধ নিম্নোক্ত তপশিল -এ অনুযায়ী বসবাসের সম্পত্তি জামিন বন্ধক দেওয়া হয়েছে।

একাধিকবার সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনারা প্রত্যেকে যারা যৌথভাবে এবং বিভিন্নভাবে দায়বদ্ধ ব্যর্থ হয়েছেন এবং বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে খেলাপি করেছেন। ঋণ অ্যাকাউন্ট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে ৩১.০৩.২০২১ তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (পুনর্গঠন ব্যর্থ হওয়ায়) ইস্যুকৃত সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস নির্দেশিকা/নির্দেশ অনুযায়ী ।

আপনাদের দ্বারা বকেয়া পরিমাণ **১,৩৫,৯৪,৬৭২.০০ টাকা আদায়যোগ্য ০৯.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (এক কোটি পঁত্রিশ লাখ চুরানব্বই হাজার ছয়শো বাহাত্তর টাকা) ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী** উক্ত পরিমাণ সঙ্গে পরবর্তী সুদ যুক্ত হবে চুক্তিমতো হারে ১০.১১.২০২৫ তারিখ থেকে এবং অন্যান্য শুল্ক সম্পূর্ণ আদায় হওয়া পর্যন্ত। ও/এস এর বিস্তারিত ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী নিম্নোক্ত মতে : -

ক্রম নং	সুবিধার ধরন	বকেয়া পরিমাণ (টাকা) ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী	এমওআই(টাকা) ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী	এমএলই/এমওএক্স (টাকা) ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী	মোট ও/এস ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী (রাউন্ডেড অফ) আইএনআর
১.	**অবাধ ক্যাশ ক্রেডিট (এ/সি নং ৬১৮৩০৭৭০৭২)**	৫০,০০,৪৫৬.৪৬	৭৩,৫৫,১৪৫.৫৭২	৭৩১২.০০	১,২৩,৬২,৯১৪.০০
২.	৯০২৭২৮৬৯৪	১,৭৫,০১৬.৪৩	১,০১,৫১৬.০১৭		২,৭৬,৫৩২.০০
৩.	৭০০৯২৭৩২৫	৬,১৩,৭২১.৬৪	৩,৪১,৫০৩.৫৭		৯,৫৫,২২৬.০০
	মোট	৫৭,৮৯,১৯৪.৫৩	৭৭,৯৮,১৬৫.১৬	৭৩১২.০০	১,৩৫,৯৪,৬৭২.০০

-২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট মেয়াদি ঋণগ্রহীতা অথাৎ যেকোনও ব্যক্তি ব্যাঙ্ক কর্তৃক আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছেন বা যিনি কোনও জামিন বা বন্ধক দিয়েছেন/দায়বদ্ধ করেছেন জামিন হিসেবে উক্ত আর্থিক সহায়তা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদানের জন্য।
সুতরাং, সংশ্লিষ্ট আপনারা সকলে এবং প্রত্যেককে এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ **১,৩৫,৯৪,৬৭২.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ চুরানব্বই হাজার ছয়শত বাহাত্তর টাকা) ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী** এবং অন্যান্য শুল্ক এবং সুদ ১০.১১.২০২৫ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এই নোটিশ পাওয়ার পর ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ এর জন্য ধারা ১৩(২) অধীনে নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে , ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্স অধীনে অধিকার প্রয়োগে ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে সংশ্লিষ্ট সকল তপশিল অনুযায়ী জামিন সম্পদ বিষয়ে।
এই নোটিশের ৬০ দিন অতিক্রান্তে আপনারা দাবি আদায়ে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক উক্ত আইন অধীনে দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ (নিম্নোক্ত তপশিল অনুযায়ী প্রদত্ত) বিক্রয়, লিজ বা অন্যভাবে , হস্তান্তর করা যাবে না এই নোটিশ তারিখের পর ব্যাঙ্কের আগাম লিখিত অনুমোদন ব্যতীত।
উল্লেখবাহুল্য যে নোটিশ আপনাদের দেওয়া হয়েছে কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীত ব্যাঙ্কের বিকল্প সমাধানের জন্য। অনুগ্রহ করে অবগত হোন এই নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে ব্যাঙ্কের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীত বর্তমানে ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালত এর ডিআরটি/আরও সমীপে মামলা অমীমাংসিত থাকার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং নির্দেশ/ডিক্রি পাওয়ার পর তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য।
আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) সংস্থান অধীনে এবং সংশ্লিষ্ট রুলস অধীনে আপনাদের জামিন সম্পদ উদ্ধারের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করছি।
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার হিসেবে এই নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট ধারা ১৩ অধীনে অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে।
তপশিল
সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে জামিনদত্ত :
দায়বদ্ধ সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অস্থাবর সম্পদ , কাঁচা মালের মজুতএবং বুক ডেটস ব্যবসার জন্য অধিগৃহীত।
বন্ধকদত্ত সম্পদ (তপশিল এ) :-
স্বত্ব ধারী : শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায়
জমির এরিয়া : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি পরিমাপ ৯৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একতলায় এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ অংশ এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা সংযুক্ত ভোগ দখলের অধিকার সহ অবস্থিত ২ কাঠা ০৪ বর্গফুট জমি অবস্থিত হাল (আরএস) দাগ নং ১৫০১, জেএল ১৬, তৌজি নং ৩০২৭, আরএস খতিয়ান নং ৫০,মৌজা জ্যাঙ্গরা, ওয়ার্ড নং ৯, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা, থানা এবং এডিএসআর রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা।
দলিলের বিস্তারিত : দলিল নং ১/৮৩৮২-২০০৮ সালের।
স্বত্ব অধিকারী : শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায় এবং সঞ্চিতা সরকার (রায়)
জমির এরিয়া : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্প্রসারণ ফ্ল্যাটের নং ১ , ২য়তলে, ব্লক সি, পরিমাপ ১৪৩৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১২১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একতলায় শ্রেয়া রেসিডেন্সি,ব্লক সি, পুরসভা প্রেমিসেস নং জিএফ-১৯/২ নবপল্লি , (পুরসভা হোল্ডিং নং আরজিএম ৮/এ/এএস/২৩১/১১/২০০৪ নবপল্লি), পো জ্যাঙ্গরা, থানা রাজারহাট, ওয়ার্ড নং ৮, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।
দলিলের বিস্তারিত : দলিল নং ১/৮৮২৩-২০০৮ সালের
** পূর্বের দাবি নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে ইস্যুকৃত প্রত্যাহার হল।

তারিখ : ১১.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের ভুমশোর গ্রামে এসআইআর এর আতঙ্কে আত্মঘাতী এক মহিলা। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃতার মহিলার নাম মুস্তরা খাতুন কাজি (৪০)। গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পরিবারের দাবি।

তারা জানিয়েছেন, বাড়িতে মহিলা একাই থাকতেন। শুক্রবার তিনি এসআইআর ফর্ম জমা করেছিলেন। তাঁর নাম ২০০২ সালের তালিকায় রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। তবুও তিনি ভয়ে ছিলেন যদি তাঁর নম্বর যায় আর লক্ষ্মীর ভান্ডার যদি বন্ধ হয়ে যায়। এই ভয়ে তিনি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর সংক্রান্ত চাপ ও মানসিক অশান্তির কারণেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিহতের দিদির দাবি, বাড়িতে বোন একাই থাকতেন। এসআইআর নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তাঁরা চিন্তা না-করার জন্য বারণ করলেও শেষমেশ ভয়ে আত্মঘাতী হন। ভাতার বিধানসভার বিধায়ক মান গোবিন্দ অধিকারীর দাবি, রাজ্যে একটার পর একটা মৃত্যু শুধুমাত্র এসআইআরের কারণেই। সমস্ত দায় কেন্দ্র সরকার ও নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে।

যদিও বিজেপি নেতা সৌমেন কার্ফার দাবি, রাজ্যে কোথাও মৃত্যু হলে তৃণমূল সেই মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি শুরু করে দিচ্ছে। মহিলার মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক, তারা ওই মহিলার ও তাঁর পরিবারের পাশে আছেন বলে জানিয়েছেন।

পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়, শান্তনুকে কটাক্ষ সুজিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: শান্তনু ঠাকুরের মন্তব্যের পাল্টা জবাব রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর। শান্তনু প্রসঙ্গে তার কটাক্ষ ‘পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়’। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ ব্লকের বাসন্তী তলায় ভোট সুরক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে এসে এমনই মন্তব্য করেন।

কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁ সংসদ শান্তনু ঠাকুর বলেছেন ৪ ডিসেম্বর শেষ হলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ডিটেনশন ক্যাম্পে যাবে। তৃণমূল বাঁচাতে পারবে না। তার এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক শুরু হয়েছে, পাশাপাশি বেড়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। শান্তনুর সেই মন্তব্য তীব্র ভাষায় খন্ডন করে রানাঘাট, বনগাঁ ও বসিরহাট তিন কেন্দ্রের ওয়ার রুমের দায়িত্ব পাওয়া দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।

এদিন তিনি হাসনাবাদ ব্লকের সভাপতি আনন্দ সরকার নেতৃত্বে বাসন্তী তলায় যে ভোট সুরক্ষা কেন্দ্র হয়েছে সেখানে পরিদর্শনের পর বলেন, শান্তনুর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, ভুলভাল কথা বলছেন, এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার আছে। আপনারা ভরসা রাখুন। পাশাপাশি মতুয়াদের প্রসঙ্গে বলন মমতা সরকার মতুয়াদের উন্নয়নের সর্বস্ব করেছেন আর শান্তনু ঠাকুরের বিজেপি বারবার অবৈধ অনুপ্রবেশের কথা বলছেন। সীমান্ত নজরদারি বিএসএফ দায়, যা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে এর দায় কেন্দ্র সরকারের, এ কথা উনি ভুলে গিয়েছেন তাই ভুলভাল বলছেন। ২০২৬-এর নির্বাচনে বিধানসভার ফের চারবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই হবেন। সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। এসআইআর নিয়ে যেভাবে চক্রান্ত করছে তা বাংলার মানুষ রুখে দেবে।

বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমানের ৫ নং ওয়ার্ডের আলুডাঙা এলাকা থেকে প্রায় ৫২ টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার। ৫নং ওয়ার্ডের আলুডাঙা এলাকা থেকে হঠাৎই উদ্ধার হল বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গিয়েছে, মুন্সি পুকুরের ধারে একটি বস্তা পরে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী। অনুমান করেন তাতে সাপ বা অন্য কিছু থাকতে পারে। নড়াচড়া করতে দেখে তাই তারা ভয়ে কেউই সামনে যাননি প্রথমে। তারপরে কিছুজন কাছে গিয়ে দেখেন বস্তার ভিতরে অনেকগুলি কচ্ছপ পরে রয়েছে। তারপরেই তারা সঙ্গে সঙ্গে বন দপ্তরে খবর দেন। সেখান থেকে বনকর্মীরা পৌঁছে বস্তা ভর্তি প্রায় ৫২টি কচ্ছপ উদ্ধার করে নিয়ে যান। অবশেষে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয় কচ্ছপ গুলি। এত গুলো কচ্ছপ ওই এলাকায় এইভাবে আসে সেই বিষয়ে কেউ কিছুই জানাতে পারেননি। তবে অনেকের অনুমান, হয়ত কেউ কচ্ছপ গুলি পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় কেউ দেখে ফেলায় পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে চলে যায়। কে কারা এই ধরনের কাজ করেছেন সেই বিষয়ে জানা যায় নি।পুরো বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। তবে জানা গিয়েছে, ৫২টি কচ্ছপের মধ্যে কিছু কচ্ছপ মারা গিয়েছে।বাকি কচ্ছপ উদ্ধার করে নিয়ে যায় বন দপ্তর।

শীতের শুরুতে খেজুর গুড়ের গন্ধে মজেছে শিল্পাঞ্চল

কমেছে উৎপাদন, বেড়েছে চাহিদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শীতের শুরুতে শিল্পাঞ্চলে খেজুর গুড়ের মিষ্টি গন্ধে উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছে। গাছিরা খেজুর গাছ পরিষ্কার করে রস সংগ্রহের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যা থেকে তৈরি হবে সুস্বাদু ঝোলা ও পাটালি গুড়। এই সময় গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলেই গুড়ের চাহিদা বাড়ে এবং শীতের ঐতিহ্যবাহী এই সামগ্রীর জন্য ব্যস্ততা দেখা যায়।

বহুবছর ধরে শিল্পাঞ্চল জামুড়িয়ায় খেজুর গুড় উৎপাদন করতে শীতের সময়ে উপস্থিত হন শিউলিরা। সাত সকালে জামুরিয়ার বিভিন্ন গ্রাম্য এলাকায় গেলে দেখতে পাবেন গ্রামের শেষ প্রান্তে কিংবা গ্রামের শুরুর দিকে খেজুর পাতা এবং তাল পাতার তাবু, সেই তাবু গুলিতে আর অন্য কেউ নয় থাকেন ভিন জেলার শিউলিরা। যারা এই শীতের সময়েই উপস্থিত হয় এই এলাকায়। তবে দিন দিন কংক্রিটের জঙ্গল বৃদ্ধি পাওয়ায় খেজুর গাছ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। যার ফলস্বরূপ গুড়ের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে এমনই বক্তব্য অধিকাংশ খেজুর গুড় উৎপাদনকারীদের।

তবে কী ভাবে এই খেজুর গুড় তৈরি হয় সে সম্পর্কে এক খেজুর গুড় নির্মাতা জানান, ‘প্রাথমিক ভাবে শীতের মরসুম শুরু হতেই আমরা উপস্থিত হই জামুড়িয়ার বিভিন্ন এলাকায়, গ্রামের এক প্রান্তে তাঁবু তৈরি করে বেশ কয়েক মাস সেখানেই আমরা আমাদের সংসার পাতি। বেশ কয়েকদিন ধরে আশেপাশের কয়েকশো খেজুর গাছ পরিষ্কার করার প্রস্তুতি চলে। পরবর্তীতে যেই শীতের আমেজ একটু বেশি পড়ে সে সময় খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হয়। বিকেলের দিকে মাটির হাঁড়ি কিংবা প্লাস্টিকের কলসি টাঙিয়ে রাখা হয় খেজুর গাছে, সারারাত সেই কলসির মধ্যে খেজুর গাছের রস সংগৃহীত হয় এবং সাত সকালে সে রস আনা হয় আমাদের ভাটিতে, পরবর্তীতে সংগৃহীত রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হয়, যেমন - ঝোলা গুড়, দানাগুড় এবং পাটালি গুড়। সেই গুড় তৈরি হয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় বাজার এমনকি গ্রামে গ্রামে আমরা ফেরি করে বিক্রি করতে চলে যাই। এভাবেই আমরা দীর্ঘ বছর ধরে খেজুর গুড় তৈরি করছি।’

তবে আক্ষেপের সুরে তারা এও জানান যে, ‘আমাদের বয়স বাড়ছে, আর হাতেগোনা কয়েকটা বছর আমরা এই কাজ করতে পারব। তারপরে আস্তে আস্তে প্রকৃত খেজুর গুড়ের উৎপাদন কমে যাবে। কেননা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ অনেকাংশেই কম।’

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শিল্পবান্ধব পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্পোন্নয়ন ও পরিকাঠামো বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। শনিবার পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর মহকুমাশাসকের দপ্তরে জেলাশাসক শ্রী কোন্থাম সুধীর, আইএএসের নেতৃত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি সংস্কার), রঘুনাথপুর মহকুমাশাসক, ভূমি দপ্তরের আধিকারিকগণ এবং শিল্পোদ্যোগী প্রতিনিধিরা।

বৈঠকে সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প ‘জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী’তে শিল্পবিনিয়োগ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং স্থানীয় মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি, সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফরম নং ৩
[রেগুলেশন-১৩(১)(এ) দেখুন]

ডেটস্ রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার বিল্ডিং,২য় মাইল, সেভক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ
কেস নং , ওএ/১৫৮/২০২৫

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫-এর সাব-রুল (২এ) সহ পঠিত অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে সমন।

ইএক্সএইচ. নং ১৫৩৩

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
-বনাম-
শ্রীমতী সঞ্জু রায়

প্রতি,
(১) **শ্রীমতী সঞ্জু রায়,** স্বামী নিখিল চন্দ্র রায়, গ্রাম ও পোঃ - মিয়াপুর, পোঃ - ঘোড়শালা, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ২২১। এবং এছাড়াও- সাহাজাদপুর, পোঃ- তেঘরী, তেঘরী সিটি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ২২১।
(২) **শ্রী নিখিল চন্দ্র রায়,** পিতা সুরেশ চন্দ্র রায়, সাহাজাদপুর, পোঃ- সম্মতিনগর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ২২১।

যেহেতু, **ওএ/১৫৮/২০২৫ গত ১৯.০৯.২০২৫** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার / রেজিস্ট্রার-এর সামনে তালিকাভুক্ত ছিল।

যেহেতু এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আপনার বিপক্ষে দায়ের করা উক্ত অ্যাপ্লিকেশন (ওএ)-এর উপর অ্যাক্টের সেকশন ১৯(৪) অনুসারে সমন/নোটিশ জারি করতে সম্মত হয়েছেন, যা **৪৫,৬৬,৩৪৮.০০ টাকা** ঋণের পুনরুদ্ধার এর জন্য (অ্যাপ্লিকেশন সাথে নথিপত্রের অনুলিপি ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে)।

অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর উপ-সেকশন (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে, নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে-
১) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে যে কেন প্রার্থিত প্রতিকার মঞ্জুর করা হবে না;
২) মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে আবেদনকারী কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সম্পত্তি ও সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে;
৩) সম্পত্তি সংযুক্তির জন্য আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে প্রকাশ করা সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্য কোনো সম্পদ ও সম্পত্তির সাথে লেনদেন বা নিষ্পত্তি করা থেকে আপনারা বিরত থাকবেন;
৪) ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমতি ব্যতীত বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে, সাধারণ ব্যবসার গতিপথ ব্যতীত অন্যভাবে, যে কোনো সম্পদ যার উপর নিরাপত্তা স্বার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং/অথবা মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে নির্দিষ্ট বা প্রকাশিত অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি আপনারা হস্তান্তর করতে পারবেন না;
৫) সাধারণ ব্যবসার গতিপথে সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থের হিসাব দিতে আপনারা বাধ্য থাকবেন এবং সেই সম্পদগুলির উপর নিরাপত্তা স্বার্থ ধারণকারী ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে রাখা অ্যাকাউন্টে সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা করতে বাধ্য থাকবেন।

আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আবেদনকারীকে এক কপি সরবরাহ করে লিখিত বিবৃতি দাখিল করুন এবং **আগামী ১৬.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় রেজিস্ট্রারের সামনে** উপস্থিত থাকুন, অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদনটির শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই ট্রাইব্যুনালের সীল মোহর সহ এই ১৪.১১.২০২৫ তারিখে প্রদান করা হলো ।

স্বা/- সহকারী রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন-১৩(১)(এ) দেখুন]

ডেটস্ রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার বিল্ডিং,২য় মাইল, সেভক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ
কেস নং , ওএ/১৪৩/২০২৫

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫-এর সাব-রুল (২এ) সহ পঠিত অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে সমন।

ইএক্সএইচ. নং ১৫২৮

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
-বনাম-
গণেশ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী নুরুল হাসান

প্রতি,
(১) **গণেশ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী নুরুল হাসান,** পিতা হানিফ শেখ, গ্রাম - ঢালারামপুর, পোঃ- মহেশাইল, থানা - সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ২০১। **এবং এছাড়া-** গ্রাম- মহেশাইল, পোঃ- মহেশাইল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ২০১।
(২) **নুরুল হাসান,** পিতা হানিফ শেখ, গ্রাম- ঢালারামপুর, পোঃ- মহেশাইল, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ২০১। **এবং আরও** গ্রাম- গরিবতলা, পোঃ- কদমতলা, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ২২১।
(৩) **আমিনা বিবি,** স্বামী প্রয়াত হানিফ শেখ, গ্রাম- ঢালারামপুর, পোঃ- মহেশাইল, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ২০১। **এবং আরও** গ্রাম- গরিবতলা, পোঃ- কদমতলা, থানা - সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ২২১।

যেহেতু, **ওএ/১৪৩/২০২৫ গত ১৮.০৯.২০২৫** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার / রেজিস্ট্রার-এর সামনে তালিকাভুক্ত ছিল। যেহেতু এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আপনার বিপক্ষে দায়ের করা উক্ত অ্যাপ্লিকেশন (ওএ)-এর উপর অ্যাক্টের ধারা ১৯(৪) অনুসারে সমন/নোটিশ জারি করতে সম্মত হয়েছেন, যা **৫৯,৮৮,১৮৪.০০ টাকা** ঋণের পুনরুদ্ধার এর জন্য (অ্যাপ্লিকেশন সাথে নথিপত্রের অনুলিপি ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে)।

অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর উপ-সেকশন (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে, নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে-
১) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে যে কেন প্রার্থিত প্রতিকার মঞ্জুর করা হবে না;
২) মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে আবেদনকারী কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সম্পত্তি ও সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে;
৩) সম্পত্তি সংযুক্তির জন্য আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে প্রকাশ করা সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্য কোনো সম্পদ ও সম্পত্তির সাথে লেনদেন বা নিষ্পত্তি করা থেকে আপনারা বিরত থাকবেন;
৪) ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমতি ব্যতীত বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে, সাধারণ ব্যবসার গতিপথ ব্যতীত অন্যভাবে, যে কোনো সম্পদ যার উপর নিরাপত্তা স্বার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং/অথবা মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে নির্দিষ্ট বা প্রকাশিত অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি আপনারা হস্তান্তর করতে পারবেন না;
৫) সাধারণ ব্যবসার গতিপথে সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থের হিসাব দিতে আপনারা বাধ্য থাকবেন এবং সেই সম্পদগুলির উপর নিরাপত্তা স্বার্থ ধারণকারী ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে রাখা অ্যাকাউন্টে সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা করতে বাধ্য থাকবেন।

আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আবেদনকারীকে এক কপি সরবরাহ করে লিখিত বিবৃতি দাখিল করুন এবং আগামী **১৫.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় রেজিস্ট্রারের সামনে** উপস্থিত থাকুন, অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদনটির শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই ট্রাইব্যুনালের সীল মোহর সহ এই ১৩.১১.২০২৫ তারিখে প্রদান করা হলো ।

স্বা/- সহকারী রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন-১৩(১)(এ) দেখুন]

ডেটস্ রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার বিল্ডিং,২য় মাইল, সেভক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ
কেস নং, ওএ/১৫৯/২০২৫

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫-এর সাব-রুল (২এ) সহ পঠিত অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে সমন।

ইএক্সএইচ. নং ১৫৩১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
-বনাম-
হাসমান মার্বেল সেন্টার

প্রতি,
(১) **হাসমান মার্বেল সেন্টার,** স্বত্বাধিকারী আমিনা বিবি, স্বামী প্রয়াত হানিফ শেখ, গ্রাম- ঢালারামপুর, পোঃ- মহেশাইল, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ২০১। **এবং এছাড়া-** গ্রাম- গরিবতলা, পোঃ- কদমতলা, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ২২১।
(২) **আমিনা বিবি,** স্বামী প্রয়াত হানিফ শেখ, গ্রাম - ভুবকি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ২০১। **এবং এছাড়া** গ্রাম - ঢালারামপুর, পোঃ - মহেশাইল, থানা - সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ২০১।
(৩) **নুরুল হাসান,** পিতা প্রয়াত হানিফ শেখ, গ্রাম- ঢালারামপুর, পোঃ- মহেশাইল, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ২০১। এবং আরও গ্রাম- গরিবতলা, পোঃ- কদমতলা, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ২২১।
(৪) **আলিম শেখ,** পিতা প্রয়াত হানিফ শেখ, গ্রাম- ঢালারামপুর, পোঃ- মহেশাইল, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ২০১।
(৫) **ফারাহিন শেখ,** পিতা প্রয়াত হানিফ শেখ, গ্রাম- ঢালারামপুর, পোঃ- মহেশাইল, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ২০১।

যেহেতু, **ওএ/১৫৯/২০২৫ গত ১৯.০৯.২০২৫** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার / রেজিস্ট্রার-এর সামনে তালিকাভুক্ত ছিল। যেহেতু এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আপনার বিপক্ষে দায়ের করা উক্ত অ্যাপ্লিকেশন (ওএ)-এর উপর অ্যাক্টের ধারা ১৯(৪) অনুসারে সমন/নোটিশ জারি করতে সম্মত হয়েছেন, যা ৫৯,৯৪,৮১৩.০০ টাকা ঋণের পুনরুদ্ধার এর জন্য (অ্যাপ্লিকেশন সাথে নথিপত্রের অনুলিপি ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে)।

অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর উপ-সেকশন (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে, নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে-
১) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে যে কেন প্রার্থিত প্রতিকার মঞ্জুর করা হবে না;
২) মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে আবেদনকারী কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সম্পত্তি ও সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে;
৩) সম্পত্তি সংযুক্তির জন্য আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে প্রকাশ করা সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্য কোনো সম্পদ ও সম্পত্তির সাথে লেনদেন বা নিষ্পত্তি করা থেকে আপনারা বিরত থাকবেন;
৪) ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমতি ব্যতীত বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে, সাধারণ ব্যবসার গতিপথ ব্যতীত অন্যভাবে, যে কোনো সম্পদ যার উপর নিরাপত্তা স্বার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং/অথবা মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে নির্দিষ্ট বা প্রকাশিত অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি আপনারা হস্তান্তর করতে পারবেন না;
৫) সাধারণ ব্যবসার গতিপথে সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থের হিসাব দিতে আপনারা বাধ্য থাকবেন এবং সেই সম্পদগুলির উপর নিরাপত্তা স্বার্থ ধারণকারী ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে রাখা অ্যাকাউন্টে সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা করতে বাধ্য থাকবেন।

আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আবেদনকারীকে এক কপি সরবরাহ করে লিখিত বিবৃতি দাখিল করুন এবং **আগামী ১৬.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় রেজিস্ট্রারের সামনে** উপস্থিত থাকুন, অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদনটির শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই ট্রাইব্যুনালের সীল মোহর সহ এই ১৪.১১.২০২৫ তারিখে প্রদান করা হলো ।

স্বা/- সহকারী রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন-১৩(১)(এ) দেখুন]

ডেটস্ রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার বিল্ডিং,২য় মাইল, সেভক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ
কেস নং, ওএ/১৪৯/২০২৫

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫-এর সাব-রুল (২এ) সহ পঠিত অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে সমন।

ইএক্সএইচ. নং ১৫২৭

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
-বনাম-
মা অম্বিকা কনস্ট্রাকশন বিশ্বাস

প্রতি,
(১) **মা অম্বিকা কনস্ট্রাকশন বিশ্বাস,** প্রতিনিধিত্ব করেছেন **১। শ্রী সৌমেন বিশ্বাস এবং ২। শ্রী রাকেশ সরকার, ব্যবসা করছেন** গ্রাম- কাঁঠেরপাড়া, পোঃ- আহেরীপাড়া, থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ২২১।
(২) **শ্রী সৌমেন বিশ্বাস,** পিতা শিবনাথ বিশ্বাস, **মা অম্বিকা কনস্ট্রাকশন (একটি অংশীদারী ফার্ম)-এর অংশীদার,** ২৮ নং, গঙ্গাধর কবিরাজ লেন, পোঃ- খাগড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ১০৩-এর বাসিন্দা।
(৩) **শ্রী রাকেশ সরকার,** পিতা রঞ্জিত সরকার, **মা অম্বিকা কনস্ট্রাকশন (একটি অংশীদারী ফার্ম)-এর অংশীদার,** ৬২/১, কুমার দুর্গা নাথ লেন, সৈয়দাবাদ, পোঃ - খাগড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ১০৩-এর বাসিন্দা।
(৪) **শ্রী সুদীপ বিশ্বাস,** পিতা সৌমেন বিশ্বাস, **মা অম্বিকা কনস্ট্রাকশন-এর অংশীদার,** ২৮ নং, গঙ্গাধর কবিরাজ লেন, পোঃ- খাগড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ১০৩-এর বাসিন্দা।

যেহেতু, **ওএ/১৪৯/২০২৫ গত ১৮.০৯.২০২৫** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার / রেজিস্ট্রার-এর সামনে তালিকাভুক্ত ছিল। যেহেতু এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আপনার বিপক্ষে দায়ের করা উক্ত অ্যাপ্লিকেশন (ওএ)-এর উপর অ্যাক্টের ধারা ১৯(৪) অনুসারে সমন/নোটিশ জারি করতে সম্মত হয়েছেন, যা **৬৬,০২,৮৬৭.০০ টাকা** ঋণের পুনরুদ্ধার এর জন্য (অ্যাপ্লিকেশন সাথে নথিপত্রের অনুলিপি ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে)।

অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর উপ-সেকশন (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে, নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে-
১) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে যে কেন প্রার্থিত প্রতিকার মঞ্জুর করা হবে না;
২) মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে আবেদনকারী কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সম্পত্তি ও সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে;
৩) সম্পত্তি সংযুক্তির জন্য আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে প্রকাশ করা সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্য কোনো সম্পদ ও সম্পত্তির সাথে লেনদেন বা নিষ্পত্তি করা থেকে আপনারা বিরত থাকবেন;
৪) ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমতি ব্যতীত বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে, সাধারণ ব্যবসার গতিপথ ব্যতীত অন্যভাবে, যে কোনো সম্পদ যার উপর নিরাপত্তা স্বার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং/অথবা মূল অ্যাপ্লিকেশনের সিরিয়াল নম্বর ৩এ-এর অধীনে নির্দিষ্ট বা প্রকাশিত অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি আপনারা হস্তান্তর করতে পারবেন না;
৫) সাধারণ ব্যবসার গতিপথে সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থের হিসাব দিতে আপনারা বাধ্য থাকবেন এবং সেই সম্পদগুলির উপর নিরাপত্তা স্বার্থ ধারণকারী ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে রাখা অ্যাকাউন্টে সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা করতে বাধ্য থাকবেন।

আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আবেদনকারীকে এক কপি সরবরাহ করে লিখিত বিবৃতি দাখিল করুন এবং আগামী **১৫.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় রেজিস্ট্রারের সামনে** উপস্থিত থাকুন, অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদনটির শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে।

আমার স্বাক্ষর ও এই ট্রাইব্যুনালের সীল মোহর সহ এই ১৩.১১.২০২৫ তারিখে প্রদান করা হলো ।

স্বা/- সহকারী রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি

ইন্ডিয়ান বৈঁক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ নং, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে বিক্রয় নোটিশ

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার প্রতীকী দখল ভারতীয় ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, ১৯.১২.২০২৫ তারিখে সকাল **১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত “যেখানে যেমন আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “যেমন অবস্থায় আছে”** বিক্রি করা হবে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত পরিমাণ আদায়ের জন্য, ভারতীয় ব্যাংক, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল।

ঋণগ্রহীতার নাম, অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরণ খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১. **মেসার্স জেন এক্স জিনস (স্বত্বাধিকারী সংস্থা)** ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : চাট্টা কালিকাপুর, রাইপুর, থানা মহেশতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪১। ২. **শ্রী শবীর আলি মোল্লা (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : চাট্টা কালিকাপুর, রাইপুর, থানা মহেশতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪১। ৩. **শ্রী সাদিক আলি মোল্লা (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : চাট্টা কালিকাপুর, রাইপুর, থানা মহেশতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪১। ৪. **শ্রী সুবিদ আলি মোল্লা (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : চাট্টা কালিকাপুর, রাইপুর, থানা মহেশতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪১। **অ্যাকাউন্ট নং : ৫০৪৮১২২৮৫২৭, ৫০৫১৯৮৫৮১৭৪, ৫৮০০৪৮০৬৯৪৭।** **শাখা : আলিপুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ৪ কাঠা ২ ছটাক এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন বা অংশ মৌজা : চাট্টা কালিকাপুর, এলআর দাগ নং ৯৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৭৪৮৯, জেএল নং ২২, থানা কালীতলা অসুতি (পূর্বতন মহেশতলা), দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** মোহিদ মোল্লা এবং অন্যান্যর জমি; **দক্ষিণে :** ৮ ফুট চওড়া চলার পথ; **পূর্বে :** ৪ ফুট সাধারণ চলার পথ এবং পরে জসিমুদ্দিন মোল্লার জমি; **পশ্চিমে :** নজরুল পৈলানের জমি।	ক) প্রতীকী দখলীকৃত খ) জানা নেই গ) ৫৭,৩৬,০০০.০০ টাকা ঘ) ৫,৭৩,৬০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50481228527 ছ) **১,০৫,১৬,৯১৮.০০ টাকা** (এক কোটি পাঁচ লাখ ষোলো হাজার নশো আঠার টাকা) ৩১.০৩.২০২১ অনুযায়ী

পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০১.১২.২০২৫ থেকে ১৮.১২.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৯.১২.২০২৫, সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd এর ওয়েবসাইট (https://www.baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি- support.ebkray@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। PSB Alliance Pvt. Ltd এর সাথে নিবন্ধনের স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে support.ebkray@psballiance.com এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com এ যান এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ এ যোগাযোগ করুন
https://www.baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩১৫২২৩

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৭.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

punjab national bank Together for the better

সার্কেল অফিস মুম্বই সিটি
ইউ বি আই টাওয়ার, ৭ম তল, ২৫, স্যার পি এম রোড
ফোর্ট, মুম্বই - ৪০০ ০০১
ইমেল : cs6041@pnb.co.in

সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসেরর রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্দ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/ প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	শাখার নাম/ অ্যাকাউন্ট নাম/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) ১৩(২) ধারা অধীনে বকেয়া পরিমাণ, সুদ এবং চার্জ সহ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/স্বত্ব/কার্যকরী	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	জামিনদত্ত বিনিয়োগকারীগণের জ্ঞানমতে দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
১.	এআরএমবি মুম্বই সিটি শ্রী রাজেশ চক্রবর্তী।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট দোতলায় পরিমাপ ১৩২০ বর্গফুট এবং ব্যালকনি পরিমাপ ৫৩ বর্গফুট এবং ঢাকা গ্যারাজ পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট একতলায় সহ কমবেশি। সম্পত্তি অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং এ/পি-১৪৭/বি, মেট্রোপলিটান কোঅপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি., ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা - ৭০০১০৫, থানা প্রগতি ময়দান,ওয়ার্ড নং ৫৭-কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন-৭০০১০৫।	ক) ০১.০৭.২০২৫ খ) ৮৯,৪৪,২২৪.৪৫ টাকা ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ গ) তারিখ : ২১.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ১,১২,৫৪,০০০ টাকা খ) ১১,২৫,৪০০ টাকা (৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১টা পর্যন্ত) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা	৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	জানা নেই

নিয়ম এবং শর্তাবলী
১. বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে
২. সম্পত্তিগুলি “যেখানে যেমন আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “যেমন অবস্থায় আছে” ভিত্তিতে বিক্রি করা হচে।
৩. উপরে তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোত্তম তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে, তবে অনুমোদিত কর্মকর্তা এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৪. বিক্রয়টি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে।
৫. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে www.baanknet.com এবং www.pnbindia.in দেখুন।
৬. যোগাযোগকারী ব্যক্তি শ্রী সুশীল কুমার - ৮৪২০১৯৪৬৭৪, শ্রী সুবীর পাল - ৭০০৩৭০৯৭১৫।
৭. উপরোক্ত যেকোনো আইপির জন্য দরদাতাকে নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্যের অতিরিক্ত উল্লেখিত ন্যূনতম বর্ধিত পরিমাণ যোগ করে দরপত্র জমা দিতে হবে।
দ্রষ্টব্য কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/যেকোনো আইপির যেকোনো আইনগত বকেয়া আইপির ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধ করা হবে, ব্যাংক কোনও ধরণের বকেয়া বহন করবে না। অতীত/বর্তমান/ভবিষ্যৎ।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ৩০.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান আঞ্চলিক দপ্তর
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর
জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, দূরভাষ নং ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট- IV-A [রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) -এর বিধান দ্রষ্টব্য]
অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) -এর বিধান সহ পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিকদের দ্বারা নেওয়া হয়েছে, নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাপ্য নীচে উল্লিখিত পরিমাণগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য ২৪/১২/২০২৫ তারিখে “যেমন আছে সেখানে” বিক্রি করা হবে, “যেমন আছে”, এবং “যা কিছু আছে” ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। রিজার্ভ মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা সহ শাখার নাম	সম্পত্তির বিবরণ	ক. সুরক্ষিত ঋণ/বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়) খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. মজুত মূল্য ২. অগ্রিম মূল্য জমা (ইএমডি) ৩. বিড বর্ধিত অঙ্ক
১.	**আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম: **দেবাশীষ নায়ক** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **শ্রী দেবাশীষ নায়ক এবং শ্রীমতী নমিতা বাউরি,** কেলেজোরা, আসানসোলের বাসিন্দা।	সম্পত্তিটি কেলেজোরা, থানা- বড়াবনি, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩৩৪ -এ অবস্থিত যার আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং- ৩২০৫, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৯৮২ (নতুন), এল.আর. খতিয়ান নং- ১১১৩ (পুরাতন), মৌজা - কেলেজোরা, জে.এল. নং-৪৬, থানা- বড়াবনি, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। **সম্পত্তিটি শ্রী দেবাশীষ নায়কের নামে রয়েছে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ-** পূর্ব - রাস্তা, পশ্চিম - পরিমল মণ্ডলের সম্পত্তি, উত্তর - অন্তরা সাধুর সম্পত্তি, দক্ষিণ - অন্যদের সম্পত্তি।	ক. ৩০.৩৬ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ১৪.০২.২০২৫ গ. ০৫.০৬.২০২৫	১. ১৫,১৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫১,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২.	**নবাবহাট শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম: **সনৎ কুমার মল্লিক** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:- শ্রী সনৎ কুমার মল্লিক** মিলিক পাড়া গ্রাম, বেলকাশ, বর্ধমানের বাসিন্দা	সম্পত্তিটি বেলকাশ, বেলকাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা- বাহেরপুর, জে.এল. নং- ২২, এল.আর. প্লট নং- ২০৫০, এল.আর. খতিয়ান নং- ৮৮২, পোঃ - বেলকাশ, থানা- বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০২-এ অবস্থিত। **উক্ত সম্পত্তিটি সনৎ কুমার মল্লিকের নামে রয়েছে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ-** পূর্ব - ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম - ভোলানাথ মল্লিকের খালি জমি, উত্তর - শ্রীমন্ত মল্লিকের ভবনের জমি, দক্ষিণ - ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ ও নারায়ণ মল্লিকের খালি জমি।	ক. ১২.২১ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ১৬.০৪.২০২৪ গ. ০৪.০৭.২০২৪	১. ৯,০৯,০০০.০০ টাকা ২. ৯০,৯০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	**বর্ধমান শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শ্রী গোপাল বিশ্বাস** **ঋণগ্রহীতার নাম:-** **শ্রী গোপাল বিশ্বাস** পিতা - প্রয়াত রামলাল বিশ্বাস দক্ষিণা, উলরাউলরা, দলুইবাজার, মেমারি, বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৫১	**তৈরি এবং মডেল :** হুন্ডাই আই১০ স্পোর্টজ **রেজিস্ট্রেশন নং :** WB-42AJ-4937 **রেজিস্ট্রেশনের তারিখ :** ১৩.০১.২০১৭ **ইঞ্জিন নং :** G4HGGM954657 **চেসিস নং :** MALAM51BLGM700803 **জ্বালানির ধরন :** পেট্রোল **বর্ষ :** ২০১৭	ক. ২.৬১ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।	১. ১,০৭,০০০.০০ টাকা ২. ১০,৭০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী:
(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল “অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং” প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় **২৪.১২.২০২৫ বেলা ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৩.১২.২০২৫ তারিখ (বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত)** পর্যন্ত দেখতে পারেন।
(৩) আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল **https://BAANKNET.com** -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন এবং ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। **সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন ব্যক্তি ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭)-এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ “**যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**”, “**যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে**” এবং “**কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে**” বিক্রি হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা তাঁদের ডাক দাখিলের পূর্বে নিলানের প্রদত্ত সম্পত্তির ঝঞ্ঝাট ও স্বত্ব এবং সম্পত্তিতে প্রভাব ফেলে এমন দাবি/স্বত্ব/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব খোঁজখবর নেবেন। অনুমোদিত অফিসার/জামিনযুক্ত উত্তমর্ণরা যে-কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/স্বত্ব/বকেয়ার জন্য কোনওভাবেই দায়ী হবেন না।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৪.১২.২০২৫** তারিখ বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ডাক গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সামিল করে ডাক অর্থে ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে;বিক্রয় অসম্পূর্ণ/বিফল হলে ইএমডি ফেরতযোগ্য নয়। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে তার ডাক দেওয়ার আইনগত যোগ্যতা সাপেক্ষে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সফল ডাকদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।
(৯) ডাক/ক্রয় অর্থে অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় সুনিশ্চিত করার অথবা অনুমোদিত অফিসারের একক সিদ্ধান্তে লিখিতভাবে সম্মতিক্রমে ও ওইরূপ সম্প্রসারিত সময়কালে ব্যাঙ্কের কার্যকালে **১৫ দিনের** মধ্যে আদায় দিতে হবে। সফল ডাকদাতা কোনও কারণে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হলে ডাকদাতার ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর স্বাধীনতা থাকবে নিলাম বাতিল করার ও নতুন নিলাম পরিচালনার।
(১০) গোটা বিক্রয় পর্ব মিটে যাওয়ার পর অনুমোদিত অফিসার ডাকদাতা বা তাঁর নমিনি বা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে যুগ্মভাবে ডাকদাতার নামে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং বিক্রি প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করবেন এবং আর কোনও দাবি গ্রাহ্য করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের প্রতি অগ্রিম ২০০২ সালের দ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) অধীন পনের (১৫) দিনের নোটিসও।

তারিখ: ২৯.১১.২০২৫
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মহারাষ্ট্রে আত্মসমর্পণ কম্যান্ডার অনন্ত-সহ ১১ জন মাওবাদীর

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর: গড়চিরৌলীর পরে এ বার গোন্ডিয়া জেলা। মাওবাদী দমনে আবার বড় মাপের সাফল্য পেল মহারাষ্ট্র পুলিশ। শনিবার অস্ত্র ও বিস্ফোরক-সহ আত্মসমর্পণ করলেন ১১ জন মাওবাদী নেতা-কর্মী। তাঁদের মাথায় মোট দাম ছিল ৮৯ লক্ষ টাকা।

পুলিশ জানিয়েছে, আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে রয়েছেন পিএলজিএ-র প্রথম সারির কমান্ডার বিনোদ সায়ানা ওরফে অনন্ত। তাঁর মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। গত ১৪ অক্টোবর ৬০ জন সহযোদ্ধাকে নিয়ে মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলীতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন দেড় দশক আগে নিহত মাওবাদী নেতা মাল্লোজুলা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষেণজির ভাই মাল্লোজুলা বেণুগোপাল রাও। শনিবার আত্মসমর্পণকারী অনন্ত তাঁরই ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

পুলিশ জানিয়েছে, আত্মসমর্পণকারীরা প্রত্যেকেই নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-র সশস্ত্র শাখা পিএলজিএ (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-র 'দারেকাসা দলমে'র সদস্য। মহারাষ্ট্র পুলিশের ডিআইজি (গড়চিরৌলী রেঞ্জ) অঙ্কিত গোয়েল শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে হাজির করেন আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের।

৪০ বছরের অনন্তের নেতৃত্বে 'দারেকাসা দলম' গত কয়েক বছরে মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চল এবং তার লাগোয়া ছত্তিশগড়ের অবুঝমাড়ের জঙ্গলে নিরাপত্তাবাহিনীর উপর একের পর এক হামলা চালিয়েছে বলে অঙ্কিতের দাবি।

গাড়ি-ঋণ প্রতারণার অভিযোগে পুণের ১২ ঠিকানায় অভিযান ইডির

পুণে, ২৯ নভেম্বর: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে গাড়ির জন্য লাখ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠল মহারাষ্ট্রের পুণেতে। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতারকদের বাড়ি এবং অফিস মিলিয়ে মোট ১২টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর বিলাসবহুল গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

জানা গিয়েছে, সিবিআই এবং দুর্নীতিদমন শাখা এই ঘটনায় কয়েকটি এফআইআর দায়ের করে। দুই তদন্তকারী সংস্থার পর ইডিও আলাদা ভাবে তদন্ত শুরু করে। দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে প্রাক্তন ম্যানেজার অমর কুলকার্নির বিরুদ্ধে। তিনি ২০১৭-১৯ পর্যন্ত পুণের ইউনিভার্সিটি রোডের স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। অভিযোগ, নিজের ক্ষমতা এবং পদকে কাজে লাগিয়ে বেশ কয়েক জন অবৈধ ভাবে গাড়ির জন্য ঋণ পাইয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ভুয়ো নথি পাশ করিয়েছিলেন তিনিই। এমনও অভিযোগ রয়েছে। আর তার ভিত্তিতে একের পর এক গাড়ির ঋণ অনুমোদন করেছেন। তদন্তে নেমে সেই প্রতারকদের হদিস পান তদন্তকারীরা। তার পরই পুণের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, কয়েক লক্ষ টাকা দামের বিলাসবহুল গাড়ি কেনার জন্য নথি জাল করে পুণের একটি স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া হয়। বিষয়টি ইডির নজরে আনা হয়। অভিযোগ পেয়ে মুম্বইয়ে ইডির আঞ্চলিক দপ্তর থেকে তদন্তকারীদের বেশ কয়েকটি দল ২৫ নভেম্বর থেকে অভিযানে নামে। স্টেট ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ম্যানেজারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ওঠে। তাঁরও বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি চালায় ইডি।

'দ্বন্দ্ব নেই, আমরা ঐক্যবদ্ধ', ঘোষণা শিব-সিদ্দারামাইয়ার

বেঙ্গালুরু, ২৯ নভেম্বর: শনিবার সকালে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট টেবিলে দেখা গিয়েছে দক্ষিণের দুই বিবাদমান কংগ্রেস নেতা ডিকে শিবকুমার এবং সিদ্দারামাইয়াকে। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে কংগ্রেস।

শনিবার জলখাবারের টেবিলে আলোচনার পরে বিবৃতি দিয়েছে দুই নেতা। সেখানে সিদ্দারামাইয়া এবং শিবকুমার দু'জনেই যাবতীয় দ্বন্দ্ব উড়িয়ে একতার কথা জানান। সিদ্দারামাইয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দেন ডিকে শিবকুমার। পাশাপাশি হাই কম্যান্ডের নির্দেশই মান্যতা পাবে বলেও জানিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর সুরেই তিনি বলেন, 'রাজ্যে কে নেতৃত্ব দেবে এই বিষয়ে হাই কম্যান্ডের নির্দেশ মেনে চলব। আমরা দলের বিশ্বস্ত সৈনিক। জানি যে দেশ খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যেই লড়তে হচ্ছে দলকে। এই সময়ে কর্নাটক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ২০২৮ সালে আমরাই ক্ষমতায় ফিরব। মল্লিকার্জুন খাড়্গে এবং রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে আগামী দিনেও চলব।'

দুই নেতার বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেন, 'আমাদের এজেন্ডা হল ২০২৮ নির্বাচন। এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। ২০২৮ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসকে ফের ক্ষমতায় আনা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা একসঙ্গে কাজ করব। আমাদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না।' কংগ্রেস হাই কম্যান্ডের নির্দেশ মতো চলবেন বলেও জানিয়ে দেন সিদ্দারামাইয়া। বিজেপির অনাস্থা প্রস্তাবের চ্যালেঞ্জের কথাও মুখ্যমন্ত্রী উড়িয়ে দেন।

শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেল 'ভারত কা শেয়ার বাজার'

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর: ১৪ দিন ধরে চলা ৪৪তম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে সেবি আয়োজিত 'ভারত কা শেয়ার বাজার' প্যাভিলিয়ন নিজেরে উপস্থিতি সাফল্যমণ্ডিতভাবে শেষ করেছে। প্যাভিলিয়নে সেবির সঙ্গে সমানতালে সহযোগিতা করেছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ, বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ, এমসিএক্স, এনএসডিএল, সিডিএসএল, সিএএম, কেফাইনটেক, এএমএফআই এবং এনআইএসএম। এবারের ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারের থিম ছিল 'এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত'। প্যাভিলিয়নে তুলে ধরা হয়েছে, 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষে একটি স্বচ্ছ ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সিকিউরিটিজ মার্কেট কিভাবে কাজ করে চলেছে। প্রতারণা এড়িয়ে কিভাবে সুরক্ষিত আর্থিক লেনদেন করা হয়, তা তুলে ধরে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কিভাবে সেবি কাজ করে চলেছে তাও প্রদর্শন করা হয়। এমনকি জনগণের কাছে সহজে পৌঁছনোর জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারও জিতে নিয়েছে 'ভারত কা শেয়ার বাজার' প্যাভিলিয়ন।

ইজরায়েলের নিশানায় এবার সিরিয়া, মৃত ১৩

জেরুজালেম, ২৯ নভেম্বর: দীর্ঘ লড়াইয়ের পর গাজায় শান্তির আভাস মিললেও, মধ্যপ্রাচ্যে এখনও কাটেনি মৃত্যুর কালো মেঘ। এবার ইজরায়েলের নিশানায় আর এক মুসলিম রাষ্ট্র সিরিয়া। শুক্রবার রাতভর দক্ষিণ সিরিয়ার একাধিক জায়গায় অভিযান চালায় ইজরায়েলের সেনা। বাশার আল-আসাদ সরকারের পতনের পর এই প্রথমবার এতবড় অভিযান চলল সিরিয়ায়। সেনা অভিযানে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাশার সরকারের পতনের পর সিরিয়ায় নয়া সরকার গঠিত হয়েছে। এরপর থেকে বহুবার সিরিয়ায় হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। এমনকী সিরিয়ার বাফার জোনেও নিজেদের সেনা মোতায়েন করেছে তারা। গোলন হাইটস ইতিমধ্যেই ইজরায়েলের দখলে এসেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ইজরায়েল সেনার মোকাবিলায় গ্রামবাসীরা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে লড়াইয়ে নামেন। যার জেরেই এতজনের মৃত্যু হয়েছে। ইজরায়েল সেনার দাবি, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ওই অঞ্চলে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এই অভিযান চালানো হয়েছে। ওই গ্রামে জামা ইসলামিয়া সংগঠনের একাধিক জঙ্গি লুকিয়ে ছিল তাদের গ্রেপ্তার করেছে ইজরায়েল সেনা। এই জঙ্গি সংগঠন হামাস ও হাউথিদের সঙ্গে মিলে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে বড়সড় হামলার ষড়যন্ত্র করছিল। ইজরায়েল সেনা আইডিএফ আরও জানিয়েছে, এই অভিযান চলাকালীন তাদের ৬ জওয়ান আহত হয়েছেন। এক জঙ্গির মৃত্যু ও একাধিক জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই এলাকায় এখনও সেনা মোতায়েন রাখা হয়েছে। সিরিয়ার নিউজ এজেন্সি সানার রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার রাতে দক্ষিণ সিরিয়ার একাধিক গ্রামে হামলা চালায় ইজরায়েলের সেনা।

ময়দান

১৮০ দিন পর 'ঘর ওয়াপসি' রো-কো জুটির !

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় ৬ মাস পর ঘরের মাটিতে খেলতে নেমেই নতুন রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের 'হিটম্যান' রোহিত শর্মা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০,০০০ রানের ঐতিহাসিক মাইলস্টোন ছোঁয়ার আর মাত্র ৯৮ রান দূরে তিনি। যদি এই লক্ষ্য ছুঁতে পারেন, তবে রোহিত হবেন চতুর্থ ভারতীয় ব্যাটার, শচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি এবং রাহুল দ্রাবিড়ের পর। ইতিমধ্যেই ক্রিকেটবিশ্বের চোখ রোহিতের দিকে, কারণ রাঁচিতে রবিবার শুরু হতে চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ, যেখানে ফিরছেন তিনি। রোহিতের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের যাত্রা ইতিমধ্যে সমৃদ্ধ। ৫০২টি ম্যাচে তাঁর মোট রান ১৯,৯০২। এর মধ্যে টেস্টে ৬৭ ম্যাচে ৪৩০১ রান, একদিনের আন্তর্জাতিকে ১১,৩৭০ রান এবং টি-২০ ফরম্যাটে ৪২৩১ রান। ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট থেকে অবসর নিলেও রোহিত এখনো একদিনের ক্রিকেটে সক্রিয়। চলতি বছর মে মাসে টেস্ট ক্রিকেট থেকেও বিদায় জানিয়েছেন তিনি। ফলে ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে এখন তাঁর ফোকাস শুধুই একদিনের ফরম্যাট। অস্ট্রেলিয়া সফরে অসাধারণ ফর্মে দেখা গেছে রোহিতকে। সিরিজের শেষ ম্যাচে অপরাজিত ১২১ রানের ইনিংসে

১৩টি চার ও ৩টি ছয়ে সাজানো তাঁর দুরন্ত ব্যাটিংয়ের দৌলতে ভারত ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয় করে। সেই ফর্মই দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে তাঁকে আরও আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে। রোহিতের পাশাপাশি ফিরছেন বিরাট কোহলি, দুই সুপারস্টারকে সামনে রেখে দলের প্রত্যাশাও আকাশছোঁয়া। টেস্ট সিরিজে লজ্জাজনক হারের পর এবার একদিনের সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য টিম ইন্ডিয়ার। তবে রোহিত-কোহলির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ক্রিকেটমহলে। দু'টি ফরম্যাট, টেস্ট এবং টি-২০ থেকে অবসর নেওয়ায় তাঁদের ম্যাচ ফিটনেস ও ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা তীব্র। সেই কারণেই বিসিসিআই নির্দেশিকা জারি করেছে, রোহিত ও কোহলিকে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলতে হবে, যাতে আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁদের প্রস্তুতি বজায় থাকে। ইতিমধ্যেই বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার জন্য এমসিএ-কে সম্মতি জানিয়েছেন রোহিত। কোহলি এখনও কোনও সিদ্ধান্ত জানাননি, তবে বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত তিনিও ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে বাধ্য হতে পারেন। আবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় টেস্ট সিরিজে ভরাডুবির প্রসঙ্গ উঠতেই মর্কেল জানিয়ে দিয়েছেন, প্রথম একাদশ নির্বাচনে তাঁর কোনও ভূমিকা থাকে না। প্রথম এক দিনের ম্যাচে ভারতের বোলিং আক্রমণ কেমন হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে মর্কেল বলেছেন, 'সত্যি বলতে, দল নির্বাচন বা এমন কিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকি না। এটা গম্ভীর, অধিনায়ক এবং নির্বাচকদের বিষয়। তাই এ নিয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ ২০২৫

চিলির বিপক্ষে ৭-০ গোলে জয় ভারতের, ক্ষুধা মিটল শ্রীজেশের

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর: ২০২৫ সালের এফআইএইচ পুরুষদের হকি জুনিয়র বিশ্বকাপে সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে চিলির বিরুদ্ধে ভারতের ৭-০ ব্যবধানে জয় স্বাগতিক দেশের শক্তি প্রদর্শন করেছে।

প্রথম কোয়ার্টারে ইন্ডিয়ান কোল্টসদের জালের পিছনে খুঁজে পেতে লড়াই করতে হয়েছিল, খেলায় আধিপত্য বিস্তার করা সত্ত্বেও এবং কেবল একটি পেনাল্টি কর্নার অর্জন করার পরেও বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করেছিল। 'যখন এরকম কিছু ঘটে, আমরা সবসময় তাদের বলি, একবার বৃত্তে ঢুকে পড়লে আরাম করো না, শুধু সেই ঘাতক মনোভাব খুঁজে বের কর। তুমি আসলে এটাই চাও, গোল করার জন্য তোমার সেই ধরণের ক্ষুধা থাকা দরকার। তারা তাদের খেলা উন্নত করেছে, তারা একটি সুযোগ তৈরি করেছে', ম্যাচের পরে শ্রীজেশ ব্যাখ্যা করেন।

কোলাহলপূর্ণ ঘরের দর্শকদের সামনে খেলতে গিয়ে, শ্রীজেশ শুরুর ভয় কাটিয়ে ওঠার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। 'দেখুন, যখন কোনও বড় টুর্নামেন্ট শুরু হয়, খেলোয়াড়রা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়। এটি ছিল সমস্যা শুরু করার মতো, কিন্তু যখন তারা জানতে পারে যে তারা ছন্দে আছে, তখন তারা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে আক্রমণ শুরু করে, সুযোগ তৈরি করে এবং অবশেষে গোল করে', কিংবদন্তি ভারতীয় গোলরক্ষক বলেন।

উয়েফা মহিলা নেশনস লিগের প্রথম ফাইনালে জার্মানি-স্পেন ম্যাচ গোলশূন্য

কায়সারস্লটার্ন, ২৯ নভেম্বর: শুক্রবার কাইজারস্লাউটার্নে উয়েফা মহিলা নেশনস লিগের ফাইনালের প্রথম লেগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেন জার্মানির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে, কারণ মঙ্গলবার মাদ্রিদে দ্বিতীয় লেগের আগে গোলরক্ষক ক্যাটা কল বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেছেন। খেলার বেশিরভাগ সময় জার্মানরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল, আর স্পেন গোল রক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রথমার্ধে চারটি স্পষ্ট সুযোগ পাওয়া ক্লারা বুহল জার্মানির জেডডিএফকে বলেন, 'আমরা অবিশ্বাস্য সাহসের সঙ্গে খেলেছি এবং আমরা গোল করতে না-পারায় তিক্ত বোধ করছি।' বায়ার্ন মিউনিখের এই ফরোয়ার্ড বলেছেন যে আগামী সপ্তাহের নির্ণায়ক ম্যাচের আগে তার দল পারফরম্যান্সে উজ্জীবিত। জার্মানি বিশ্বকাপ জয়ীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলে ম্যাচে নেমেছিল। কারণ, জার্মানি জুলাই মাসে সুইৎজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ইউরো ২০২৫ সেমিফাইনাল থেকে তাদের ছিটকে ফেলেছিল।

ইস্ট জোন অসমিতা ওয়েটলিফটিং লিগ

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত ইস্ট জোন অসমিতা ওয়েটলিফটিং লিগ ২০২৫ উপলক্ষে উপস্থিত ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েটলিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন রায় চৌধুরী, সহ সভাপতি রঞ্জিত ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক কৌশিক চন্দ্র ও বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব জহর দাস।

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২৬ শে নভেম্বর থেকে রবিবার পর্যন্ত ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত হচ্ছে ইস্ট জোন অসমিতা ওয়েটলিফ্টিং লিগ ২০২৫। যবে থেকে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব হয়েছেন চন্দন রায়চৌধুরী তবে থেকে ক্রিকেট ফুটবলের বাইরে গিয়ে অন্যান্য খেলাগুলোকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।তারই অঙ্গ হিসেবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন ।এই প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের সাফল্য চোখে পড়ার মত। যেভাবে রাজ্য ভারোত্তোলন অ্যাসোসিয়েশন ভিন রাজ্যের প্রতিযোগীদের থাকবার খাবার তার ঊর্ধ্বে সুস্থ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন তাতে খুশি সকলেই। শেষ দিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েটলিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন রায় চৌধুরী, সহ সভাপতি রঞ্জিত ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক কৌশিক চন্দ্র। এখানে যারা ভাল ফল করলেন তারা যোগ দেবেন জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায়।

e-Tender Notice

N.I.e-T. No. : 35/2025-26/APAS FUND vide Memo No. 3209/Bh-I Block, dated 19/11/2025, N.I.e-T. No. : 36/2025-26/APAS FUND vide Memo No. : 3828/Bh-I Block, dated 20/11/2025, and N.I.e-T. No. : 37/2025-26/APAS FUND vide Memo No. : 3295/Bh-I Block, dated 26/11/2025 has been published. Details of N.I.e-T: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer, Bharatpur-I B.D.O., Murshidabad

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Drains, C.C.Roads in different Wards within Bongaon Municipality Under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS)".

Tender reference: 218/BM/2025-26/APAS Date: 29.11.2025, 219/BM/2025-26/APAS Date: 29.11.2025, 220/BM/2025-26/APAS Date: 29.11.2025

1. Last date and time of receiving application for tender documents- **08.12.2025 Up to 12-00 PM.** 2. Last date and time of purchasing for tender documents- **10.12.2025 Up to 02-00 PM.** 3. Date, time and place for dropping of tender documents- **12.12.2025 Up to 02-00 PM.** 4. Date, time and place for Opening of tender document.- **12.12.2025 Up to 04-00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman/Executive Officer Bongaon Municipality.**

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/514/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 27.11.2025,
WBMAD/UM/515/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 27.11.2025,
WBMAD/UM/516/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 27.11.2025,
WBMAD/UM/614/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 27.11.2025,

(Installation of street light with MS-Tubular pole, & High Mast Lighting Tower with Octagonal Pole & Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025.) Details are available in the www.wbtender.gov.in

Sd/- Executive Officer, Uluberia Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work : Construction of drain from Nandalal Mahato's house to Samar Khan's house at Disposal Bastee, Ward No.-04 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/182(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_960959_1 • Est. Amt: Rs. 4,80,487.00

2) Name of the Work : Repairing of road from Shiv Mandir to Kesto Aich's house at Nagarjun Disposal Bastee, Ward No.-04 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/182(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_960959_2 • Est. Amt: Rs. 4,95,944.00

3) Name of the Work : Repairing of drain at Steel House Basti near Nichu Para within Ward No.-08
e-Tender No. : WBDMC/W/217(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_961139_1 • Est. Amt: Rs. 4,07,522.00

4) Name of the Work : Construction of Store Room with Barandha at ICDS Centre No.-4, Steel House Basti, Ward No.-08
e-Tender No. : WBDMC/W/217(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_961139_2 • Est. Amt: Rs. 2,91,419.00

5) Name of the Work : Construction of concrete road at Steel House Basti near Hanuman Mandir, Ward No.-08
e-Tender No. : WBDMC/W/217(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_961139_3 • Est. Amt: Rs. 2,89,582.00

Last Date : **26.12.2025 upto 09.00 a.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer, DMC

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Construction of Drain from Unique Sangha Club to National Highway within Ward- 21, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/427(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_963466_1 • Estimated Amount : 4,29,995.00/-

2) Name of the Work: Construction of Cultural Shed with CGI. Sheet near Unique Sangha Club, Booth No.- 147, Ward No.- 21, Borough- 03, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/427(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_963466_2 • Estimated Amount : 5,44,488.00/-

3) Name of the Work: Improvement of illumination with Supply of Street Lights, UG PVC Armoured Cable at C Type, D Type, LIG and MIG Hostel Road under Ward No.- 22 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/441(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_963496_1 • Estimated Amount : 2,99,737.00/-

4) Name of the Work: Improvement of illumination with 2 Nos Mini High Masts (using 9 mtr Steel Tubular Pole), UG PVC Armoured Cable and LED Street Light Fittings one near Hostel E Type, City Centre and another near Daily Market, City Centre under Ward No.- 22 of DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/441(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_963496_2 • Estimated Amount : 2,89,669.00/-

5) Name of the Work: Repairing of Drain and Culvert in front of LIG 3 and 4 Ward 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/441(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_963496_3 • Estimated Amount : 2,78,666.00/-

6) Name of the Work: Renovation of Sewerage Line A24 to B16 Avanindra Nath Bithi and 4/1 Maxmuller within Ward- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/442(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_963550_1 • Estimated Amount : 1,38,674.00/-

7) Name of the Work: Repairing of Foot Path and Road Shoulder at Priti Bihar Park Maxmullar-03, Booth No.- 162, Ward No.- 22, Borough- 03, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/442(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_963550_2 • Estimated Amount : 3,24,772.00/-

8) Name of the Work: Construction of Shed at Priti Bihar Park Maxmuller-03, Booth No.- 162, Ward No.- 22, Borough No.- 03, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/442(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_963550_3 • Estimated Amount : 4,94,682.00/-

Last Date : 30th December 2025, up to 11:00 am Sd/- Executive Engineer
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

উনিশ শতকে কলকাতায় 'বাবু সংস্কৃতি'

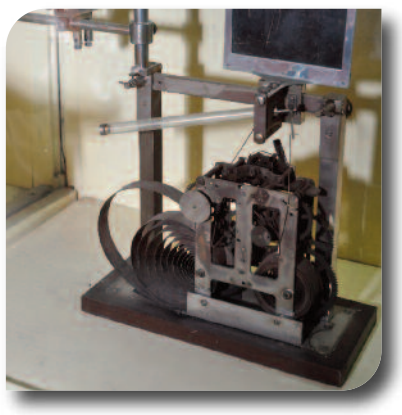

নির্মল বিশ্বাস

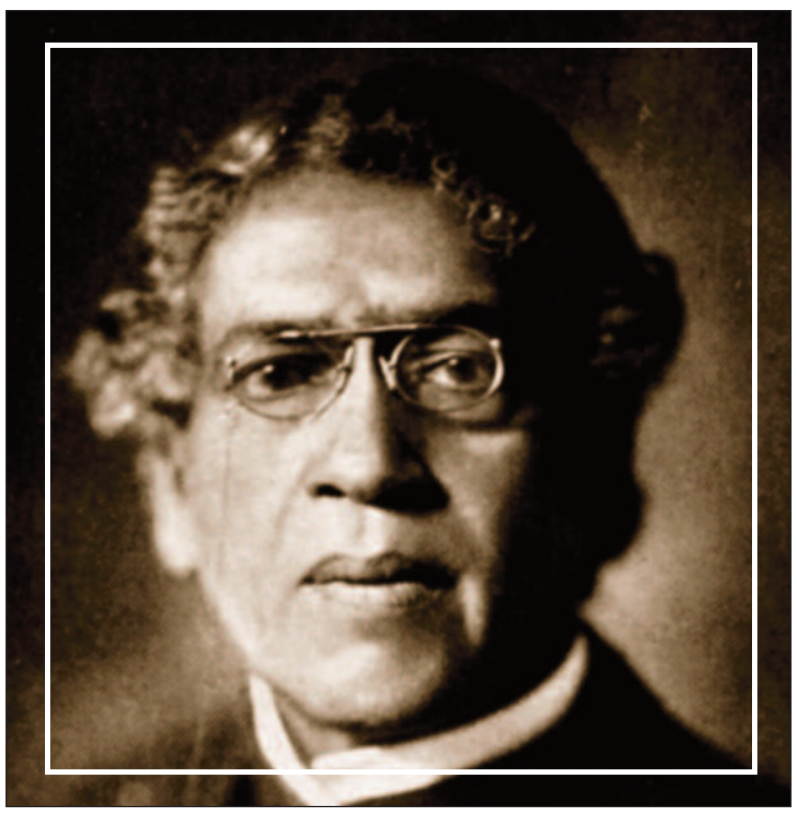

কলকাতায় দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজ জীবনের চিত্র গত আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কিছু কিছু ঘটনা উল্লেখ করার মত। সে সময় ইউরোপীয়রা ও কোম্পানি আমলের এক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিজেদেরকে তাঁরা নবাব বলে মনে করতেন। পলাশী যুদ্ধের পর যখন একে একে কলকাতায় থিয়েটার, নাচঘর, সরাইখানা বলরুম ইত্যাদি গড়ে ওঠার ফলে কলকাতা এক নতুন রূপ পেয়েছিল। 'বলরুম' কথার অর্থ হল ক্ষুনাচঘর'। হেস্টিংসের দ্বিতীয় পত্নী 'লেডি ইম' লালদিঘির থিয়েটারের বলরুমে নাচতে অভ্যস্ত ছিলেন। তৎকালীন সময়ে ইউরোপীয় সমাজে প্রচুর মদের প্রচলন ছিল। তবে তাঁরা এদেশীয়দের কাছে থেকে তামাক খাওয়াও ইউরোপীয়রা অভ্যাস করেছেন।

১৭৭৯ সালে কলকাতায় হুঁকো বরদারদের প্রাধান্য ছিল। একবার গভর্ণর বাড়িতে ভোজ- সভার আয়োজন করেন। তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের চাকর সঙ্গে আনতে নিষেধ করেন। কিন্তু হুঁকো বরদারদের আনতে কোনও আপত্তি করেননি। তখন ইংরেজ গভর্ণর, কাউন্সিল সদস্য ও কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের জীবন কাহিনি ছিল ভীষণ কদর্যময়। এ সময়ে কলকাতার ইংরেজদের নারী লোলুপতার কাহিনি 'কলকাতার ইতিহাস'কে ভীষণভাবে কলুষিত করেছিল। যখন বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা সহ অন্যান্য নবাবেরা সিংহাসনচ্যুত হলেন, তাঁদের বেগম ও দাসীদের ইংরেজরা কলকাতায় নিয়ে এসে প্রমোদভবনে আটকে রেখে বেলেল্লাপনা চালাতেন। অন্যদিকে আবার মীরজাফরের প্রণয়িনী মণিবেগমও গভর্ণর হেস্টিংসের প্রণয়িনী ছিলেন। নারীঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দুই ইংরেজ কর্মকর্তা ফ্রান্সিস ও হেস্টিংসের মধ্যে বর্তমান আলিপুর চিরিয়াখার কাছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছিল। বর্তমান বেলভেডিয়ার রাজপ্রাসাদের কাছে মিঃ লিঃ গ্রান্ড বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর প্রতি জঘন্য আচরণ করার জন্য গ্রান্ড ফ্রান্সিসকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আহ্বান জানান। কিন্তু গ্রান্ড ফ্রান্সিস দ্বন্দ্বযুদ্ধের সম্মুখে যাননি। তবে এজন্য গ্রান্ড ফ্রান্সিস এর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন, হেস্টিংস ফ্রান্সিসকে নগদ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইংরেজরা কি ধরণের সংস্কৃতিতে অভ্যস্থ ছিলেন এটা তার প্রমাণ করে।

কলকাতায় তখন নবভাবের প্রবল বন্যা। ডিরোজিও এবং ইয়ংবেঙ্গলের প্রভাবে কলকাতায় সর্বস্তরেই তখন প্রচণ্ড বিদ্রোহ। বিশেষ করে ছাত্রসমাজ ও যুবসমাজের প্রভাব লুব্ধ হস্তের দিকে ধাবিত হল। অনড় সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ বেয়ে এলো বিকৃতি। এ সময়ে একটি সাময়িক পত্রে কলকাতা যুব সমাজের আচরণ নিয়ে একজন লিখেছেন —

'গিয়েছিনু কলিকাতা, যা দেখিনু গিয়া
তথা, কি লিখিব তার কথা, হা বিধাতা।
এই হোল শেষে। ভদ্রলোকের ছেলে যত
কদাচারে সদা রত। সুরাপানে অবিরত,
কতমত কুচ্ছ দেশে দেশে। কাঙ্গালি
বাঙ্গালি ছেলে, ভুলেও না বাঙ্গালা
বলে, ম্লেচ্ছ কহে অনর্গলে, তেরিয়া
হয়ে পথে চলে, কাছ দিয়া গেলে,
ব'লে — গো টু হেল। পেনটুলুন
জ্যাকিট পরে ধুতি চাদর তুচ্ছ করে
সদাই চাবুক করে, মুখে বলে —
ইয়েস বেরি ওয়েল।'

ইয়ংবেঙ্গলের প্রভাবে কলকাতায় এ রকম একটা ঢেউ এসেছিল। এই ঢেউয়ের প্রয়োজন ছিল। কারণ, তা না হলে নবযুগের সূচনা হত না। আবার কোলকাতায় এই নব-আলোকের পাশেই এক শ্রেণির 'বাবুর' সৃষ্টি হয়েছিল, যারা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিলেন। এঁদের জন্য দেশের উন্নতি ব্যহত হয়েছে। এই আয়েসী 'বাবুদের' সম্পর্কে সাময়িকপত্রে যা লেখা হয়েছে হুবহু তুলে দেওয়া হল। এই অংশটুকু লিখেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী —

'এই সময়ে শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে একশ্রেণির মানুষ দেখা দিয়েছিল, তাহারা পারসি ও অল্প ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মের প্রতি আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের বহিরাকৃতি ছিল — মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্র কোণে নৈশ্য অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাবরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ধুতি, সঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিসের উপর কাজ করা বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুলটকরা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলাস সমন্বিত চীনে বাড়ির জুতো। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ বীণা বাজাইয়া, গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত।'

তৎকালীন সময়ে এভাবেই বাবুরা একমাত্র ট্রাজেডি। এঁদের দিয়ে দেশের কোনও উন্নতি হয়নি, বিশেষ করে শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত নিরুৎসায়ী ছিলেন এবং এঁরাই ডিরোজিও, রামমোহন রায়-এর মত ব্যক্তিদের বাবুরা পছন্দ করতেন। এমন কী কোনও ভালো কাজকেও কখনই সমর্থন করতেন না। এটাই ছিল বাবুদের প্রকৃত চরিত্র।

১৮৪০ সাল থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত বটতলারর যুগ। তখনও কলেজ স্ট্রিট গ্রন্থতীর্থে পরিণত হয়নি। বটতলাতে যেসব বই প্রকাশ পেত সে সব বই সাহিত্যমূল্য বা পাঠ্য বইয়ের মর্যাদা তার ছিল না। তাই অচিরেই সরকারের অমোঘ নির্দেশে বটতলা প্রকাশনার সমাধি হয়ে যায়। আর কলকাতার চিনেবাজারে যে সব দোকান ছিল সেগুলি ছিল বেদেশি বইয়ের সম্ভার। আর এই দোকানগুলি দেশীয় লোকেরা পরিচালনা করতেন।

আর বটতলা ছিল কলকাতা শহরের গত উনিশ শতকের বিকৃত বাবু কালচারের এক করুণ সৃষ্টি। এই বিকৃত সৃষ্টির পরিণাম দেখে সকলেই ভীত হলেন। তখন বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কিছু সংখ্যক বাঙালি ব্যবসায়ী এগিয়ে এলেন বইয়ের সুষ্ঠ ও সুন্দর প্রকাশনার জন্য।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রামতনু লাহিড়ি (১৮১১ - ১৮৯৮) যখন চেতলায় থাকতেন তখন চেতলায় কালীঘাটে এলাকায় বারাঙ্গনার কোনও প্রভাব ছিল না। আবার শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় তীর্থস্থানের (কালীঘাট) সন্নিকটে সামাজিক অবস্থা জঘন্য ছিল। নারীরা বারাঙ্গনা বৃত্তির সাহায্যে অর্থ উপার্জন করতেন।

১৮৫২ সালে হীরা বুলবুল নামক কলকাতার একজন বারাঙ্গনা তাঁর সন্তানকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এ ঘটনায় কলকাতায় বারাঙ্গনাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

সময়টা তখন উনিশ শতকের প্রথম দিক। সে সময়ে যে সব পেশাদার নর্তকী গায়িকারা বাইজিদের মত কলকাতায় জীবন-যাপন করতেন। চলতি কথায় তাঁদের বলা হত বিবি। কেন না, তখনকার সময় বাবুদের পত্নীর চেয়ে উপপত্নী ছিল বেশি আদরের। সে সময় অনেক বাইজি ছিলেন বাবুদের উপপত্নী। সেকালে যেসব নামকরা বাইজিরা বাবুদের উপপত্নী হিসেবে থাকতেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত একটি নামের তালিকা দেওয়া হল — নিকি বিবি, আনার বিবি, বুনু বিবি, পিয়ারী বিবি, কমললতা, রোশনী বিবি, হীরা, বুলবুল, এসমা বিবি, বেগমজান, হিঙ্গাল বিবি, সুপন জান, নান্নিজান, আশারুম বিবি, ফইজ বক্স, সৌদামিনী এবং মাদাম চিয়াঙ এবং আরও অনেকে।

নারী যে পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের ভোগ্যপণ্য। উনিশ শতকে কলকাতার বাবুরা তাঁদের অপকর্ম নির্লজ্জভাবে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁদের নিজস্ব আচরণের মধ্য দিয়ে। তাঁরা একদিকে নিজের বিবাহিত স্ত্রীদের নিজেদের অন্দরমহলে 'সতী' বানিয়ে রাখতে চাইতেন। তাঁদের স্ত্রীরা যেন সতী, সাবিত্রী, বেহুলাদের মতো পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা হয়। অন্যদিকে বাবুরা বাইরে নিজের বন্ধুবান্ধবদের মধ্য বাজারি অসতী নারীদের নিয়ে কামড়া- কামড়ি করতেন। অথচ, অন্দরমহলে কোন কারণে পান থেকে চুন খসলেই পতিব্রতা নারীদের আর রক্ষা থাকত না। কপালে কি জুটত তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। অথচ তাঁরা নিজেরাই নিজেদের (লম্পটের) কু-কর্মের জন্য কারও কাছে জবাবদিহি করতেন না।

একসময় 'আনার বিবি'কে নিয়ে কলকাতার বাবুরা কী বেলাল্লাপানা না করেছিলেন। তিনি ছিলেন নামকরা জমিদার বংশীয় চূড়ামণি দত্তের ছেলে কালীপ্রসাদ দত্ত। নিজেই ঘর-সংসার ছেড়ে এক সুন্দরী রক্ষিতা রাইজিকে নিয়ে পড়ে থাকতেন কালীপ্রসাদ। সেই বিবির ওপর অনেক বাবুদের লোভ ছিল। কালীপ্রসাদ সব বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি রক্ষিতা বিবিকে আড়ালে সাবধানে রেখেছিলেন। আড়ালে থাকার কারণে অন্যরা ঠোকর মারার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। এর ফলে তাঁদের রাগ বেড়েছিল কালীপ্রসাদের ওপর। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁরা জোটবদ্ধ হচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে কালীপ্রসাদের বাবা চূড়ামণি দত্ত মারা যেতেই তারা প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলেন।

কালীপ্রসাদ যেহেতু আধা হিন্দু আধা মুসলমানের মতো জীবন-যাপন করছিলেন। উপপত্নী যেহেতু মুসলমান প্রতিপক্ষরা রব তুলে দিলেন, 'কালীপ্রসাদের জাত গিয়েছে। এবার আমাদের দলের কোনও পুরোহিত যেন ওঁর বাবার শ্রাদ্ধ না পড়ানো হয়। হিন্দুমতে, বাবার শ্রাদ্ধ করার অধিকার ওঁর নেই।'

এবার একটা মজার ঘটনা ঘটে গেল। ওই প্রতিপক্ষ দলে ছিলেন শোভাবাজার নবকৃষ্ণ দেবের ছেলে রাজকৃষ্ণ দেবও যিনি এক মুসলমান বাইজিকে উপপত্নী করে রেখেছিলেন। তিনিও জীবন-যাপন করতেন আধা হিন্দু আধা মুসলমানের মতো। কাজেই যে অপরাধে কালীপ্রসাদকে অপরাধী করা হয়েছিল সেই অপরাধে রাজকৃষ্ণ দেব রেহাই পান কি করে? ইতিমধ্যে কালীপ্রসাদের দলে নতুন একজন যোগ দিয়েছেন। তিনি বড়িশার জমিদার সন্তোষ রায়। যিনি একদা কালীঘাটের কালীমন্দির তৈরি করেন। তিনি নিজের জমিদারি এলাকা থেকে পুরোহিত এনে কালীপ্রসাদের বাবার শ্রাদ্ধ করে দিলেন। কালীপ্রসাদ এই বিবাদ থেকে উদ্ধার পেয়ে খুবই খুশি হলেন। কালীপ্রসাদবাবু জমিদার সন্তোষ রায়কে ও তাঁর আনা পুরোহিতকে খুশি হয়ে দক্ষিণা ও দান সহ তিনি নগদ পঁচিশ হাজার টাকা তুলে দিলেন। সন্তোষ রায় সেই টাকায় কালীঘাটের বর্তমান কালী মন্দির তৈরিতে হাত দেন।

আদিতে প্রাচীন কালীঘাট মন্দির তৈরি করেন যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যর পিতৃব্য বসন্ত রায়। বর্তমান প্রেসিডেন্সি জেলের কাছে এই মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। বর্তমান কালীঘাটের মন্দির তৈরির কাজ ১৭৯৩-তে শুরু হয় এবং ১৮০৯ সালে শেষ হয়। বরিশার জমিদার চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায় বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

তবুও পুনরাবৃত্তি করার লোভ সামলানো গেল না। সেই উনিশ শতকে নিকি বিবিকে নিয়েও কলকাতার বাবুদের মধ্যে চলত দর কষাকষি। একবার 'দুগাপুজো' উপলক্ষে নিকি বিবির দর বাড়লো নিলামের মত হু হু করে। সে সময়ে তাঁকে যাঁরা নাচাতে পারতেন তাঁরা নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতেন। ১৮১৯ সালের ১৬ অক্টোবরের একটি দৈনিক কাগজে প্রকাশিত সংবাদ — 'কলকাতায় ছিল নিকি নামে একটি নর্তকী মেয়ে। তাঁর নাচ গানের বহুৎ খুশি হয়ে একজন ভাগ্যবান ভদ্রলোক তাঁকে মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে।' এবার হিসেব করে দেখা হোক — আজ থেকে (১৮১৯) ২০৬ বছর আগে একজন বাইজির মাসিক বেতন এক হাজার টাকা। প্রয়োজনে নিজেরাই হিসেব করে নিন বর্তমান টাকার মূল্য হিসেব করে। এরপর ১৮২৬ সালে শোভাবাজার নবকৃষ্ণ দেবের দত্তক পুত্র গোপীমোহন দেব তো নাচের আসরে চমক সৃষ্টি করেছিলেন সুদূর ব্রহ্মদেশ পরীর মত একঝাঁক নর্তকী এনে। তাঁদের যিনি রানী তিনি হলেন 'মাদাম চিয়াঙ।

রামমোহন এবং ডিরোজিও-এর মৃত্যুর পর নবযুগের চেতনাবোধকে উজ্জীবিত করে তুলতে আর্বিভূত হলেন বিদ্যাসাগর। নব-জাগরণের আর এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ। উনিশ শতকে নবযুগের বিজয় রথের চাকা বাবু সমাজকে দলিত করে এগিয়ে গিয়েছে।

তথ্যসূত্র:
১) কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত — বিনয় ঘোষ।
২) কলকাতা ঃ এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস — ড. অতুল সুর।
৩) কলকাতার চালচিত্র — ড. অতুল সুর।
৪) ৩০০ বছরের কলকাতার পটভূমি ও ইতিকথা — ড. অতুল সুর।
৫) কলকাতা বিচিত্রা — রাধা রমণ রায়।
৬) নববাবু বিলাস— ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭) নববিবি বিলাস— ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮) ছাপা হরফের হাট — শ্যামল চক্রবর্তী।
৯) জঙ্গল থেকে জনারণ্য — মলয়রঞ্জন আইচ সরকার।

আজ বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য

জগদীশচন্দ্র বসু ও বসু বিজ্ঞান মন্দির

এম এ নাসের

জগদীশ চন্দ্রের পৈতৃক আবাস ছিল ঢাকার অদূরে সেই সময়ের বিক্রমপুরের রাঢ়িখালে, যা বর্তমানে মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার অধীনে।

ঢাকার গুলিস্তান কিংবা যাত্রাবাড়ি থেকে মাওয়াগামী বাসে করে শ্রীনগর বাসস্ট্যান্ডে নেমে অটোরিকশা, ভ্যানে যাওয়া যাবে রাঢ়িখালে স্যার জগদীশ চন্দ্রের পৈতৃক বাড়ি।

বেতার যন্ত্র আবিস্কারের স্বপ্নদ্রষ্টার পৈতৃক বাসভবনটি ত্রিশ একর জুড়ে জগদীশ চন্দ্র বসু কলেজ ও কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে। তিনি জীবিত অবস্থায় তার সমুদয় সম্পত্তি দান করে যান।

১৯২১ সালে সুরুজ বালা সাহা বিদ্যালয়, ১৯৯১ সালে জগদীশচন্দ্র বসু ইনস্টিটিউশন ও কলেজের জন্ম হয়েছে।

২০১১ সালে জগদীশচন্দ্র বসু কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে, যা জগদীশচন্দ্র বসু ইনস্টিটিউশনের অধীনে। কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে আছে জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘর, পশু-পাখির ম্যুরাল, কৃত্রিম পাহাড়-ঝরনা ও সিঁড়ি বাঁধানো পুকুর ঘাট।

জাদুঘরে জগদীশ চন্দ্র বসুর ছবি, গবেষণাপত্র, হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তিতে তাকে লেখা চিঠি ও রবীন্দ্রনাথের বসুকে লেখা চিঠি, তেল রং দিয়ে আঁকা ১৭টি দুর্লভ ছবি, রয়্যাল সোসাইটিতে দেওয়া বক্তৃতার কপি এবং নানা দুর্লভ সামগ্রী আছে।

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর বাড়িটি ৬ কক্ষবিশিষ্ট। বাড়িটির একটি কক্ষকে জাদুঘর তৈরি করা হয়েছে। এই বাড়িতে ৬ টি দিঘি রয়েছে।

একদা জে. সি. বোস ও তার স্ত্রীর ইচ্ছায় এখানে চালু করা হয়েছিল মন্দিরভিত্তিক পাঠশালা।

এই বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু পোনিয়ার বিক্রমপুরের বাড়িশাল গ্রামে ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর জন্মগ্হণ করেন। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মাতা বামাসুন্দরী দেবী।

পৈতৃক আবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রাম।

পিতার কর্মস্থল ফরিদপুরে পাঠচর্চা শুরু হয়। পরে পিতার প্রচেষ্টায় কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি করা হয়। ইংরেজিতে ফল আশানুরূপ না হওয়ায় তিন মাস পর তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হলেন। পিতা ভগবানচন্দ্র তখন বর্ধমানের অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার পদে কর্মরত।

১৮৬৯ সালে তাঁর হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৭৫ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ, ১৮৭৭ সালে তিনি এফ.এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। ১৮৮০ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে অনার্স-সহ বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পরে ইংল্যান্ডে গিয়ে ১৮৮৪ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি পাশ করেন।

১৮৮৫ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে লর্ড রিপনের আদেশে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অংশকালীন অধ্যাপক নির্বাচ্য হন।

১৮৮৭ সালে সমাজসংস্কারক দুর্গামোহন দাশের তনয়া অবলাকে বিবাহ করেন। অর্থ সঙ্কটে প্রথমে চন্দননগরে, পরে কলকাতায় ভগ্নিপতি মোহিনীমোহন বসুর সমীপে দিন অতিবাহিত হয়।

এহেন সময়ে শব্দগ্রহণ ও ফটোগ্রাফি চর্চায় আগ্রহী ছিলেন। ১৮৯৩ সালে

বৈদ্যুতিক চুম্বক তরঙ্গ, আকাশ-তরঙ্গ ও বৈদ্যুতিক চুম্বকে তরঙ্গের বিষয়ে গবেষণার ফলশ্রুতিতে তিনি বেতার বার্তার সূত্র আবিষ্কার করেন।

তিনি বিজ্ঞানী লজ, বিজ্ঞানী মার্কনির গুণগ্রাহী ছিলেন। ১৮৯৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর গবেষণালব্ধ বিষয় পরীক্ষা করেন।

দি ইলেক্ট্রিশিয়ান, প্রসিডিংস অফ দি রয়্যাল সোসাইটি, জার্নাল অফ্ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, দ্য ফিলোসফিক্যাল মাগাজিন-এর মতো বিজ্ঞান সাময়িকীগুলিতে তাঁর নিবন্ধ মুদ্রিত হয়।

১৮৯৬ সালে কলেজে ছুটি নিয়ে ইংল্যান্ডে ক্ষুদ্র [illegible] সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কার আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরে ডি. এসসি উপাধি প্রদান করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৯৭ সালে স্বদেশে ফিরে আসেন।

১৯০০ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বিষয়ে সম্মেলনে যোগ দেন। ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ এ্যাসোসিয়েশনের ব্রাডফোর্ড সভায় ভাষণ দেন। লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউটে কর্মরত ছিলেন।

১৯০২ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে 'জীব ও জড়ের সাড়া' বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ গ্রন্থ রচিত হয়।

১৯০৬ সালে ক্ষুউদ্ভিদের সাড়াক্ষ্ম গ্রন্থ প্রকাশের ফলে বিজ্ঞানী মহলে পরিচিত হন।

১৯১৩ সালে চাকরি থেকে অবসরের সময় দুই বছর মেয়াদ বৃদ্ধির পর ১৯১৫ সালে অধ্যাপনা হতে অবসর নেন।

১৯১৬ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক 'নাইট' উপাধি পান। ৯৩/১, আপার সার্কুলার রোড (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড)-এ বিজ্ঞান গবেষণাগার নির্মাণ শুরু হয়।

অবশেষে ১৯১৭ সালের ৩০ নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের ৬০- তম জন্মদিনে তার স্বপ্নের বোস ইনস্টিটিউশনের দ্বারোদঘাটন হয়।স্বয়ং জগদীশচন্দ্র এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি গান রচনা করার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের বাইরে ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি চিঠির মারফত লেখা পাঠিয়েছিলেন,

' তোমার বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে যদি আমি থাকতে পারতুম তাহলে আমার খুব আনন্দ হতো। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তাহলে তোমার এই বিজ্ঞান যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সাথে মিলনের উৎসব হবে এই কথা মনে রইল।...' রবি ঠাকুর জগদীশচন্দ্রের আশা পূরণ করেছিলেন। তিনি বিদেশ থেকেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্দেশ্যে রচনা করে পাঠিয়েছিলেন সেই বিখ্যাত 'আবাহন'।

১৯২০ সালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য হন। বৃটিশ সরকার কর্তৃক সি.আই, বিজ্ঞানচার্য, সি.এস.আই, স্যার উপাধিতে শোভিত হলেন।

১৯২৬ সালে লিগ অফ নেশনস-এর ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটির সদস্য হন।

১৯২৭ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি, ১৯২৮ সালে ভিয়েনার একাদেমি অফ সায়েন্সের বৈদেশিক সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হন।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থমালা- Responses in the Living and Non-living (১৯০২), Comparative Electrophysiology (১৯০৭), Physiology of the Asent of Sap (১৯২৩), Physiology of Photosynthesis (১৯২৪), Nervous Mechanism of Plants (১৯২৫), Collected Physical Papers (১৯১৭), Motor Mechanism of Plants (১৯২৮), Growth and Tropic Movement in Plants (১৯১৭) প্রভৃতি।

গবেষণার কাজ ত্যাগ করে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে নিয়মিত দেখাশুনা করতেন। মাঝে মাঝে দার্জিলিং সফর করেন।

১৯৩৩ সালে গিরিডিতে বসবাস করতে থাকেন।

১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর বিশ্বখ্যাত পদার্থবিদ ও উদ্ভিদবিজ্ঞানীর গিরিডিতে মৃত্যুবরণ করেন।